# লণ্ডন-কাহিনী

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি সম্পাদিত

১৯২২

মূল্য দুই টাকা মাত্র

কলিকাতা

৬নং সিমলা ষ্ট্রীট্

রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়

হইতে

এস, কে, বাগচি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত
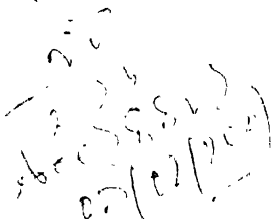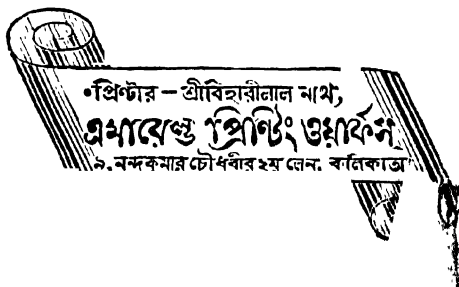
বাংলা-ভাষার নীরব একনিষ্ঠ-সাধক

এবং

উৎসাহদাতা

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উজ্জ্বল রত্ন

জ্ঞানশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক-প্রবর

হায়বৎ নগরের প্রজা-রঞ্জক জমিদার

**শ্রীযুক্ত মসনদআলী দেওয়ান**

**আলীম দাদখান**

সাহিত্যিক মহোদয়ের

**করকমলে**

**সাদরে অর্পিত হইল।**

# লণ্ডন-কাহিনী

## ( ১ )
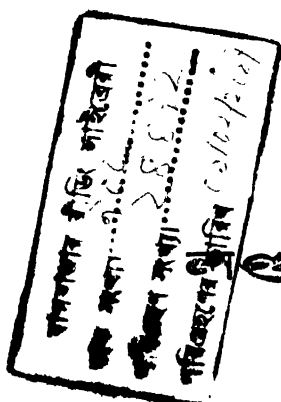
"কে হে! সায়ার নাকি! কি সৌভাগ্য! যাচ্ছ কোথায়?"

"ক্রেভেন স্কোয়ার। আমি"—

বাধা দিয়া সায়ারের বন্ধু বার্নি বলিলেন,—"ক্রেভেন স্কোয়ার!—লেডী কেরীর মজলিসে নাকি? আমিও ত সেইখানেই যাচ্ছি! লেডী কেরীকে তোমার কেমন লাগে?"

"আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় নেই। ডাক্তার মাইকেলের কাছ থেকে আমি নেমন্তন্নর চিঠি পেয়েছি।"

"ওঃ! ডাক্তার মাইকেল! চমৎকার লোক তিনি। আমার বন্ধু ড্যালবিয়াককে চেন? মাইকেল বলতে তার মুখ দিয়ে জল পড়ে! সে বলছিল স্নায়ু চিকিৎসায় ডাক্তার মাইকেল একেবারে অদ্বিতীয়। লণ্ডনে স্নায়ুর ব্যামোটা দিন দিন যেরকম বেড়ে উঠছে তাতে ডাক্তার শীগ্‌গিরই কোটীপতি হয়ে উঠবেন। কি চমৎকার রূপ এই ডাক্তারের, দেখেছ ত? আমার মনে হয় এই সুন্দরী বিধবাটীকে ডাক্তার বিয়ে করবে।"

"কোন বিধবার কথা বলছ?"

বন্ধু বার্নি বিপুল বিস্ময়ভরে সায়ারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"সে কি হে? লেডী কেরীর পুত্রবধূর কথা শোননি? তা তোমারই

বা অপরাধ কি ? সারাদিন কাল্‌ভার্ট ষ্ট্রীটের দোকানে বদ্ধ হয়ে বসে থাক্‌লে আর কি করে শুনবে ?”

“সত্যিই আমি কিছু জানি না ; কার কথা বলছ তুমি ?”

“সে যে কে তা আমিও জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে সে লেডী কেরীর পুত্রবধূ—অনেক টাকার মালিক আর সারা লণ্ডনের মধ্যে অদ্বিতীয় সুন্দরী! আমিরা এখুনি তাকে দেখতে পাব—তা হলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে। আমার বক্তৃতাটা বৃথাই নষ্ট করছি, কারণ তোমার কাছে এই সেরা সুন্দরীকে দেখার চেয়ে দুশো বছরের পুরোণ যে কোন একটা জিনিষ দেখা বেশী দরকারী বলে মনে হবে, কি বল ?”

শান্তস্বরে সায়ার বলিলেন,—“সে কথা বড় মিথ্যে নয়।”—সঙ্গে সঙ্গে তাহারি মনে অতীতের একটা দিন জাগিয়া উঠিল। জীবনে সে কি সুখের দিনই কাটিয়া গিয়াছে। প্রেমময়ী প্রিয়তমা তখন কেমন করিয়া তাঁহার বাহুলীন হইয়া চুম্বনের জন্য ওষ্ঠ আগাইয়া দিত সেই কথা মনে করিয়া তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।—সে আজ বহুদিনের কথা ; মন্টিকার্লোতে তিনি তখন বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ই তাঁহার জীবনের সুখ-সূর্য্য একই সময়ে উদিত ও অস্তমিত হয়। তাহার পর এই তিন বৎসর ধরিয়া ডেমিন সায়ার প্রিয়তমাকে শুধু কল্পনা-কুঞ্জেই দেখিয়া আসিতেছেন। উভয়ে গল্প করিতে করিতে ক্রেভেন প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

বার্নি বলিলেন,—“আর শুনেছ ? ডাক্তার মাইকেল পাতালের মধ্যে একটা ঘরে বসে রুগী দেখেন! কি বিতিকিচ্ছি কাণ্ড! লণ্ডন কিন্তু নূতন যা কিছু পায় তাই নিয়েই উন্মত্ত হয়।”

ডেমিন সায়ারের সুগঠিত সুন্দর মূর্ত্তি অনেক রমণীরই দৃষ্টি-আকর্ষণ

করিল। একজন ধনীর কন্যা বার্নিকে প্রশ্ন করিলেন,—"ঐ লোকটা কে বলত? বেশ দেখতে। আগে যেন কোথায় ওকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। কি করে ও? লেখক-টেখক বুঝি?"

"হ্যাঁ, লেখক বটে—লেখে বিল! অভিনয় করে দোকানীর অংশ! কালভার্ট ষ্ট্রীটে ওর দোকান—একজন আবার অংশীদারও আছে। পুরোণো অদ্ভুত জিনিষ-পত্র হীরে মুক্তোর ব্যবসা ওদের। তুমি কখনও দোকানদারী করেছ? ভারি মজার কাজ। আমি দিনকতক করেছিলুম। অনেকগুলো টাকা লোক্সানও দিয়েছিলুম।"

ডেমিন অগ্রসর হইতে হইতে শুনিলেন একজন ডাক্তার আর এক ব্যক্তির সহিত ডাঃ মাইকেলের কথা আলোচনা করিতেছেন। ডাক্তার বলিলেন,—"লোকটা যে হাতুড়ে তা আমি বলছি না—অনেক হাতুড়ে ডাক্তার বেশ নিরীহ হয়। আমার বক্তব্য এই যে, তার চিকিৎসা-প্রণালীটা আমার কেমন ভাল বলে মনে হয় না। স্নায়ু চিকিৎসা বড় কৌশলময়! মিস বলওয়ারের যে রোগ আরাম করেছেন, তার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে এখনও আমার বেশ একটু সন্দেহ হয়।"

"যাই বল লোকটা সয়তানের অনুগৃহীত, তা নইলে দেখনা এই দেড় মাস লণ্ডনে এসেছে এর মধ্যেই পঙ্গপালের মত রোগী এসে ওকে ঘেরে দাঁড়িয়েছে—আবার সবগুলোই পয়সাওলা লোক!"

"হ্যাঁ। তাছাড়া আবার দেখ দু—দুজন খেতাবওয়ালা কুবের নন্দিনী সমাজে ওকে পরিচিত করে বেড়াচ্ছে—তার মধ্যে একজন আবার সেরা সুন্দরী এও বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গী হাসিয়া উঠিলেন। ডিমেন লোকের ঈর্ষা দেখিয়া বিরক্ত চিত্তে তাঁহাদের পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইলেন।

সিঁড়ির নিকটে গিয়া সায়ার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন ; কি জানি কেন তাঁহার মনে হইতে লাগিল আজিকার সন্ধ্যাটা তাঁহার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। স্বপ্নাবিষ্টের মত ডিমেন সিঁড়ি পার হইয়া উপরে উঠিলেন। সিঁড়ির সম্মুখেই একজন সুপরিচ্ছদ-ধারিণী মহিয়সী রমণী দাঁড়াইয়াছিলেন ; সায়ার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ফিরিতেই একজন দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।—এই নবাগতের নাম ডাক্তার মাইকেল।

ডাক্তার মাইকেল বলিলেন,—"লেডী কেরীর পুত্রবধূ আপনার অভিনব মনোরম দ্রব্য-সংগ্রহের কথা শুনে আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা কহিবার জন্যে বিশেষ উৎসুক আছেন। এই সব প্রাচীন বহুমূল্য দ্রব্য-সংগ্রহ তাঁর একটা বাতিক। চলুন তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করে দিই।"

লেডী কেরীর পুত্রবধূকে দেখিবামাত্র সায়ার চিনিতে পারিলেন। তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তাঁহার চক্ষু ভূসংলগ্ন হইয়া পড়িল। ইঁহাকে আর নূতন করিয়া আজ কি দেখিবেন? এই নিঃসঙ্গ তিন বৎসর, দিবা রাত্র, স্বপ্নে জাগরণে যে এই মূর্ত্তিই তাঁহার মানস-চক্ষের সমক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

মন্টিকার্লোর একটা বারান্দায় তাঁহার সহিত এই রমণীর শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রমণী তখন তাঁহার পত্নী হইবেন বলিয়া বাক্‌দান করিয়াছিলেন। সায়ার তাহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া আপনার দাবী পাকা করিয়া লন।—হায় সে কি শুভ মুহূর্ত্ত কাটিয়া গিয়াছে। ডাক্তার মাইকেল পরস্পরের পরিচয় করিয়া দিলে সায়ার মুখ তুলিয়া দেখিলেন রমণী স্নিগ্ধ সৌজন্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন—সে দৃষ্টিতে আর কিছুই নাই! রমণী তাঁহার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন!

## ( ২ )

"আপনার সঙ্গে আমরা ভাল করে পরিচয় করতে চাই মিঃ সায়ার! ছোট লেডী কেরীর দুটো বাতিক আছে—একটা হচ্ছে মণি-মুক্তা সংগ্রহ আর একটা রমোন্যাস। আপনি তার প্রথম বাতিকটা মেটাতে পারেন, আপনার জগৎ বিখ্যাত সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ না হয় এমন লোকই নেই। লেডী কেরীর বড় ইচ্ছে কালভার্ট ষ্ট্রীটে গিয়ে আপনার জিনিষগুলো দেখেন আর আপনার মুখ থেকে তার ইতিহাস শুনেন।"

সায়ার অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"সে ত আমার সৌভাগ্য! যে দিন ইচ্ছে লেডী কেরী যেতে পারেন!"

লেডী কেরীর পুত্রবধূ সহাস্যে সায়ারকে ধন্যবাদ দিলেন। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইল কিন্তু গভীর বিস্ময়ের সহিত সায়ার দেখিলেন, লেডী কেরীর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

যুবতী ক্ষীণাঙ্গী এবং সায়ারের মত দীর্ঘাকৃতি। তাঁহার মস্তকের স্বর্ণাভ কেশগুলা হীরার ফুলে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। সায়ার একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন, তাঁহার সে দৃষ্টি যেন মৌন ভাষায় বলিতেছিল,—"তুমি কি আমায় ভুলে গেছ? ভুল্‌তে পার্‌লে? কি করে ভুল্‌লে?"

লেডী কেরীর মুখের উপর একটা পরিবর্ত্তনের ছায়া মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অন্যের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার মাইকেল বলিলেন,—"ছোট লেডী কেরীর সঙ্গে একটা কথা কহিবার জন্যে সবাই পাগল! তা আপনি এই সপ্তাহে একদিন এসে

আমাদের এখানে খাবেন, নেমন্তন্ন রইল, বুঝেছেন ত মিঃ সায়ার! গোলাপী চুণী পান্না দেখিলেই কিনতে হবে—এ একটা ওর বাতিক আর কি! অনেক দামী দামী চুণী পান্না ছোট লেডীকেরীর আছে আপনাকে দেখাবেক্ষণ। তাছাড়া প্রাচীন ইতিহাস সমন্বিত যে কোন রকম মণি-মাণিক্য দেখাইলেই কেনেন। আপনাদের দোকানে এরকম অনেক আছে, না?"

"কখনও কখনও এসে পড়ে বইকি!"—ডিমেন কথাটা সামলাইয়া লইলেন। তাঁহার মনে পড়িয়া গেল এক পক্ষ পূর্ব্বে ইংলণ্ড-প্রবাসী জনৈক ফরাসী রাজকুমার তাঁহাদের দোকানে অমূল্য "গ্রেসাম মুক্তা" একটা নূতন গহনায় বসাইয়া দিবার জন্য দিয়াছেন কিন্তু সাধারণের নিকট সে কথা তিনি প্রকাশ করেন নাই। কাজেই সায়ারও এ কথা অপ্রকাশ রাখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

দুই চারিটা সময়োচিত কথা কহিয়া ডাঃ মাইকেল সরিয়া গেলেন। সায়ার ছোট লেডী কেরীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার বহুমূল্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত। সায়ারের মনে পড়িল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের হস্তাকৃতি একটী ব্রুচ্ তিনি একদিন তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া তিনি সেটী তাঁহার জামার কলারে লাগাইয়া দিয়াছিলেন তাহাও মনে পড়িয়া গেল।

লেডী কেরীর গলার দিকে চাহিতেই সেটি তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। দাতাকে বিস্মৃত হইলেও রমণী তাঁহার দান নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে-ছেন?—এই আবিষ্কারটা সায়ারকে যেন পাগল করিয়া তুলিল। মুহূর্ত্ত মাত্র রুদ্ধশ্বাসে সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন। ঠিক যে মুহূর্ত্তে পুরাতন প্রেমের স্মৃতি তাঁহার প্রাণের মধ্যে এই উত্তেজনার সৃজন করিয়াছিল সেই সময় তিনি শুনিতে পাইলেন জনৈক রমণী বলিতে-

ছেন,—"ডাক্তার মাইকেল কি সুন্দর দেখতে! লেডী কেরী কি ভাগ্যবতী! এমন রূপবান পুরুষ যার অভিভাবক আর ডাক্তার—তার সৌভাগ্যে কোন রমণীর না হিংসে হয়!"

সায়ার তীব্র হিংসা পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার রুসীয় ডাক্তার মাইকেলের দিকে চাহিলেন। অল্পদিনের আলাপ তাঁহার সহিত। প্যারীর নিলাম ঘরে দুইবার সায়ারের সহিত ডাক্তারের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেইস্থানেই উভয়ের আলাপ হয়। তাহার পর অকস্মাৎ সেদিন নিমন্ত্রণের কার্ড পাইয়া ডাক্তার মাইকেল সে আলাপ আর একটু ঘনিষ্ঠ করিলেন।

সায়ার সাধারণতঃ এরূপ সামান্য পরিচয়ের পর কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না কিন্তু এ ক্ষেত্রে করিয়াছিলেন। কেন তাহা তিনি বা তাঁহার বন্ধু ও ব্যবসায়ের অংশীদার হাণ্ট কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে একটা কথা,—হাণ্ট ডাঃ মাইকেলকে কখনও দেখেন নাই, তাঁহার মনোরম ভাবভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়েন নাই। ডাঃ মাইকেল রূপে পুরুষের মধ্যে রাজা ছিলেন! অপূর্ব্ব সে সৌন্দর্য্য! অপরূপ তাঁহার লালিত্য! আকৃতি দেখিয়া বয়স অনুমান করিবার উপায় ছিল না—পঁয়ত্রিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে কিন্তু বাস্তবিক যে তাঁহার বয়স কত, তাহা কেহই জানিত না।

সায়ার দেখিলেন ডাক্তার মাইকেল তাঁহার রোগীদিগের সহিত আলাপ করিতেছেন। প্রথম রোগী বার্নির বন্ধু ক্যাপটেন ড্যালবিয়াক্; চোখে তাঁহার কেমন একটা ভাবহীনতা বিরাজ করিতেছিল—যেন স্বপ্নাবিষ্ট! দ্বিতীয় ব্যক্তি, লণ্ডনের উদীয়মান রাজনৈতিক সার জিরাণ্ড ম্যাকিনান। তাঁহার চক্ষে কেমন যেন একটা হিংস্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তৃতীয় ব্যক্তি লণ্ডনের সুবিখ্যাত লেখক ভেণ্টন সেভিল। ইহারা সকলেই অতুল সম্পদের অধিকারী এবং ডাক্তার মাইকেলের একান্ত অনুগত রোগী!

তাঁহাদের অদূরে একজন সুন্দরী সুপরিচ্ছদ-ধারিণী রমণী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। মস্তকে তাঁহার একখানা সুবৃহৎ হীরক শোভা পাইতেছিল। বক্ষের সমস্ত অনাবৃত অংশটা নানাবিধ মণিমুক্তায় আবৃত হইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বক্ষণ তিনি ডাক্তারের কাছে কাছে ফিরিতেছিলেন এবং তাঁহার অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রদ্বয় সর্ব্বক্ষণ ডাক্তারের দিকেই চাহিয়াছিল। এই রমণীর নাম মিসেস বলওয়ার; আমেরিকার জনৈক কোটী পতির পত্নী তিনি। বহুদিন হইতে তিনি ভীষণ হিষ্টিরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন, ডাক্তার মাইকেল তাঁহাকে ব্যাধি মুক্ত করিয়াছিলেন। সায়ার দেখিলেন, রমণী কলের পুতুলের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছেন বটে কিন্তু তাঁহার আকার প্রকার এমনি ভাবহীন যে সহসা দেখিলে তাঁহাকে জীবিত অপেক্ষা মৃত বলিয়াই মনে হয়।

সহসা সায়ারের মনে ডাক্তারের উপর কেমন একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি সেটাকে হিংসা বলিয়াই মনে করিলেন; তাহার যথেষ্ঠ কারণও ছিল। এমন সুপুরুষ, এরূপ ক্ষমতাপন্ন ডাক্তার যে তাঁহার প্রিয়তমার অভিভাবক, ইহাতে কাহার না হিংসার উদ্রেক হয়? চেষ্টা করিয়াও তিনি মন হইতে এ ভাবটা দূর করিতে পারিলেন না। সায়ার সেস্থান ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার ছোট লেডী কেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইলেন।

ঠিক সেই সময় ডাক্তার মাইকেল তাঁহার উপগ্রহগুলিকে ত্যাগ করিয়া একজন নবাগতকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। সায়ার সেইদিকে চাহিতেই দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পরিচিত ফরাসী রাজকুমার ডাক্তারের সহিত কথা কহিতেছেন। বিখ্যাত "গ্রেসাম মুক্তা" ইঁহারই পারিবারিক সম্পত্তি; সম্প্রতি সেটা মেসার্স সায়ার-হাণ্টের দোকানে গচ্ছিত ছিল।

রাজকুমারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ডাক্তার ছোট লেডী কেরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য সায়ারের মনে হইল লিণ্ডার জন্যই বোধহয় রাজকুমার মুক্তাটা নূতন গহনায় বসাইতে পাঠাইয়াছেন! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার মন হইতে সে সন্দেহের মেঘ কাটিয়া গেল; তিনি দেখিলেন, রাজকুমার সামান্য পরিচিতের ন্যায় লিণ্ডার সহিত আলাপ করিতেছেন। এই সময় বৃদ্ধা লেডী কেরী আসিয়া সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। লিণ্ডা তখন একাকী সায়ারের নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন; রাজকুমারের আগমনে অন্যান্য যুবকগণ চলিয়া গিয়াছিল।

সহসা সায়ারের তীক্ষ্ণ শ্রবণে একটা কথা বাজিল। তাঁহার মনে হইল, কে যেন কাহাকে দ্রুতকণ্ঠে আদেশ করিল,—"রাজকুমারকে বল, যে তুমি তাঁর "গ্রেসাম মুক্তা" দেখতে চাও!"

## ( ৩ )

কথাটা কাণে যাইতেই ডিমেন চমকিয়া উঠিলেন। কে যে কথাটা বলিল তাহা অনুমান করা কঠিন। সায়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাইকেলের মুখের দিকে চাহিলেন কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। ডাক্তারের ওষ্ঠ-দ্বয় একটুও কম্পিত হয় নাই! তিনি একান্ত মনে বৃদ্ধা লেডী কেরী ও রাজকুমারের আলাপ শুনিতেছিলেন। সায়ার হয়ত এটা তাঁহার উষ্ণ মস্তিস্কের কল্পনা বলিয়া মনে করিতেন কিন্তু লিণ্ডার কথা শুনিয়া তিনি আর তাহা করিতে পারিলেন না।

লিণ্ডা বলিল,—"রাজকুমার, আপনার কাছে একটা বিশেষ অনুগ্রহ

আমি চাইতে এসেছি—আপনার 'গ্রেসাম মুক্তাটী' আমি একবার দেখ্তে চাই।"

সহাস্যে রাজকুমার বলিলেন,—"আপনার অনুরোধ আমার কাছে আদেশ। মুক্তোটা একটী হীরের ব্রেস্‌লেটে বসাতে পাঠিয়েছি—দু'সপ্তাহের মধ্যেই বসান হয়ে যাবে। আমি ফেরৎ পেলেই আপনাকে দেখাব।"

ডাক্তার মাইকেল বলিলেন,—"না মঁসিয়ে, উনি শুধু মুক্তোটাই দেখ্তে চান। সে অদ্বিতীয় মুক্তো নেকলেস বা টায়টায় বসালে হয়ত শ্রীহীন হয়ে যাবে সেইজন্যেই উনি সেটী বসাবার আগেই দেখতে চান।"

"একমাস আগে প্যারীতে থাক্‌তে আপনাকে যখন মুক্তোটী দেখাই তখন আপনি ঐ কথাই বলেছিলেন বটে। আমারও কতকটা তাই মত তবে যিনি আমার স্ত্রী হচ্ছেন তাঁর মত অন্য রকম, কাজেই সেইমতই কাজ হচ্ছে!"

"আমার মুখে মুক্তোটীর বর্ণনা শুনে লেডী কেরী সেটী দেখবার জন্যে পাগল হয়েছেন।"

"উনি যখন বলছেন তখন তাই হবে।"—তাহার পর অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে বলিলেন,—"সেটী এখন কালভার্ট ষ্ট্রীটের বিখ্যাত কালেক্‌টার ও ডিজাইনার মেসার্স সায়ার-হাণ্টের দোকানে আছে। ডাক্তার মাইকেল নিশ্চয়ই তাদের চেনেন।"

"সুখের বিষয় মঁসিয়ে, আমার অন্যতম বন্ধু মিঃ সায়ার এই-খানেই আছেন। তাঁর কাছেই যে মুক্তটী গচ্ছিত আছে তা আমরা জানতুম না।"

রাজকুমার সায়ারকে চিনিতে পারিলেন। তিনি জানিতেন ইংলণ্ডে বড় ঘরের ছেলেরাও দোকান রাখিয়া থাকে সেইজন্যই ডিমেনকে এই

নিমন্ত্রণ সভায় দেখিয়া তিনি ততটা বিস্মিত হইলেন না— মিঃ সায়ার অনুগ্রহ করে মুক্তোটী লেডী কেরীকে দেখিয়ে তারপর গয়নায় বসাবেন।”

সহাস্যে রাজকুমারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া লিণ্ডা সায়ারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“কাল বিকেলে গেলে কোন অসুবিধে হবে নাত মিঃ সায়ার ? আমি বেলা আড়াইটের সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে তিনটে নাগাদ আপনার ওখানে পৌছিব, কি বলেন ?”

সায়ার সম্মতি জানাইলেন। তখন তাঁহার মনের মধ্যে একটু দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল—লিণ্ডা কি সত্যই এখনও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই ? অকস্মাৎ রাজকুমারের মুক্তা দেখিবার জন্যই বা তাঁহার এত আগ্রহ হইল কেন ?

এই কয় বৎসর ধরিয়া যে সুমিষ্ট স্বর-লহরী অহর্নিশি সায়ারের কর্ণে বাজিতেছে সেই চিরপরিচিত কণ্ঠে লিণ্ডা বলিলেন,—“গ্রেসাম মুক্তা” প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বের জিনিষ। এর একটা ইতিহাসও আছে নিশ্চয়ই ? বলুন না মিঃ সায়ার, আমি শুনি !”

“ইতিহাস ঠিক বলা যায় না, তবে পনের শ’ বছর আগের এণ্টনী আর ক্লিওপেট্রার ভোজ সম্বন্ধে যেমন গল্প শোনা যায় এও কতকটা সেই রকম। ১৫৪৩ সালে সার টমাস গ্রেসাম স্পেনীয় রাজদূতকে বলেন যে, একটা ভোজে তিনি স্পেনের রাজার চেয়েও বেশী খরচ করবেন। এই উদ্দেশে একটী অমূল্য মুক্তা মদে গলিয়ে খেয়ে ফেলবেন স্থির করেন। তাঁর সেক্রেটারী উইলিয়াম হ্যাকেট সে কথা জানতে পেরে আসল মুক্তটী লুকিয়ে রেখে একটা নকল মুক্ত নষ্ট করতে দেন। তারপর নানা হাত ঘুরে বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ায় সেটা এই ফরাসী রাজবংশের দখলে আসে।”—গল্প বলিয়া লিণ্ডার

মুখের দিকে চাহিতেই মিঃ সায়ার দেখিতে পাইলেন তাঁহার সমস্ত মুখখানা উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

"কি সুন্দর! আমার যে চুরি করতে ইচ্ছে করছে!"

নিম্নকণ্ঠে সায়ার বলিলেন,—"জিনিষটা আমার হলে এখুনি দিতুম!"

"তা আমি জানি!"

কথাগুলা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সায়ারের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তিনি লিণ্ডাকেও তেমনি চাপা গলায় "তা আমি জানি।" বলিতে শুনিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু লিণ্ডা পরমুহূর্ত্তেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অপর একজন রমণীর সহিত স্বাভাবিক স্বরে আলাপ করিতে লাগিলেন। এই সুযোগে সায়ার বাহির হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় তিনি রিচমণ্ড পৌছিলেন। নদীর ধারে দুই শত বৎসরের পুরাতন সায়ারের পৈত্রিক বাটী এলম হাউসে তিনি বাস করিতেন। একটা জানালা দিয়া আলোক বাহির হইতে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার বন্ধু ও অংশীদার হাণ্ট চিরপ্রথানুযায়ী তখনও তাঁহার বিজ্ঞানাগারে বসিয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিতেছেন। সায়ার বরাবর সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হাণ্ট তখন একমনে কাজ করিতেছিলেন। সায়ার কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর হাণ্ট মুখ তুলিতেই সায়ারের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"ডিমেন, আবার তুমি প্রেমে পড়েছ?"

"না হাণ্ট, তোমার ভুল হয়েছে, আমি নতুন করে আজ প্রেমে পড়িনি! ভালবাসা ছাড়া আমি একদিনও নেই, ভালবেসেছি—বাসছি—বাসবোও,—তবে সেই একজনকেই অবশ্য!"

"আমি জানতুম, এই রমণী তোমায় ত্যাগ করেছে। সব কথা খুলে বলত!"

"বলছি শোন! তিন বছর আগে মন্টিকার্সোতে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। তার বাপের ক্যানাড়ায় কাঠের আড়ত ছিল। পিতা ও কন্যা তখন দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিল। প্রথমে সামান্য আলাপ হয়; তারপর তার বাপ যখন জুয়া খেলত আমি সেই সময় লিণ্ডার সহবাসে কাটাতুম। এইভাবে এক সপ্তাহ কাটলে আমি তাকে আমার ভালবাসার কথা বলি, সেও আমায় আশা দিয়েছিল!"

"বিয়েটা হলে বড় মন্দ হত না—"

"তুমি তাকে দেখনি হাণ্ট, দেখলে বুঝতে সে তোমার আমার চেয়ে কত উঁচু! সেইদিন আমার জীবনের সেরা দিন গেছে! আমি তার বাপের কাছে কথাটা পাড়ব বলে খুঁজলুম কিন্তু কিছুতেই তার সঙ্গে দেখা হল না। তখন বিয়ের প্রস্তাব করে কেতা দুরোস্ত একখানা চিঠি লিখে রেখে এলুম। তার পরদিন খোঁজ করে জানলুম পিতা ও কন্যা সহসা এক বন্ধুর জাহাজে চড়ে চলে গেছে, কোথায় তা কেউ বলতে পারলে না। খানিক পরেই লিণ্ডার বাপের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলুম, তাতে লোকটা যাচ্ছে তাই অপমান করে লিখেছিল লিণ্ডার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না। চিঠিখানার শেষে মেয়ে মানুষের ধাঁজে লেখা ছিল,—"বিদায়।—লিণ্ডা।" সেই থেকে আমি আর লিণ্ডার কোন খোঁজ খবর পাইনি। আজ তাকে ক্রেভান হাউসে দেখতে পেলুম।"

হাণ্ট ডিমেনকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। সায়ারের এই দুঃখপূর্ণ প্রণয়-কাহিনীর পুনরভিনয়ের সম্ভাবনায় একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় হাণ্টের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, রমণীর যদি এতটুকুও মনুষ্যত্ব থাকিত তবে সে কখনই সায়ারকে ওভাবে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না।

"আজকের কথা ত কই কিছু বল্লে না? লেডীর নাম কি, কি করেই বা আবার তার সঙ্গে তোমার আলাপ হল শুনি?"

"তোমার প্রশ্নের অপেক্ষা কচ্ছিলুম।"—মুখে একথা বলিলেও সায়ার মনে মনে বেশ বুঝিলেন যে, বন্ধুর নিকট আপনা হইতে বলিবার কোন প্রয়াসই তিনি করেন না। অন্তরের অন্তস্তলে এই যে গোপন করিবার একটা ইচ্ছা আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, কে বলিতে পারে কালে ইহা দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর মধ্যে একটা পর্ব্বত স্বরূপ হইয়া বাধা প্রদান করিবে কিনা? আপনার এই অপূর্ব্ব ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া তিনি বন্ধুর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা সবিস্তারে বর্ণন করিলেন।

সমস্ত কথা শুনিয়া ঈষৎ বিরক্তিভরে হাণ্ট বলিলেন,—"আমার আজ বেকনের কথা মনে পড়ছে,—"যারা না ভালবেসে থাকতে পারে না—তাদের উচিত হচ্ছে কর্ম্মময় জীবন থেকে প্রেমটাকে তফাৎ করে রাখা; তা যে না পারে জীবনে সে অশেষ দুর্গতি ভোগ করে, আর কোনদিন সে আর্থিক উন্নতিও করতে পারে না।"

সহাস্যে সায়ার বলিলেন,—"ফিলিক্স, এইবার তুমিও রাসায়নিক বিশ্লেষণ ছেড়ে রমণীর প্রেমে ডুব মার! যত বিদ্বানই তুমি হও না কেন, রমণী-চরিত্র বিশ্লেষণের শক্তি তোমাতে নেই! তা ছাড়া নীরস দর্শন শাস্ত্রের ছাত্র তুমি, প্রেমের তুমি কি বোঝ বল ত?"

"এতে এই উপকার আমাদের হয় যে, মানুষের স্বরূপ ধরা পড়ে। প্রেমিক অন্ধ কিন্তু দর্শনশাস্ত্র অন্ধ নয়।"

"তার মানে?"

"তার মানে তোমার কথাটা আমার ভাল লাগেনি। এই ডাক্তার মাইকেলটী কে বল ত? কেনই বা সে এই সামান্য পরিচয়ে তোমায় নেমন্তন্ন করে লেডী কেরীর সঙ্গে পরিচিত করে দিলে? লেডী কেরীর

সে অভিভাবকই বা হল কি করে? তারপর সেখানে তোমার সঙ্গে রাজকুমারের দেখা, এটাও যে কেমন কেমন ঠেক্‌ছে! রাজকুমারের আসবার ঠিক আগেই মাইকেল ইতিহাসওয়ালা মণি-মাণিক্যের কথাই বা পাড়লে কেন? কে জানে যে কালকের এই দোকান দেখতে আসবার মতলবটাও আগে থেকে ঠিক করা ছিল কিনা?"

কতকটা ক্রুদ্ধস্বরে ডিমেন বলিলেন,—"বেশী পড়ে আর বেশী সাবধান হতে গিয়ে তুমি ক্ষেপে গেছ দেখছি ফিলিক্স! এ সবের আবার আগে থেকে ঠিক থাকাথাকি কি? কার সম্বন্ধে কথা কইছ তা বোধ হয় তুমি জাননা! ডাক্তার একজন জগদ্বিখ্যাত লোক, বড় বড় সমাজে যাওয়া আসা তাঁর, আর লিণ্ডা? একজন কোটীপতি ভাইকাউণ্টের বিধবা সে, শাশুড়ীর কাছে রয়েছে, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, লণ্ডনের সেরা সুন্দরী"—

"বল্লুম ত প্রেম অন্ধ! তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও চোখের মাথা খাইনি এইটাই সৌভাগ্য! আমার সতর্কতার ফলে কতবার আমরা লোকসানের হাত থেকে বেঁচে গেছি। তাই বলছি, আমারি কথা শোন ডিমেন, যে কোন একটা মিথ্যে ওজর করে ডাঃ মাইকেল আর লেডী কেরীকে কাল ফিরিয়ে দাও—মুক্তো দেখিও না।"

"আমি ফিরিয়ে দেব! এখন থেকেই তিনটে বাজবার প্রত্যাশায় আমি ছট্‌ফট্‌ করছি যে! হঠাৎ তোমার এ কি পাগলামী জুটল ফিলিক্স?"

"পাগলামী নয় ডিমেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি—আমাদের একটা কিছু অনিষ্ট হবে। যে রমণী তোমার প্রাণে একবার আঘাত দিয়েছে সে যে আবার দেবে না তা কে জানে?"

উচ্চহাস্য করিয়া সায়ার বলিলেন,—"যাও, যাও, শোও গে! কাল তিনটের সময় বুঝবে কি পাগলামী আজ করলে।" "তবে আর কি বলব? সাবধান করে দিলুম, শোনা না শোনা তোমার হাত, শুইগে এখন।"

দোকানে বসিয়া ফিলিক্স হাণ্ট একমনে কাজ করিতেছিলেন আর ডিমেন সায়ার অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছিলেন। তিনটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে একখানা গাড়ী আসিয়া দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল! সায়ার বন্ধুকে বলিলেন,—"ফিলিক্স চেয়ে দেখ!"

ফিলিক্স বন্ধুর নির্দ্দেশমত চাহিতেই দেখিতে পাইলেন নিপুণ শিল্পীর করপ্রসূত নিখুঁত প্রতিমাখানির মত রূপসী অনিন্দ্য-সুন্দরী! আগন্তুকদ্বয় দোকানে প্রবেশ করিলে ফিলিক্সের দৃষ্টি ডাক্তারের উপর পড়িল। ডাক্তারের চক্ষুদ্বয়ের অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। ডাক্তার মাইকেল বরাবর তাঁহার নিকট আসিয়া একটা বহুমূল্য দ্রব্যের দাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ফিলিক্স দাম বলিলে তিনি কোন দর না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চেক লিখিয়া দিলেন।

ক্রীত দ্রব্যটা হাতে লইয়া ডাক্তার বলিলেন,—"আপনাদের দোকানে নানা রকম জিনিষ আছে শুনেই আমার আরও আসা। মিঃ হাণ্ট! আপনি একদিন আমাদের বাড়ী খেতে যাবেন, নেমন্তন্ন রইল, সেইদিন আপনাকে আমার যা কিছু সংগ্রহ সব দেখাব। তা দেখে আপনি যে নিশ্চয় সুখী হবেন তা আমি বেশ বলতে পারি।"

তাহার পর তিনি দোকানের অন্যান্য দ্রব্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। লেডী লিণ্ডা কেরী ততক্ষণ সায়ারের সহিত কথা কহিতেছিলেন। অতি সাধারণ বিষয়েই তাঁহাদের আলোচনা হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে লিণ্ডা দোকানের নানাবিধ দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন।

নানা কথার পর লিণ্ডা বলিলেন,—"আমার শ্বাশুড়ীও আমাদের

সঙ্গে আসছিলেন কিন্তু ইদানীং তিনি কতকটা অসাব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তার ওপর কাল রাত্রির খাটুনীর পর আর পেরে উঠলেন না।"

"আপনি ক্লান্ত হননি?"

"আমি!—না। যখন বড় বেশী খাটুনী হয় তখন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়ি। ডাঃ মাইকেল আমাদের এত সুন্দর চিকিৎসা করেন যে ক্লান্তি কাকে বলে তা একদিনের জন্যেও জানি না। ডাক্তারের প্রধান ওষুধ হচ্ছে তাজা বাতাস আর রদ্দুর; রোজ সেইজন্যে আমি ন'টা থেকে দশটা অবধি পার্কে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াই।"

সায়ার বলিলেন,—"আমিও প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরুই, কাল গেলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে ত?"

ঘাড় নাড়িয়া লিণ্ডা সম্মতি জানাইলেন। ঠিক সেই সময় ডাঃ মাইকেল তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"তিনটে বেজে যে কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে, সাড়ে তিনটের সময় আমাদের যেতেই হবে সে কথা মনে আছে ত লেডী কেরী! চল এই বেলা "গ্রেসাম মুক্তা" দেখিগে। আমি অবশ্য সেটা দেখেছি, লেডী কেরীর জন্যেই আমার আসা।"

ডিমেন তাঁহাদের মণি-মুক্তার কক্ষে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে ফিলিক্স বলিলেন,—"আমি আগে গিয়ে সেটা সিন্দুক থেকে বার করিগে তা হলে অনেকটা সময় বেঁচে যাবে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিয়া একটী সুদৃঢ়, অদ্ভুত চাবিযুক্ত কক্ষে সকলকে লইয়া গেলেন। লেডী কেরী যাইতে যাইতে বলিলেন,—"আমার মনে হচ্ছে যেন লণ্ডন যাদুঘরের সোণার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এখুনি নাম ঠিকানা লিখে দিতে হবে!"

এই সুদৃঢ় কক্ষটা বাটীর পশ্চাৎভাগে স্থাপিত। তাহাতে জানালার সংশ্রব ছিল না। বহু উচ্চে, ছাদের নিকট আলো আসিবার পথ, দেও-

য়াল গুলাতে বৈদ্যুতিক আলোক বসান। সমস্ত কক্ষটা যেন প্রাতঃ-সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত। সেই আলোকে লেডী কেরী দেখিলেন, কয়েকটা সুদৃঢ় লৌহ সিন্দুক ও দুইটা সো-কেস কক্ষটার মধ্যে সজ্জিত রহিয়াছে; আসবাবের মধ্যে কয়েকটা চেয়ার ও একখানি টেবিল। বাল-সুলভ সারল্যভরে লেডী কেরী সিন্দুকগুলার চাবির কৌশল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একটা তালায় হাত দিয়া তিনি বলিলেন,—"এটা খোলবার কায়দাটা কি রকম মিঃ সায়ার?"

"আমাদের নিজেদের উদ্ভাবিত এসব তালা। এক একটা সাঙ্কেতিক শব্দে এগুলো খোলে।"

"যদি কোন সাঙ্কেতিক শব্দ দৈবক্রমে ভুলে যান তা হলেই 'চিচিং ফাঁক'এর মত দুর্দ্দশা ঘটবে ত? ওঃ! আপনারা কি সতর্ক, কি সাবধানেই সব জিনিষ 'পত্তর রেখেছেন! আচ্ছা চোরে আপনাদের কিছু নিতে পেরেছে কোনদিন?"

হাণ্ট চকিত-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই বুঝিতে পারিলেন কোন কারণে তিনি অসম্ভব রকম উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। চেষ্টা করিয়াও সেটা তিনি গোপন করিতে পারিতেছিলেন না। হাণ্ট বন্ধুর হইয়া উত্তর দিলেন,—"না লেডী কেরী, আজ অবধি কোনদিন আমাদের দোকানে চুরি হয়নি তবে এ বিষয়ে গর্ব্ব করাও ভাল নয়।"—বলিয়া তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লিণ্ডার দিকে চাহিলেন। লিণ্ডা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া চোখ নামাইয়া লইলেন। পরমুহূর্ত্তেই সহাস্যে স্বাভাবিক স্বরে তিনি বলিলেন,—"গ্রেসাম মুক্তোর" মত দামী জিনিষ রাখায় আপনাদের ঘাড়ে দায়িত্বও খুব আছে! আচ্ছা, মুক্তোটার দাম কত?"

উত্তরে হাণ্ট বলিলেন,—"সোত্তর আশী হাজার পাউণ্ড দাম হবে কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে ও জিনিষের দামই হয় না।"

"কই দেখি সেটা মিঃ হাণ্ট!"

ডাক্তার ও লেডী কেরীর আসিবার পূর্ব্বেই হাণ্ট মুক্তার সিন্দুকটা খুলিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা হইতে দুইটী মরক্কোচর্ম্মের বাক্স বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। একটী নেকলেস রাখিবার উপযুক্ত বৃহৎ, অপর বাক্সটী গোলাকৃতি, এক ইঞ্চি ব্যাসার্দ্ধ। হাণ্ট বড় বাক্সটী খুলিয়া যেভাবে নেকলেসটী প্রস্তুত হইবে ঠিক তাহারই ঝুটা পাথর বসান একটী নকল নেকলেস দেখাইলেন। ডাঃ মাইকেল কাজের তারিফ না করিয়া পারিলেন না।

লেডী কেরী বলিলেন,—"নকলটা খুব ভাল হলেও এ দেখবার আগ্রহ আমার একটুও নেই, আপনি গ্রেসাম মুক্তোটী দেখান!"

লেডী কেরীর মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হাণ্ট ছোট বাক্সটী খুলিয়া জগৎ বিখ্যাত মুক্তাটী বাহির করিলেন। মুহূর্ত্তে লেডী কেরীর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। বিপুল উৎসাহভরে তিনি বাক্সটা ধরিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুক্তাটী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মুক্তাটীর আকৃতি গঠন ও বর্ণ অদ্বিতীয়।

লেডী কেরী মুক্তটী দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—"মুক্তো আমি বড় ভালবাসি, কিন্তু এমন নিখুঁত, এত বড় মুক্তো যে থাকতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!"

এতক্ষণ অবধি ডাঃ মাইকেল কোন কথা কহেন নাই, একদৃষ্টে মুক্তাটী দেখিতেছিলেন। ডিমেন তখন প্রণয় মঙ্গল-দৃষ্টিতে লেডী কেরীর দিকে চাহিয়াছিলেন; হাণ্টও তাঁহাকে দেখিতেছিলেন বটে কিন্তু মনে তখন তাঁহার অন্যরূপ চিন্তা জাগিতেছিল।

সহসা হাণ্ট ডিমেনকে সঙ্গে করিয়া একটা সো-কেসের নিকট লইয়া গিয়া সো-কেসটা খুলিয়া বলিলেন,—"লেডী মর্ণিংটনের ইণ্ডিয়ান টায়রাটা ডাঃ মাইকেলকে দেখিয়ে কিরকম ভাবে পাথর বসান যায় জিজ্ঞাসা করি, কি বল ? তোমার মনে আছে বোধ হয়......"

সহসা বাক্য বন্ধ করিয়া তিনি ক্ষিপ্রগতিতে গিয়া লেডী কেরীর দক্ষিণ হস্তখানি চাপিয়া ধরিলেন। ডিমেন বন্ধুর কার্য্য দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। উচ্চহাস্য করিয়া ডাঃ মাইকেল লিণ্ডার বাম হস্ত ধরিয়া তাঁহার কোমর বন্ধের ভিতর হইতে গ্রেসাম মুক্তাটী বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন,—"দেখলেন ত আপনাদের পথে বসান কত সহজ কাজ ?"

নীরসকণ্ঠে হাণ্ট বলিলেন,—"চোর ধরাটাও ঠিক সেই পরিমাণেই সহজ। ঘরময় ঐ জন্যেই 'চোর ধরা আর্সি' বসান আছে।"

মুক্তাটী ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া হাণ্ট সেটীকে বাক্সয় রাখিলেন; তাহার পর দুইটী বাক্সই সিন্দুকে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

মৃদু হাস্য করিয়া ডাঃ মাইকেল ডিমেনকে বলিলেন,—"আমার বিশ্বাস লেডী কেরীর তামাসাটা আপনার বন্ধুর আত্মবিশ্বাসে ঘা দিয়েছে ; তবে এ থেকে আপনারা যে কতদূর সতর্ক তা স্পষ্ট বোঝা গেল! সত্যি কথা বলতে কি লেডী কেরী এমনি সাফাই হাতে কাজ করেছিল যে মিঃ হাণ্ট আসবার আগে আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারিনি। এখন আমরা চল্লুম। মাঝে মাঝে আপনাদের দোকানে আসবার ইচ্ছে রইল। ইতিমধ্যে সোমবার আপনাদের দুজনেরই আমার বাড়ী নেমন্তন্ন রইল।"—তাহার পর উভয়ে গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডিমেন বলিলেন,—"লিণ্ডাকে তোমার কেমন লাগল ?—অতুলনীয়া নয় ? আমি ত পাগল হয়ে উঠেছি। কাল সকালে ঘোড়ায় চড়ে দেখা করব লিণ্ডার সঙ্গে।"

"সত্যিই তুমি পাগল হয়েছ ডিমেন!"—ফিলিক্সের কণ্ঠস্বর রূঢ়তা-পূর্ণ। উত্তেজিতকণ্ঠে তিনি পুনরায় বলিলেন,—"তুমি কি কাণা হে? দেখলে না মেয়েটা পাকা চোর!"

আহত হইয়া ডিমেন বন্ধুর দিকে চাহিলেন। পরক্ষণেই একটু চেষ্টার হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"যুবতীর তামাসাটাকে তুমি সত্যি মনে করলে ফিলিক্স? তোমারি কি বুদ্ধি লোপ পেয়েছে? তা নইলে তোমার আমার চোখের ওপর থেকে অত বড় একজন লেডী চুরি করবে এটা তুমি সম্ভব মনে করলে কি করে? তা ছাড়া গ্রেসাম মুক্ত চুরি করে ধরা পড়তে হবে না?"

"এসব যে আগে থেকেই ঠিক করা ছিল না তা কে বলবে। হয় ত নকল মুক্তো—"

"গ্রেসাম মুক্তোর নকল? কি বলছ ভেবে দেখেছ কি? ছিঃ, ফিলিক্স, তোমার কাছে এমন অসম্ভব কথা শুনব তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!"—বলিয়া ডিমেন সে কক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন।

ফিলিক্স একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৈদ্যুতিক আলোকগুলি নিভাইতে নিভাইতে মনে মনে বলিলেন,—"ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা—বোঝালেও বুঝবে না। তবে আমাদের মাথার ওপর যে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। মেয়েটা হয় পাকা চোর আর নয় ত চুরি করাই ওর বাতিক আর ডাক্তার তার পোষকতা করে। এটা যে তামাসা, এ বিশ্বাসই হয় না। আমি ত সবই দেখেছি। ইচ্ছে করেই ডিমেনকে অন্যমনস্ক করেছিলুম। কি ক্ষিপ্রহাতেই মেয়েটা কাজ সেরেছিল! তারপর ধরা পড়তেই ভয়ে মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছল তাও আমি দেখেছি। তারপর থেকে যতক্ষণ ছিল আর টুঁ শব্দটী অবধি করেনি। গ্রেসাম মুক্তটা চুরি করাই যে মেয়েটার উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই।

অশ্ব পৃষ্ঠে বসিয়া ডিমেন লিণ্ডার অপেক্ষা করিতেছিলেন। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই লিণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ব্যবহারে নূতনত্বের কোন পরিচয়ই ছিল না, যেন চিরদিন তাঁহারা উভয়ে এইভাবে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া থাকেন এইভাবে সহাস্যে আপনার কর প্রসারিত করিয়া দিলেন!

ডিমেন আজ তাঁহাকে মনের কথা জানাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। একটা সুলক্ষণ দেখিয়া তিনি একটু উৎসাহিতও হইলেন ;—লিণ্ডা আজ তাঁহার সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিতেই লজ্জা-রক্তিম হইয়া উঠিলেন। লিণ্ডা ডিমেনকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য ঘোড়ার কথা পাড়িলেন। তাঁহার ঘোড়া যে তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি নহে পরন্তু ডাঃ মাইকেলের, সে কথা বলিলে ডিমেন বলিলেন,—"আশ্চর্য্য লোক এই ডাক্তার মাইকেল! আচ্ছা, আপনার সঙ্গে ডাক্তারের প্রথম আলাপ কবে হয়?"

আমার খুব ছোটবেলায় মার সঙ্গে আমি ক্যানাড়ায় গাড়ী করে বেড়াতে যাচ্ছিলুম। সেই সময় একটা দুর্ঘটনা হওয়ায় মা আমার মারা যান। ভয়ে আর শোকে আমার এমন অবস্থা হয় যে আমার মাথার গোলমাল হয়ে যায়। ডাক্তার তখন টোরোণ্টোয় চিকিৎসা করতেন; সন্ধান পেয়ে বাবা তাঁকে আমার চিকিৎসায় নিযুক্ত করেন। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই আমি সেরে উঠলুম। সেই যে বাবার ডাক্তারের ওপর কেমন একটা বিশ্বাস হয়ে গেল তাইতে তাঁর নিজের অসুখের সময় ডাক্তারকে সঙ্গে করে তিনি সমুদ্রযাত্রা করলেন। মন্টিকার্লোর ডাক্তার—" লিণ্ডা বলিতে বলিতে সহসা থামিয়া গেলেন; তাঁহার উভয় কপোল পুনরায় রক্ত-রাঙা হইয়া উঠিল।

"তা আমি জানি, তারপর ?"

"অন্য একটা চিকিৎসার জন্যে চলে গেছলেন। আমরা এক বন্ধুর জাহাজে মনটোনে গেলে সেইখানে ডাক্তারের সঙ্গে আবার দেখা হল। সেখানে আমরা প্যালেস হোটেলে থাকতুম। আমাদের ঠিক সামনেই একটি বিধবা আর তাঁর রুগ্ন ছেলে থাকতেন ;—তিনিই লর্ড কেরী।"

লর্ড কেরী যেন আমার সহোদরের মত ছিলেন। দু'জনের চেহারায় যে এমন সাদৃশ্য থাকিতে পারে তা আমি জানতাম না। বয়সে তিনি আমার চেয়ে এক বৎসরের বড় ছিলেন। কিন্তু দেখিলে ছোট বলেই মনে হত। লর্ড কেরী ভারি চালাক-চতুর ছিলেন, কবিত্ব কল্পনায় প্রাণটী তাঁর ভরপূর! তাঁর মার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মনুটোনের সূর্য্য-রশ্মি তাঁর ছেলেকে পৈত্রিক ক্ষয়-কাশ থেকে রক্ষে করবে। মা তাঁর যাই মনে করুন; ছেলের মুখে মরণের ছায়া স্পষ্ট পড়েছিল। অগাধ ধনের অধিকারী তাঁরা—চিকিৎসা বা বায়ু পরিবর্ত্তনের কোন ক্রটীই করেননি কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। ডাক্তার মাইকেল এলে তাঁর হাতেই চিকিৎসার ভার পড়ল কিন্তু ডাক্তার গোড়াথেকেই বুঝেছিলেন ধন্বন্তরীরও সাধ্য নেই যে, সে রুগী বাঁচান! লর্ড কেরীর অবস্থা দিন দিন আরও শোচনীয় হয়ে উঠছিল। আমার নিজের মনেও তখন সুখ ছিল না মোটে ; সেইজন্যে লর্ড কেরীকে সুখী করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলুম ; বাবাও এ কাজে আমায় খুব উৎসাহ দিতেন। লেডী কেরী গোড়াথেকেই আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন, এখন থেকে তাঁর স্নেহ আরও বেড়ে গেল। ডাক্তার বল্লেন, আমোদে থাকলে লর্ড কেরী হয়ত বাঁচলেও বাঁচতে পারেন। ক্রমে এমন হয়ে উঠল যে আমায় ছেড়ে লর্ড কেরী একদণ্ড থাকতে পারতেন না। কিছু না করে শুধু আমার হাত ধরে বসে তিনি ঘণ্টার

পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। একদিন বল্লেন সেরে উঠেই তিনি আমায় বিয়ে করবেন। আমি বল্লাম জীবনে আমি বিয়ে করব না ; কথাটা শুনে তাঁর এমনি অবস্থা হল যে তখনই বুঝি শেষ হয়ে যান! শেষ হয়ে এলোও খুব শীগ্‌গির। তাঁর একবিংশ জন্মোৎসবের দিন ডাক্তারেরা বল্লেন আর মেরে কেটে যদি একটা দিন বাঁচেন। সেই সময় তিনি আমায় বিয়ে করবার জন্যে এমনি ধরে বসলেন আর তাঁর মা, আমার বাবা আর ডাক্তার মাইকেল অবধি যোগ দিয়ে এমনি করলেন যে আমি কোনমতে বিয়ে এড়াতে পারলুম না। আমি রাজী হলে লর্ড কেরী যেন নবজীবন লাভ করলেন। তারপর ক'দিন তিনি বেশ ছিলেন। যেদিন আমাদের বে হ'ল সেইদিনেই ঠিক বিয়ের শেষ মন্ত্রটী পড়েই তিনি আমার বাহুর উপর ঢলে পড়ে মারা গেলেন।"

উভয়ে পাশাপাশি অশ্বচালনা করিয়া কিয়ৎক্ষণ অবধি ভ্রমণ করিলেন। তাহার পর লিণ্ডা সহসা বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি হয় ত শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, কাল সারারাত আমি শুধু গ্রেসাম মুক্তরই স্বপ্ন দেখেছি। সেটা হাতে করে অবধি আমার কেমন মায়া পড়ে গেছে। রাজকুমারকে কবে ফেরৎ দেবেন সেটা ?"

লিণ্ডার কথা শুনিয়া ডিমেন চমকিয়া উঠিলেন। ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বলিলেন,—"আজ সকালে তিনি আমাদের দোকানে এসেছিলেন। আজই তিনি প্যারী যাচ্ছেন তবে একপক্ষের মধ্যেই টুইকেনহামের বলনাচ উপলক্ষে তাঁকে ফিরে আসতে হবে। ৩০শে এপ্রেল বুধবার তিনি সেটা তাঁর প্রণয়িনীকে দেবেন ; কিন্তু ২৯শে রাত্তিরে ফেরার দরুণ মুক্তোটা সেরাত্রে আমাদের বাড়ীতেই থাকবে পরদিন সকালেই তাঁকে সেটা দিতে হবে। সত্যি কথা বলতে হলে এ হাঙ্গামে জিনিষ যত শীগ্‌গির দেওয়া যায় ততই ভাল।"

"আপনি ত রিচমণ্ডে থাকেন ?"

"হ্যাঁ, আমার ক'পুরুষ এখানেই কাটিয়েছেন। মস্ত পুরোণ বাড়ী—"

"সামনে নদীর ধার অবধি বাগান। সামনে থাম দেওয়া, ক'টা গাছও আছে—"

"আপনি জানলেন কি করে! এলম্ হাউস দেখেছেন আপনি ?"

"অনেকবার! তবে তখন তার নামটা জানতুম না। তুমি কি মনে কর ডিমেন যে আমি এ কবছর তোমায় দেখিনি ?"

"তার মানে ?"

"অনেকবার দেখেছি ; কখনও বা জাহাজে কখনও অজানা দেশের মাঝে। প্রায়ই দেখতুম হীরে জহরতে তুমি মোড়া রয়েছ—তাই মনে করতুম তুমি হয়ত খুব বড়লোক। কিন্তু তোমার বাড়ীটাকে ত রাজপ্রাসাদ বলে মনেই হয় না!—আচ্ছা তুমি আমায় দেখেছিলে কোনদিন ?"

"শুধু স্বপ্নে দেখতুম!"

"শুধু স্বপ্নে ? তুমি জাননা বোধ হয়, দেখতে জানলে স্বপ্নই একমাত্র দেখবার জিনিষ। যে স্বপ্ন দেখে না তারমত দুর্ভাগা কে ?"

"আচ্ছা লিণ্ডা, সে স্বপ্নে তুমি কোনদিন দেখেছ কি যে আবার আমরা সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে এখনকার মত তোমায় বলছি—'লিণ্ডা তোমায় আমি বড় ভালবাসি!'—দেখেছ ?"

"চুপ! ও শুধু স্বপ্নের জিনিষ!"

"কিন্তু স্বপ্নও ত সত্যি হয় লিণ্ডা ?"

"না, বললে আর সে স্বপ্ন সত্যি হয় না।"—বলিতে বলিতে লিণ্ডার মুখে এক অভিনব পরিবর্ত্তনের ভাব খেলিয়া গেল। তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া ডিমেন হতাশ হইলেন। সহসা এই সময় ডাক্তার মাইকেল আসিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রেমালাপে বাধা দিলেন।

"এই তোমার বাড়ী ?"

"হ্যাঁ, এই আমার বাড়ী। স্বপ্নে তুমি এই বাড়ীই দেখেছিলে ত ?"

"না, না, আমি স্বপ্নে দেখিনি, আমি সত্যই দেখেছিলুম।"

সেই পার্কে সাক্ষাতের দশদিন পরে লিণ্ডা ও ডিমেনের মধ্যে এইভাবে কথা হইতেছিল। ইষ্টারের সময় সপুত্রবধূ লেডী কেরী কয়েক জন আত্মীয়বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন সেইজন্যই ডাঃ মাইকেলের ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াও ডিমেন লিণ্ডার সাক্ষাৎ পান নাই। কয়েকবার সাক্ষাতের ফলে সায়ারের মনে ডাক্তার সম্বন্ধে যে একটা বিরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল সেটা কতকটা অপসৃত হইল। ফিলিক্স গোড়া হইতেই ডাক্তারকে বেশ সুনজরে দেখিয়াছিলেন ; সেইজন্যই ডাক্তারের সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিয়াও তিনি কোনদিন তাঁহাকে হিংসা করেন নাই।

ডাক্তারের সম্বন্ধে নানারূপ গল্প রটিয়াছিল। কোন কোনটা তাঁহার যথেষ্ট দুর্নাম রটাইবারও চেষ্টা করিত। কেহ কেহ বলিত ডাক্তার হয় নিহিলিষ্ট আর না হয় ত রুষ সম্রাটের মাহিনা করা গোয়েন্দা ; কিন্তু বিদেশী মাত্রকেই ইংলণ্ডের লোকেরা এইরূপ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন বলিয়া ডাক্তারের সম্বন্ধে এ গল্পগুলা তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষতি করে নাই। ইংলণ্ডের ডাক্তারেরা বলিতেন, ডাক্তার মাইকেল পূর্ব্বে রুষ, কেনাডা ও উত্তর আমেরিকার অসভ্য জাতীর চিকিৎসা করিতেন। তিনি যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় এ কথা কিন্তু কেহই অস্বীকার করিতে পারিতেন না।

ডাক্তারেরা যাহাই বলুন না কেন, মাইকেলের পসার কিন্তু প্রতিদিনই বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাঁহার ভূগর্ভস্থ চিকিৎসাগারের প্রবেশ দ্বারে লোকে ঠেলাঠেলি করিতে থাকিত।

ডাক্তার মাইকেল সমস্ত উচ্চশ্রেণীর পুরুষ রোগীর চিকিৎসা পাতাল পুরীতে বসিয়া করিতেন কিন্তু রোগিণীর চিকিৎসার ভার সহজে গ্রহণ করিতেন না ; যদি বা কখনও করিতেন তবে তাহাদিগকে সে পাতাল পুরে লইয়া যাইতেন না, রোগিণীর বাড়ী গিয়া চিকিৎসা করিতেন। পাতালপুরীর চিকিৎসাগারটী নাকি বড় সুন্দর ছিল ; এইজন্যই সমাজের বড় বড় ঘরের রমণীরাও রোগ না থাকা সত্ত্বেও সেস্থানে গিয়া একখানা ব্যবস্থাপত্র আনিবার জন্য সাধ্যমত প্রয়াস করিতেন— অর্থব্যয়েও কুণ্ঠিত হইতেন না।

ডাক্তারের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া হাণ্ট ও সায়ার একটী চমৎকার ঘড়ি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। সেটায় তিথি তারিখ ও ঘণ্টা দেখা যাইত। ঘড়িটা দেখাইয়া ডাক্তার বলিয়াছিলেন,—"এই জিনিষটায় আমার কোন দরকার নেই। আপনাদের যদি পছন্দ হয় তা হলে কিছু একটা বদল দিলেই এটা আমি আপনাদের দেব। গতবারে প্যারীতে গিয়ে এর চেয়ে ভাল জিনিষ আমি দেখে এসেছি, সেই থেকে এটার ওপর আমার কেমন বিতেষ্টা হয়ে গেছে।"

ঘড়িটা দেখিয়া উভয় বন্ধুই বুঝিয়াছিলেন যে সেটা দামী জিনিষ, সুতরাং সেটা গ্রহণ করিতে তাঁহাদের কোনই আপত্তি ছিল না ; শুধু বদলের জিনিষটা ঠিক হইলেই হয়। তাহার পর আজ এলম্ হাউসে উভয় বন্ধু ডাক্তার ও লিণ্ডাকে প্রতিনিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লিণ্ডা উপস্থিত হইলে ডিমেন তাঁহাকে পাইয়া বসিলেন। তাঁহার বন্ধু হাণ্ট ডাক্তার ও বৃদ্ধা লেডী কেরীর সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

ডিমেন লিণ্ডাকে লইয়া উদ্যানে আসিলেন।

"লিণ্ডা!"

লিণ্ডার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। একগোছা লিলি-অফ-দি-ভ্যালি শুঁকিবার জন্য তিনি মুখ এত নত করিলেন যে তাঁহার ওষ্ঠে পুষ্পরেণু লাগিয়া গেল। তাহার পর ফুলের গুচ্ছটী তুলিয়া তিনি সেটী ডিমেনকে উপহার দিলেন। তাঁহার করস্পর্শে ডিমেনের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"আমার চিঠি পেয়েছিলে লিণ্ডা?"

"হ্যাঁ!"

"তুমি—তুমি সেখানা পড়েছ?"

"প্রত্যেক কথাটী তার, আমার অন্তরে গাঁথা আছে।"

লিণ্ডা আহারের সময় হস্তের দস্তানা খুলিয়াছিলেন, এইবার সেটা পরিতে উদ্যত হইলে ডিমেন বলিলেন,—"দাঁড়াও!"—তাহার পর ধীরে ধীরে যতটা সম্ভব সময় ক্ষেপন করিয়া তিনি লিণ্ডার হাতে দস্তানা পরাইয়া দিলেন। একখানি হাত ধরিয়া তিনি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বখসিস?"

মৃদু হাস্য করিয়া লিণ্ডা মুখ নত করিলেন, সায়ার সাগ্রহে তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন। সে চুম্বনে লিণ্ডার সমস্ত দেহটা কাঁপিয়া উঠিল। সায়ার তাহার অপর হাতখানিও ধরিয়া বলিলেন,—"বিরক্ত হওনি ত লিণ্ডা?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া লিণ্ডা ডিমেনের বুকে লিলির গুচ্ছ আপন মনোমত করিয়া পরাইয়া দিতে লাগিলেন। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"না ডিমেন! আমি তোমার ওপর একটুও বিরক্ত হইনি। আমি তোমার কাছে একটা জিনিষ দেখতে চাই—দেখতে চাই.গ্রেসাম মুক্তটা তুমি কোথায় রাখবে।"

ডিমেনের মজ্জার মধ্য দিয়া যেন তুষার-স্রোত প্রবাহিত হইল। প্রণয়-সম্ভাষণ অৰ্দ্ধপথেই থামিয়া গেল। এক মুহূর্ত্তে তাঁহার চক্ষের সম্মুখ হইতে লিণ্ডার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিভিয়া গেল; হাণ্টের মত ক্ষণেকের জন্য তাঁহারও মনে হইল, যেন রমণী সুন্দরী প্রেমময়ী নহেন পরন্তু তাঁহার সর্ব্বনাশ করণেচ্ছু শয়তানী!

লিণ্ডা ডিমেনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার ওপর রাগ করলে ডিমেন?"

ডিমেন লিণ্ডার মুখের দিকে চাহিলেন। যুবতীর অতুল সৌন্দর্য্য, সারল্যময় দৃষ্টি আবার তাঁহার প্রাণের মধ্যে প্রেমের বন্যা ছুটাইয়া দিল; মুহূর্ত্তে তিনি মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন। ধীরে ধীরে লিণ্ডাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তিনি তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। নিমেষে বিধিলিপি পূর্ণ হইয়া গেল—ডিমেন মনে মনে স্পষ্ট বুঝিলেন তাঁহার পতন অনিবার্য্য সমস্ত মনোপ্রাণ দিয়া তিনি লিণ্ডার দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহার কোনকথা অমান্য করিবার শক্তি সায়ান্সের নাই!

পরক্ষণেই ডিমেন লিণ্ডাকে তাঁহার কোষাগারে লইয়া গেলেন। দেওয়ালের সহিত গাঁথা লোহ সিন্দুক খুলিয়া ঠিক কোনস্থানে ২৯শে তারিখে তিনি মুক্তাটি রাখিবেন তাহা দেখাইয়া বলিলেন—"এ ঘরের চাবি তালা, বৈদ্যুতিক-ঘণ্টা সব আমার বন্ধু হাণ্টের তৈরী। আমাদের কালভার্ট ষ্ট্রীটের কোষাগারের মতই এটা নিরাপদ; এই ফায়ারপ্রুফ সিন্দুকের ভেতর আমরা প্রায়ই দামী জিনিষ রেখে থাকি—চোরের সাধ্য নেই যে এ সিন্দুক থেকে জিনিষ চুরি করে। ছোট ছোট এই ছ'টা ডালায় অক্ষর বসান আছে, সেই অক্ষর সাজিয়ে সাঙ্কেতিক কথাটী না হলে কিছুতেই সিন্দুক খুলবে না। একা আমি ছাড়া সে কথাটী আর কেউ জানে না। কি সে কথা অনুমান করতে পার?"

"বোধ হয় লিণ্ডা (Linda) কেমন না? কিন্তু লিণ্ডাতে ত মোটে পাঁচটা অক্ষর আর একটা তবে কি?"

"হ্যাঁ সেইজন্যে আমি লিণ্ডা টী (Linda T) অর্থাৎ লিণ্ডা থরনটন করেছি।"

"ও ত আমার কুমারী নাম। এখন আমি লিণ্ডা কেরী যে!"

"আমার কাছে তা নয়। তবে কাল মুক্তোটা রেখে আমি শেষ অক্ষরটা বদলে দেব। লিণ্ডা কেরী বা লিণ্ডা থরন্টন না রেখে লিণ্ডা সায়ার রাখব।"

লিণ্ডা সায়ারের মুখ-চুম্বন করিলেন। তাহার পর অন্যান্য সকলে আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হাণ্ট ডাক্তার মাইকেলের নিকট সংক্ষেপে কক্ষটার পরিচয় দিলে তিনি কৌতূহলপূর্ণ নয়নে চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন।—"এখানে আপনাদের ভারি সুন্দর সুন্দর জিনিষ রয়েছে দেখছি। ঐ ইতালীয় রূপার আলোটাই ধরুন না কেন, কি সুন্দর! তারপর এই ডাচ্ ক্লক—এটা একটা চমৎকার জিনিষ। সেই আমার ঘড়িটা নিয়ে এইটে আমায় দিন না মিঃ হাণ্ট!"

"কিন্তু আপনার ঘড়িটার যে এর ডবল দাম হবে!"

"তাতে ত আপনাদেরই লাভ মশায়। আর আপনার এই আর্সি খানার সঙ্গে ঘড়িটা মানাবেও বেশ। কি বলেন? আমার কিন্তু বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে!"

কিয়ৎক্ষণ তর্কের পর ডাক্তার জিতিলেন। অন্য সকলে ঘড়িটা কাগজে মুড়িয়া বাঁধিয়া যখন গাড়িতে তুলিতে ব্যস্ত তখন সায়ার দেখিলেন লিণ্ডা একাকী কান পাতিয়া কি যেন শুনিতেছে। তিনি নিকটে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিতেই লিণ্ডা চমকিয়া উঠিলেন,—"আমি যেন জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছিলুম সায়ার! আমায় কে যেন বলে দিলে

যে, তোমার শীগ্‌গিরই একটা বড় রকম বিপদ ঘটবে—আর সে বিপদের ঘটনাস্থল হবে এই ঘর।"

যুবতীর সারা দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল; মুখে একটা ভয় ও বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সায়ার তাহাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ডাঃ মাইকেল আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন! ডিমেন একটু দূরে থাকিয়া উভয়ের অনুসরণ করিলেন। বাটীর দ্বার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মাইকেল লিণ্ডাকে টুপি পরাইতে লাগিলেন। সেই সময় ডাক্তার নিম্নস্বরে লিণ্ডাকে কি প্রশ্ন করিলেন উত্তরে লিণ্ডা যাহা বলিলেন, অদূরে দাঁড়াইয়া সায়ার তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন,—"সাঙ্কেতিক্ হচ্ছে লিণ্ডা এস্ 'Linda S'।

## ( ৭ )

সেদিন ২৯শে এপ্রেল, মঙ্গলবার। সন্ধ্যার সময় ডিমেন ও ফিলিক্স আহারে বসিয়াছিলেন এরূপ সময়ে ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাম আনিয়া দিল। আবরণ ছিঁড়িয়া টেলিগ্রামটা পাঠ করিয়া ফিলিক্স বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন,—"সার জিরেল্ড ম্যাকিনন তার করেছেন। সেই পার্শী পরিব্রাজকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রাত্তির সাড়ে ন'টার সময় হাউস-অব-কমানে যেতে লিখেছেন। লোকটা একখানা ভারতীয় খঞ্চপোষ নেবে; কালই সে চলে যাবে লিখেছে; লোকটা দাম তুলতে চায় না, তবু কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত।"

"তা যাও না; সাড়ে আট্টার ট্রেনে গেলেই ঠিক সময়ে পৌছিতে পার্‌বে। দুপুর রাত্রের ট্রেনে ফিরবে ত?"

"তাই করব। কিন্তু বুড়ো জিনিষটা যদি আজ রাত্রেই চায় তাহলে

ত দোকান হয়ে যাওয়া দরকার। অমন চমৎকার জিনিষটা কিন্তু দেড়শ'র কমে ছাড়ছি না।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! সে বিষয়ে সন্দেহ আছে!"

"তা ত হল, এখন মুক্তোটা তোমার একার জিম্মেয় রইল এতে তুমি কিছু মনে করবে না ত?"

"নাও কথা! মুক্তো রইল লোহার সিন্দুকে, সিন্দুক রইল কোষাগারে। তাছাড়া চাকর বাকর সবই রইল তবে আবার ভয়টা কিসের? আগেও ত এর চেয়ে ঢের ঢের বেশী দামী জিনিষ আমরা ঐ সিন্দুকে রেখেছি, তবে আজ একথা কেন?"

"জানি না কেন কথাটা আমার মনে হল। সেই লেডী কেরীর তামাসার পর থেকেই মুক্তোটার জন্যে আমার কেমন একটা দুর্ভাবনা হয়েছে!"

ঈষৎ বিরক্তিভরে ডিমেন বলিলেন,—"অনর্থক তুমি মন খারাপ করছ ফিলিক্স, কোন ভাবনা নেই যাও!"

সায়ার মুখে একথা বলিলেও মনে মনে বেশ একটু অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিলেন। হাণ্ট চলিয়া গেলে তিনি একটা চুরুট ধরাইয়া পুস্তক পড়িতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পুস্তকের পৃষ্ঠায় কোনমতেই মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। লিণ্ডাকে তিনি প্রত্যহ দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখিতেন কিন্তু কোনদিন তাহার উত্তর একছত্রও পাইতেন না—পাইতেন শুধু লিণ্ডার ব্যবহার করা একগুচ্ছ অর্দ্ধশুষ্ক পুষ্প! আজ সন্ধ্যার ডাকেও তাঁহার নামে একগুচ্ছ পুষ্প আসিয়াছিল। সেটা লিণ্ডার স্পৃষ্ট এইজন্যই সায়ার সযত্নে সেটীকে বারংবার চুম্বন করিলেন।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে সায়ার একবার কোষাগার পর্য্যবেক্ষণ করিলেন; দেখিলেন দ্বার জানালা সমস্তই বন্ধ

আছে। সিন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইতেই লিণ্ডার কথাগুলি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। এমন সুদীর্ঘ কক্ষে কি যে বিপদ ঘটিতে পারে তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। চতুর্দ্দিকে চাহিতেই ডাঃ মাইকেল প্রেরিত ঘড়িটার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ঘড়িটা বড় সুন্দর মানাইয়াছিল! ডাক্তার তাঁহাদের ঘড়িটার সহিত এমন সুন্দর জিনিষ বদল করিয়া যে ঠকিয়াছেন এবিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না।

কক্ষ ত্যাগের পূর্ব্বে একবার রাজকুমারের নেকলেসটা দেখিবার জন্য সিন্দুক খুলিলেন। সিন্দুকে তখন মাত্র সেই একটা দ্রব্যই ছিল। সেটা হাতে লইয়া সায়ারের মনে হইল, এ জিনিষ একমাত্র লিণ্ডারই উপযুক্ত! লিণ্ডা তাঁহার অমূল্য রত্ন!

শয়ন করিয়া লিণ্ডাকেই তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, লিণ্ডার মুখখানা আজ মেঘভরা আকাশের মতই গম্ভীর! সে যেন কোন বিপদে পড়িয়া তাঁহার সাহায্য চাহিতেছে কিন্তু সাহায্য করিবার উপায় নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর সায়ার গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হইলেন। ইহার ঠিক একঘণ্টা পরে তিনি লাফাইয়া উঠিয়া শুনিতে লাগিলেন।

কি একটা ভীষণ শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনে হইল যেন বাড়ীটা বজ্রাহত হইয়া তাহার ভিত্তি অবধি নড়িয়া উঠিয়াছিল। শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বৈদ্যুতিক আলোক জ্বালিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন।

কোষাগারের ঠিক উপরেই তাঁহার শয়ন কক্ষ। ভৃত্যেরা ত্রিতলে থাকিত। তাঁহার মনে হইল, ভৃত্য হিগস্ যেন তাঁহার কক্ষের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পদ-নিম্নে একটা মৃদুগর্জ্জনও সাঁ সাঁ শব্দ হইতেছিল—যেন কাঠে আগুণ ধরিয়াছে। একটা তীব্র পোড়া গন্ধও তিনি পাইলেন। তড়িত হস্তে পোষাক পরিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন।

৩

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অনুমান মিথ্যা নহে;—কোষাগারে আগুণ লাগিয়াছিল—সেই কক্ষেই গ্রেসাম মুক্তা! কথাটা চিন্তা করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তিনি স্থানুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার পরই তাঁহার মনে পড়িল, নেকলেসটা ফায়ার প্রুফ সিন্দুকে বন্ধ আছে, সুতরাং আগুণে তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

কোষাগারের চাবি উপরে তাঁহার জামার পকেটে ছিল সেটা আনিবার পূর্ব্বে হলঘরে গিয়া তিনি আলো জ্বালিলেন এবং সজোরে ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যদের বিপদের সংবাদ দিলেন। ঘণ্টার শব্দে একজন দাসী ছুটিয়া আসিলে সায়ার তাহাকে পুলিশে খবর দিতে পাঠাইলেন। অপর দুইজন পরিচারিকা ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। ভৃত্য হিগ্‌সও নামিয়া আসিয়াছিল। কোষাগারের দ্বারটা তখন চিরিয়া গিয়াছিল ও তাহার মধ্য দিয়া অগ্নির লেলিহান জিহ্বা বাহির হইতেছিল।

কক্ষের সব কিছুই যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ ছিল না। তখন শুধু যতটা সম্ভব আগুণকে বাধা দেওয়া ব্যতীত আর অন্য উপায় ছিল না। চাকর দাসীদিগকে জল আনিতে বলিয়া সায়ার কোষাগারের চাবি খুলিতে উদ্যত হইলেন। দ্বারে চাবি লাগাইবা মাত্র কিয়দংশ খসিয়া পড়িল এবং সেইস্থান দিয়া বিপুল উদ্যমে অগ্নি শিখা বাহির হইয়া ডিমেনকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। বিপদের উপর আর এক বিপদ হইল এই যে, সহসা এই সময় বৈদ্যুতিক আলোকগুলার তার পুড়িয়া যাওয়ায় এক সঙ্গে সমস্ত আলোকগুলা নিভিয়া গেল।

সায়ার হিগস্‌কে বলিলেন,—"বাগানে জল দেবার 'হোজ'টা আন শীগ্‌গির, বারদিক থেকে ঢোকবার চেষ্টা করতে হবে।"

বাগানে তখন জনকয়েক প্রতিবেশী দাঁড়াইয়া অগ্নিকাণ্ড দেখিতেছিল। কেহ কেহ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছিল। সায়ার তাহাদের সাহায্যে হোজ। নদীতে লইয়া গিয়া অগ্নিতে জল দিতে লাগিলেন। বারেকের জন্য সায়ারের মন দমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু এ অগ্নিতে রাজকুমারের মুক্তার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না বুঝিয়া তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। অদূরে অগ্নি নির্ব্বাপক এঞ্জিনের ঘস্ ঘস্ শব্দ শোনা যাইতেছিল। কি ভাবে কোথায় জল দিতে হইবে সায়ার দাঁড়াইয়া লোকগুলাকে তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছিলেন। সহসা তিনি দেখিতে পাইলেন,—একজন রমণী আপাদমস্তক জামায় ঢাকিয়া দগ্ধ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে ভিন্নদিকে চলিতে লাগিল। জামার জন্য তিনি রমণীর মুখ দেখিতে পাইলেন না।

হিগ্‌সকে জল দিতে বলিয়া সায়ার সেই রমণী-মূর্ত্তির অনুসরণ করিলেন। প্রথমে তিনি রমণীর আর কোন সন্ধান পাইলেন না; তাঁহার বোধ হইল সহসা রমণী যেন বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে! কিন্তু দ্রুতপদে চলিয়া মোড় ফিরিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়ান্ধকারে থাকিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে দ্রুতপদে রমণী যাইতেছে!

কি জানি একটা কিসের ভয়ে সায়ার দুই মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। তখন টপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে—চতুর্দ্দিক্ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন! না, তিনি অগ্রসর হইবেনই মনস্থ করিলেন; এ সন্দেহের মধ্যে থাকা অপেক্ষা নিষ্ঠুর সত্য আবিষ্কার করাও শতগুণে বাঞ্ছনীয়।

সহসা ছুটিয়া গিয়া সায়ার রমণীকে জাপটিয়া ধরিলেন। হঠাৎ বন্দিনী হইয়া রমণী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সহসা একটা ঝাঁকানি দিয়া সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

তাহার জামাটা সায়ারের হাতেই রহিয়া গেল। সেই নিমেষের চকিৎ দর্শনে অন্ধকারের মধ্যেই সায়ার চোরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। এই সত্যটা তাঁহার মজ্জার মধ্য দিয়া যেন তুষার-স্রোতের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল—চোর লিণ্ডা কেরী!

## ( ৮ )

নতমস্তকে স্খলিত পদে ডিমেন ফিরিয়া আসিলেন।

অগ্নি নির্ব্বাপকেরা তখন নবীন উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। পার্শ্বেই নদী থাকায় তাহাদের কার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। দূরে দাঁড়াইয়া ডিমেন তাহাদের কাজ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল বুঝি তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন! তখনও তাঁহার হাতে বৃষ্টি-সিক্ত সেই জামাটা ছিল। একটা নিদারুণ সন্দেহ তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে সন্দেহটা না মিটিলে তিনি কোন কিছুতেই যোগ দিতে পারিতেছিলেন না।

"নমস্কার মিঃ সায়ার!"—বক্তা রিচমণ্ড পুলিশ ইন্সপেক্টর। সে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সায়ারের দিকে চাহিল। বাটীর মালিককে এমন নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে সে আর কোনদিন দেখে নাই।—"বড়ই দুর্ভাগ্য আপনার! তবে বাড়ীটা রক্ষে পাবে বলেই মনে হয়। এমনটা হল কি করে?—আলো ফেটে বুঝি?"

"না!"

"কিন্তু একটা কিছু ফোটার শব্দ হয়েছিল। স্মিথসন বল্লে সমস্ত ঘরটা একটা দাহ্য পদার্থে পূর্ণ! তেলের কারখানার মত হুহু শব্দে জ্বলছে। ঘরে কোন দামী জিনিষ পত্তর নেই ত?"

"ঘরে একটা ফায়ারপ্রুফ সিন্দুক আছে।"

"সেটা সুখবর বটে।"

ডিমেনের তখন কথা কহিবার মত মনের অবস্থা নহে। তিনি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

ভোর প্রায় চারিটার সময় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। ভোরের অস্পষ্ট আলোকে জানালা দরজা বিহীন ঘরটাকে পোড়বাড়ীর মত দেখাইতে লাগিল। ছাদের কতকটা কাঠ খসিয়া পড়িয়াছিল, বরগা প্রায় সবগুলাই পুড়িয়া গিয়াছিল। কাজেই তখন সে কক্ষে প্রবেশ করিলে প্রাণের আশঙ্কা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। বাটীর অন্যান্য অংশ রক্ষা পাইলেও কোষাগারটা এমনি ভাবে পুড়িয়াছিল যে, সেস্থানে মেঝে অবধি মেরামত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। অগ্নি নির্ব্বাপকগণের পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সমস্ত বিপদ মাথায় লইয়া ডিমেন সেই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেস্থানে পূর্ব্বে সিন্দুক ছিল সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাশিকৃত ভগ্নস্তূপ! সিন্দুকের চিহ্নমাত্রও সেস্থানে ছিল না।

হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা ভগ্নস্তূপ সরাইতে সরাইতে তিনি সিন্দুকটা দেখিতে পাইলেন; প্রাচীর গাত্র হইতে সেটা পড়িয়া গিয়াছিল। স্থানে স্থানে বাঁকিয়া তোবড়াইয়া গিয়াছিল, তদ্ব্যতীত আর কোন অনিষ্ট হয় নাই।

সিন্দুকটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেই ডিমেনের মনে হইল, দগ্ধ কক্ষটা যেন কুম্ভকারের চক্রের মত ঘুরিতেছে। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, মনে মনে ভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিলেন। তাহার পর সিন্দুকের ডালা খুলিতে উদ্যত হইলেন। ডালার অক্ষরগুলায় Linda S লিণ্ডা এস সাজান ছিল—সিন্দুক শূন্য পড়িয়া ছিল—বহুমূল্য গ্রেসাম মুক্তা উবিয়া গিয়াছিল।

৩০শে এপ্রেল সকালে প্রায় আটটার সময় ফিলিক্স হাণ্ট গাড়ী করিয়া এলম্ হাউসে পৌছিলেন। ষ্টেশনে নামিয়াই তিনি অগ্নিকাণ্ডের কথা শুনিয়াছিলেন। সেইজন্য ভৃত্য হিগস্ দ্বার খুলিবামাত্র তিনি ডিমেনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

হিগস বলিল,—"তিনি ভাল আছেন। প্রথমে তিনি একাই একশ' হয়েছিলেন। তিনিই সব প্রথম আগুণ লাগার কথা টের পান। আমিও একটা শব্দ শুনেছিলুম কিন্তু কিসের যে শব্দ তা ঠিক করতে পারিনি। তারপর কিন্তু মিঃ সায়ার যেন কেমন হয়ে গেলেন, কোন কিছুতেই আর উৎসাহ দেখলুম না। এখন তিনি তামাক খাবার ঘরে চাবি দিয়ে বসে আছেন, কারো সঙ্গে দেখা করবেন না বলেছেন।"

হাণ্ট প্রথমে দগ্ধ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্দুকটা পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর সেটার কোন অনিষ্ট হয় নাই দেখিয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত চিত্তে ডিমেন যে কক্ষে বদ্ধ ছিলেন সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিলেন,—"দোর খোল ডিমেন—আমি ফিলিক্স।

ডিমেন ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দিলেন। বন্ধুর ভীষণ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ফিলিক্স শিহরিয়া উঠিলেন। মুখখানা তাঁহার শবের ন্যায় পাংশু-বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, চোখের কোলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কালী পড়িয়াছিল, দৃষ্টিতে নৈরাশ্য ও বার্দ্ধক্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—এক রাত্রে যেন তাঁহার দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছিল।

হাণ্ট বলিলেন,—"কি হে সায়ার, তুমি যে একেবারে মস্‌ড়ে পড়েছ? ঘরটা আবার তৈরী করলেই ত ল্যাঠা চুকে যাবে—কতই বা খরচ?—

শ'দু'তিনের মামলা মাত্র ? আর গোটাকতক দামী দামী সখের জিনিষ নষ্ট হয়েছে বটে তা সে আবার হবেক্ষণ ! বাড়ীটা যে বেঁচে গেছে এই যথেষ্ঠ ; আর রাজকুমারের নেকলেসটার যে কোন অনিষ্ট হয়নি এই আমাদের ভাগ্যি ! রাজকুমার এসে অগ্নিকাণ্ডের কথা শুনে খুব দমে যাবে কিন্তু ! আচ্ছা এমনটা হল কি করে বলত ? শুতে যাবার সময় ঐ ঘরে বসে সিগারেট খাচ্ছিলে বুঝি ?"

মস্তক আন্দোলন করিয়া ডিমেন বলিলেন,—"রাত্তির সাড়ে দশটার সময় আমি ঘরে ঢুকেছিলুম কিন্তু তখন আমার মুখে সিগারেট ছিল না। শেষবারে মুক্তোটা দেখে—"

"মুক্তোটা দেখেছিলে ?"

"হাঁ, দেখে টেকে শুতে যাই। রাত্রি প্রায় একটার সময় একটা শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙে যায়। উঠে দেখি ঘরে আগুণ লেগেছে—"

"শব্দ পেয়ে ? কি রকম শব্দ ? ষ্টেসনে শুনে এলুম একটা আলো ফেটে এই কাণ্ড হয়েছে কিন্তু ঘরে ত ফাটিবার মত তেলের আলো ছিল না ? কিসে এমনটা হল বলে তোমার মনে হয় ?"

"আমি বুঝতে পারছি না।"—তাহার পর তিনি একখানা আয়াস কেদারায় শুইয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিলেন,—"আমায় আর জেরা কর না, তোমার চেয়ে আমি আর বেশী কিছু জানি না—শুধু জানি যে আমায় পথে বসতে হবে।"

হাণ্ট তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া সস্নেহে তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"কি যে বল তুমি ডিমেন ! অবশ্য ক্ষতি হয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে কিন্তু গ্রেসাম মুক্তো যখন ঠিক আছে তখন পথে বসতে হবে কেন ?"

"গ্রেসাম মুক্ত চুরি গেছে !"

এতক্ষণ লিণ্ডাকে রক্ষা করিবার জন্য ডিমেন বন্ধুর নিকট, এই চুরির সংবাদ গোপন করিতে চাহিতেছিলেন কিন্তু জেরায় পড়িয়া আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিলেন না।

"চুরি গেছে! গ্রেসাম মুক্তো! এযে অসম্ভব! কি বলছ তুমি ডিমেন!—বল, বল একথা সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি! অগ্নিকাণ্ডের সময় সিন্দুক থেকে চুরি গেছে সেটা।"

"সিন্দুক ভেঙে নাকি?"

"না।"

"তা হলে সাঙ্কেতিকটা অন্য কেউ জানতে পেরেছিল। দোহাই তোমার ডিমেন, আলস্য নিরুৎসাহ ত্যাগ করে ওঠ! কি হয়েছে তোমার? অসুখ করেছে?"

"না।"

"কিন্তু মুক্তোটা গেলে যে আমাদের পথে বসতে হবে তা বুঝছ না?"

"হ্যাঁ, তা আমি জানি।"

"পুলিশে খবর দিয়েছ? সময় এখন বড় দামী—একটুও নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। উঠ, জাগো ডিমেন—মানুষের মত কাজ কর। আমায় সব কথা খুলে বল। কখন দেখলে যে মুক্তো চুরি গেছে?"

"রাত চারটের সময়। সিন্দুক খুঁজতে গিয়ে দেখলুম শূন্য সিন্দুক খোলা পড়ে আছে।"

"চোর তা হলে সাঙ্কেতিক শব্দ জানতে পেরেছিল?"

"বোধ হয় তাই।"

"কি সাঙ্কেতিক ছিল?"

"এখন আর সে কথায় ফল কি?"

"জেনে দরকার আছে বই কি! কাউকে সে কথা বলেছিলে?"

"না।"

"নিশ্চয় বলেছিলে, ভেবে দেখদেখি? গল্পচ্ছলে আভাষেও কাউকে বলনি?"

"না।"—অর্দ্ধ মুদ্রিতনেত্রে চেয়ারে বসিয়া ডিমেন পুনরায় বলিলেন—"না।" হাণ্ট তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনিতেন এবং চিনিতেন বলিয়াই তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত হইলেন।

"ডিমেন ভেতরে একটা কিছু গোলযোগ ঘটেছে—কি যেন তুমি আমার কাছ থেকে লুকুতে চাচ্ছ। ও কি, মুখ ফেরাচ্ছ কেন? আজ কি আর আমায় বিশ্বাস হচ্ছে না?"—হাণ্টের কণ্ঠস্বরে বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল। ডিমেন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার ধারে গেলেন। ঘর্ম্মে তাঁহার কপাল ভিজিয়া উঠিয়াছিল। সহসা মুখ ফিরাইয়া গভীর বেদনাভরে তিনি বলিলেন,—"ফিলিক্স, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! তুমি আমায় সাবধান করেছিলে আমি তা শুনিনি। সে আমায় সাঙ্কেতিকের কথা জিজ্ঞেস করেছিল, লিণ্ডাকে আমি বলেছিলুম। রাত্রে জল দিতে দিতে একজন মেয়েকে পোড়া ঘর থেকে বেরুতে দেখে আমি তার অনুসরণ করেছিলুম। তারপর তাকে ধরলুম, সে আমার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল; কিন্তু আমি তাকে স্পষ্ট চিনতে পেরেছিলুম—সে লিণ্ডা!"

"হা ভগবান!"

"হ্যাঁ, সত্যি বলছি তাকে আমি দেখেছিলুম। সে যে আমার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল তাও সত্যি কথা, কিন্তু তবু যেন সবটা আমার স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। আমার বেশ মনে হচ্ছে, এ মিথ্যে—এ স্বপ্ন! তাকে আমি এত ভালবাসি যে সব মুখই আমার লিণ্ডা বলে মনে হয়।

তুমি নিজেই বুঝে দেখ না এটা কতদূর অসম্ভব! মেয়েমানুষে জ্বলন্ত ঘরে ঢুকে সিন্দুক খুলে মুক্তো নিয়ে যাবে কি করে?"

"সে জামাটা কই দেখি?"

একখানা চেয়ারের উপর ধূম্র পাটল বর্ণের দীর্ঘ জামাটা পড়িয়াছিল, ডিমেন দেখাইয়া দিলেন। পকেট হইতে একটা আতুসী বর্ণের কাঁচ বাহির করিয়া হাণ্ট জামাটা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

"হুঁ, তা আমি আগেই বুঝেছিলুম। তবু একবার স্থির নিশ্চয় হওয়া আবশ্যক। চল আমার সঙ্গে রাসায়নিক বিশ্লেষণের ঘরে।"

ফিলিক্স একটা বুনসেন বারণার জ্বালিয়া জামাটা আগুণে ধরিলেন, ধাতব পদার্থের ন্যায় সেটা লাল হইয়া উঠিল কিন্তু পুড়িল না।

"দেখেছ? এখন ব্যাপারটা অনেকটা বোঝা যাচ্ছে। এই উদ্দেশেই জামাটা তৈরী করান হয়েছে।"

ক্ষিপ্রহস্তে জামার কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন,—"এ যে ওপেনহিমের আবিষ্কার মত কাজ হয়েছে। জামাটাকে টাং ষ্টেট্ অব সোডায় ভিজিয়ে ফায়ার প্রুফ্ তৈরী করেছে। এ দেখ্‌ছি ধড়িবাজ চোরের কাজ!"

"এ সবের মানে কি?"

"মানে? আমাদের বিরুদ্ধে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র, মেয়েমানুষের মাথায় যে এত ভয়ানক মৎলব গজাতে পারে আমি তা জানতুম না। তোমার এই লিণ্ডা কেরীর মণিমুক্ত জোগাড় করা একটা বাতিক; গ্রেসাম মুক্তোর বিবরণ শুনে তার চুরি করতে খুব আগ্রহ হয়; তারপর জানিতে পারে তিন বছর আগে যাকে বাঁদর নাচিয়েছিল তারই কাছে এখন সেটা আছে। ফলে দাঁড়াল কি? তার কৌশলে ও জোগাড়ে রাজকুমারের সঙ্গে তোমার ক্রেভেন স্কোয়ারে দেখা হল, সেইদিনই আমাদের দোকানে আস্‌বার

কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে গেল। সেদিন দোকানেই সে আমাদের চোখের ওপর থেকে মুক্তোটা চুরি কর্‌ত যদি না আমি আর ডাঃ মাইকেল তার প্রতিবন্ধক হতুম।"

"অসম্ভব!"

"গতরাত্রে সে যা করে গেছে তারপর আর তার কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। দোকানে চুরি কর্‌তে না পেরে তোমায় বশ কর্‌তে আরম্ভ করে। তার কাছে যে গ্রেসাম মুক্তোর একটা নকল আছে সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ! তার কুহকে পড়ে তুমি তার কাছে সব কথা বল্লে, তোমার প্রেমের কথাও তাকে জানালে, কিন্তু কোনমতেই সে তোমায় বিয়ে কর্‌তে চাইলে না। কেমন আমার অনুমান সত্যি কিনা?"

"ভগবান্ জানেন, তোমার কথার একবর্ণও মিথ্যা নয়।"

"তারপর সে এখানে নেমন্তন্নে এল শুধু ঘরবাড়ী দেখবার জন্যে, আর সাঙ্কেতিকটা জেনে নেবার উদ্দেশ্যে! তারপর কালরাত্রে সে হয়ত বাগানে বা বাড়ীর ভেতরই কোথাও লুকিয়েছিল অবসর বুঝে কোন একটা দাহ্য স্ফেটিক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে আগুণ ধরিয়ে দেয় তারপর এই এসিড্ মাখান জামা পরে জ্বলন্ত ঘর থেকে মুক্তটি চুরি করে নিয়ে পালায়। এমন সুন্দর ভাবে মাথা খেলিয়ে ষড়যন্ত্র কর্‌তে আমি আর কাউকে দেখিনি—মাগীকে চোরের সম্রাট বলা যেতে পারে। আমার মনে হয়, মাগীর মাথার ঠিক নেই; কিন্তু সে পাগলই হক্ আর যাই হোক্ আমি তাকে কোনমতে ছাড়ছি না এ যাত্রায়। চল এখুনি একটা ওয়ারেন্ট বের করাইগে।"

ডিমেন এতক্ষণ বন্ধুরদিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইবার মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"লেডী কেরীকে বন্দী কর্‌বে? প্রমাণ?"

"প্রমাণ? তুমি তাকে ধরেছিলে, তুমি তাকে সাঙ্কেতিক—"

"আমি অস্বীকার করছি।"

উভয় বন্ধু উভয়ের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উভয়েরই ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল। উভয়েরই মনের মধ্যে অশান্তির আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

"ডিমেন, তোমার এখন বাঁদরামীর স্বপ্ন নিষ্ঠুর জাগরণে ভেঙে গেছে, তবে আবার গোল করছ কেন? আমাদের সুনাম, আমাদের অবস্থা, আমাদের যশের মূলে কুঠারাঘাত হয়েছে তা দেখতে পাচ্ছ ত? মাগীকে জেলে দিতেই হবে—"

"কিছুতেই তা হবে না!"

"তুমি যদি এই রকম পাগলামী কর তা হলে বাধ্য হয়ে আমাকেই—"

"না ফিলিক্স শোন! আজ অবধি কোনদিন আমার কথার খেলাপ হয়নি আজও হবে না। আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ কেউ আমার প্রণয়িনীর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না জেনো।"

"তোমার প্রণয়িনী?—ভূতপূর্ব্ব বল!"

"না, তাকে ভালবেসেছি, বাসছি এবং চিরদিন বাসবও! সে পাগলই হক্ আর চোর ডাকাতই হক্ আমি তাকে ভালবাসব। আমি যদি স্বচক্ষে তাকে কোন অপরাধ করতে দেখি তা হলে বুঝব আমার চোখের ভুল! লিণ্ডার বিরুদ্ধে যে যত সত্যি কথাই বলুক না কেন আমার কাছে তা মিথ্যে। সে আমার যত অনিষ্টই করুক না কেন, আমি তাকে বিশ্বাস করেই মরব। শুনছ ফিলিক্স, তুমি যদি লিণ্ডার অনিষ্টের চেষ্টা কর তা হলে তুমিও আমার শত্রু বুঝব।"

"লেডী কেরীর আজ শরীরটা তত ভাল নেই। এতক্ষণ তিনি শুয়েছিলেন, বসুন তিনি আস্‌ছেন।"

"কোন অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

"না না, শুধু একটু মাথা ধরেছে। কাল রাত্তিরে বেরুণোর দরুণ একটু ঠাণ্ডাও লেগেছে। ডাক্তার মাইকেল থাক্‌লে এতক্ষণ তিনি সেরে উঠতেন, কিন্তু ভোরেই একখানা টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি অক্সফোর্ড চলে গেছেন—বুঝি লর্ড ডানোডিনের ওখানে বল্‌লেন। আপনি একটু বস্‌তে পারেন ত দেখা হতে পারে লেডী কেরীর সঙ্গে।"

৩০শে এপ্রেল তারিখে বৈকাল চারি ঘটিকার সময় লেডী কেরীর দাসী সায়ারের সহিত উল্লিখিত ভাবে কথা কহিতেছিল। সায়ার প্রথমে ক্রেভান হাউসে প্রবেশ করিতে পারেন নাই; একজন ভৃত্য বলিয়াছিল দুই লেডীই অসুস্থ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। তাহার পর সায়ার নিজের নামের কার্ডের পশ্চাতে দুই ছত্র লিখিয়া দিয়া তবে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলেন।

যুগের মতই দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিবার পর লিণ্ডা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। একদিনেই সায়ারকে যেন বৃদ্ধের মত দেখাইতেছিল। লিণ্ডা তাঁহার আকৃতির এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া দুই মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন। আজ আর সায়ার প্রেমের অভিব্যক্তি দেখাইয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া গেলেন না, পরন্তু লিণ্ডাই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া লিণ্ডা নিম্ন স্বরে বলিলেন, —"তোমায় দেখে যে কি সুখীই হলাম ডিমেন তা আর কি বল্‌ব?

তোমার জন্যে ভেবে ভেবেই বোধহয় আজ আমার মাথা ,ধরেছিল। তোমার কাছ থেকে রোজ আমি চিঠি পাচ্ছি—আজ সকালেও পেয়েছি কিন্তু তবু গত রবিবার থেকে আমার ভাবনার সীমা নেই।"

সজোরে লিণ্ডার একখানা হাত ধরিয়া সায়ার বলিলেন,—"ঠিক করে বলত লিণ্ডা, কি বিপদ হবে বলে তোমার মনে হয়েছিল?"

"তা আমি স্পষ্ট করে' বোঝাতে পারব না তবে কে যেন আমায় কেবল বল্‌ছিল, তোমার একটা কি বড় রকম বিপদ ঘট্‌বে। এখন দেখছি এ ভয়টা আমার অহেতুক, কারণ এই ত তুমি সুস্থ শরীরে—. না, তুমি ত সুস্থ নও, কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই! বল ডিমেন, বল প্রিয়তম আমার, কিসের বেদনায় তুমি কাতর হয়েছ?"

কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরবে তিনি লিণ্ডার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে তখন তাঁহার তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল।

"লিণ্ডা, তুমি আমায় ভালবাস ত?"

"তুমি ত জান প্রিয়তম।"

"তা হলে আমি যা জিজ্ঞাসা করছি সেগুলোর যথার্থ উত্তর দাও, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব।"

ঈষৎ অভিমানভরে লিণ্ডা সায়ারের হস্ত হইতে আপনার হাতখানা টানিয়া লইতে চাহিল,—"তুমি আমায় বিশ্বাস করবে? তার মানে?"

"কাল রাত্তিরে কি করছিলে? তোমার ঝিএর মুখে শুন্‌লুম: কোথায় নেমন্তন্ন গেছিলে। কোথায় গেছিলে? কখন গেছিলে? কখন ফিরেছ?"

"মিঃ ডেণ্টন সেভিলএর খুড়ী লেডী সেভিলের বাড়ী একটা 'রুলেট্‌-পার্টী' হয়েছিল, সেইখানেই গেছলুম। সাড়ে সাতটার সময় খাবার নেমন্তন্ন তাই আমরা ছটার একটু পরেই বেরিয়েছিলুম। ঠিক কখন

ফিরেছিলুম তা আমার মনে নেই তবে বড় ক্লান্ত হয়ে এসেছিলুম। আলো নেবাবার সময় বলেছিল রাত্রি তখন আড়াইটে।"

"তোমার সঙ্গে আর কে ছিল?"

"ডাঃ মাইকেল। আমাদের তিনজনেরই নেমন্তন্ন হয়েছিল। যাবার সময় হঠাৎ আমার শাশুড়ী পীড়িত হয়ে পড়ায় যেতে পারেননি। আমরাও তাঁর কাছে থাক্‌তে চেয়েছিলুম কিন্তু তিনি যখন কিছুতেই তা শুন্‌লেন না তখন অগত্যা আমরা দুজনেই গেলুম; কিন্তু একথা কেন?"

"আরও কটা কথা জিগেস্ করতে চাই—কি পোষাক পরেছিলে?"

"একটা নতুন ডিনার ড্রেস, আর মুক্তর গয়না।"

"তার ওপরে কি রকম ওভার কোট ছিল?"

"সেসের কলার দেওয়া সাদা ভেলভেট।"

"আর জুতো?"

"সাদা সাটিনের। কিন্তু কি এসব ছাই পাঁশ জিগেস্ করছ? এসব জেনে তোমার কি লাভ হবে?"

"শুধু জিগেস্ নয় আমি এগুলো দেখতেও চাই—জুতো জামা সব। এটা আমার একটা খেয়াল আর কি? দেখাবে সেগুলো।"

"কেন যে দেখতে চাচ্ছ তাত বুঝতে পাচ্ছি না, কিন্তু দেখাতে আমার আপত্তি কি? মিণ্টন, জামা জুতোগুলি নিয়ে এস ত!"

পরিচারিকা মিণ্টন লিণ্ডার আদেশ মত চলিয়া গেল এবং একটা সাদা জুতা ও একটা ভেলভেটের ওভার কোট লইয়া আসিল। সায়ার জুতাটা হাতে লইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেটা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"কাল রাত্রে বৃষ্টি হচ্ছিল। এ জুতো নিশ্চয় কাল পরা হয়নি, তা হলে ভিজে কাদামাখা থাকৃত। আর সে পোষাক কই?"

পরিচারিকার দিকে ফিরিয়া লিণ্ডা বলিলেন,—"ঐ জুতো কাল পরিনি মিণ্টন? তুই ত পরিয়ে দিয়েছিলি।"

"হ্যাঁ, ঐটিই ত পরে গেছলেন কাল। জুতোটায় একটু একটু কাদা লেগেছিল, আমি পরিষ্কার করে রেখেছি।"

"পোষাকটা কোথা গেল?"

"সেটার নীচের দিকে কাদা লেগেছিল বলে আপনি ধোপার বাড়ী দিতে বল্লেন যে!"

তাহার কথার ভাব দেখিয়া ডিমেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে সে মিথ্যা কথা বলিতেছে।

লিণ্ডা বলিলেন,—"কই আমি তোকে সেটা ধোপার বাড়ী দিতে বলেছিলুম কি? আমার ত মনে হচ্ছে না। এ রকম ভুল ত আমার হয় না!"

"আপনি ভারী ক্লান্ত হয়ে এসেছিলেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন; গাড়ী থেকে নাববার সময় চাকাটা আপনার পায়ে লাগায় জামাটা কাদায় ভরে গেছল। এখন ভেলভেটের জামাটা নিয়ে যাই?"

"হ্যাঁ, নিয়ে যা!"

মিণ্টন চলিয়া গেলে সায়ার বলিলেন,—"তোমার একটা ওভার কোট যে আমার কাছে রয়েছে সেটা কই চাইলে না?"

বিস্মিত লিণ্ডা বলিল,—"কি, ওভার কোট? কোন্‌টা?"

"ভগবানের দোহাই লিণ্ডা, আমার সঙ্গে চাতুরী কর না, আমায় মিথ্যে কথা বল না। সত্যি কথা বলো—যাই হোক, আমি শুনব। তোমায় এত ভালবাসি লিণ্ডা, যে তোমার কোন অপরাধই আমি অপরাধ বলে ধরব না, তোমার সব কাজ আমি ন্যায়-সঙ্গত বলেই মনে করব। তুমিই আমার বিবেক, আমার ধর্ম্ম, আমার সর্ব্বস্ব তা কি তুমি জান না?

কোন কিছুই আমার এলেম টলাতে পারবে না। বল, বল লিণ্ডা, সত্যি কথা বল! রাত্রে তোমার হাত ধরার পর থেকে যে কি নরক যন্ত্রণা আমি ভোগ কর্‌ছি তা যদি জানতে, যদি বুঝতে!”

“কি তুমি বলছ ডিমেন? পাগল হলে না কি? রাত্রে তুমি আমার হাত ধরেছিলে?—একটা ওভার কোট তোমার কাছে আছে? এসব কথার মানে কি? এ কি তোমার স্বপ্নের কথা বলছ না কি?”

“তোমার আত্মসম্মানের দোহাই, আমার প্রেমের দোহাই, সত্যি করে বল লিণ্ডা, রাত্তির একটার সময় তুমি কোথায় ছিলে?”

“এত অতি সোজা কথা, তখন আমি গাড়ীতে—বাড়ী ফিরছি। রাত প্রায় সাড়ে বারোটার সময় আমরা সেখান থেকে বেরিয়েছিলুম। বিশ্বাস না হয় ডাক্তার মাইকেলকে জিজ্ঞেস করে দেখ!”

“তুমি ত বল্লে ডাঃ মাইকেল অক্সফোর্ড গেছেন?”

“এই যে ডাক্তার মাইকেল। কে আমায় খোঁজে গা? মিঃ সায়ার, এই যে আমি এসেছি।”

উপরোক্ত কথা বলিতে বলিতে বহির্গমনোপযোগী পোষাকে সজ্জিত হইয়া ডাঃ মাইকেল সেই কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

## ( ১১ )

“আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভারি খুসী হলুম মিঃ সায়ার! কাল ঘড়িটা ভালয় ভালয় গিয়ে পৌছিল ত?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

ডিমেন নির্ভয়ে ডাক্তারের উজ্জ্বল দৃষ্টির সহিত আপনার দৃষ্টি মিলিত করিলেন। এ লোকটা সম্মুখে কোনমতেই যে আত্ম বিভ্রম প্রকাশ

করিবেন না তাহা তিনি এক প্রকার সংকল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বনাশ যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে; সম্মুখস্থ এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনও অন্ততঃ যে সে বিষয়ে দায়ী ইহাই তাঁহাই দৃঢ় বিশ্বাস। তথাপি কোনমতেই তিনি সেকথা তাঁহাদের জানিতে দিবেন না স্থির করিলেন।

ডাক্তার দৃষ্টির দ্বারা লিণ্ডাকে কি যেন প্রশ্ন করিলেন; উত্তরে লিণ্ডা বলিল,—"আপনার কথাই হচ্ছিল ডাঃ মাইকেল। কাল মার অসুখ করায় আপনাতে আমাতে যে লেডী সেভিলের বাড়ী গেছলুম সেই কথাই মিঃ সায়ারকে বলছিলুম।"

"তাইত তার হয়েছে কি?"

"আচ্ছা রাত্তির একটার সময় আমরা কোথায় ছিলাম মিঃ সায়ারকে বলুন ত ডাক্তার!"

"কাল রাত্তির একটায়? আচ্ছা, দাঁড়াও ভেবে দেখি। তখন লেডী সেভিলের বাড়ী থেকে বেরুব বেরুব কচ্ছি আর কি! তুমি ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়ায় আর বেশীক্ষণ আমরা থাকতে পারলুম না, তা নইলে লেডী সেভিলের 'রুলেট' পার্টি রাত তিনটে চারটের আগে ভাঙত না।"

"আমার মনে হচ্ছিল যেন রাত একটার আগেই আমরা বেরিয়ে ছিলুম—ঠিক যে কি হয়েছিল তা আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না। আর কথাটা যে এত দরকারী হয়ে উঠবে তাও তখন মনে করিনি।"

"দরকারী হয়ে পড়েছে নাকি? তা বেশ ত দরকার হয় পরে সে বিষয়ে সঠিক খবর নিলেই হবে। এখন মিঃ সায়ার আমায় মাপ করবেন, আমার অনেক কাজ আছে। আর তা ছাড়া একটা দুর্ঘটনাও ঘটেছে।"

"কি দুর্ঘটনা? লর্ড ডানোভিলের অবস্থা কি আরও খারাপ হয়েছে?"

"তিনি মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন! ভারী দুঃসংবাদ ত! তিনি তো বয়সে যুবা, তবে এমন হঠাৎ মারা পড়লেন কেন?"

"প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন—বছর পঞ্চাশেক বয়েসাগত মাস থেকে আমিই তাঁর চিকিৎসা করছিলুম। প্রথমে লণ্ডনেই ছিলেন তারপর অক্সফোর্ডের কাছে নরবরো হলে থেকেই চিকিৎসা করছিলেন।"

"সেইখানেই ত তাঁর চীনে, জাপানী সখের জিনিষগুলা ছিল না? অসুখের আগে আমায় সেগুলো দেখাবেন বলেছিলেন।" সায়ার কথাটা পালটিয়া লইলেন!

"আহা, তাঁর আর সে সৌভাগ্য কোনদিন হবে না। চীনদেশ থেকেই তিনি এই উৎকট রোগ এনেছিলেন, সুখের বিষয়, তাঁর শারীরিক কষ্ট আমি অনেকটা দূর করতে পেরেছিলুম। আজ সকালে গিয়ে দেখলুম যাতনায় তিনি ছট্‌ফট্ করছেন; প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তিনি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে চাকর বাধা দেবার পূর্ব্বেই একখানা খুর দিয়ে গলা কেটে ফেলেন।

লেডী কেরী ভয়চকিত স্বরে বলিলেন,—"কি ভয়ানক কাণ্ড।"

সস্নেহে ডাঃ মাইকেল বলিলেন,—"তোমার প্রাণ যে রকম কোমল তাতে এ গল্পটা তোমার কাছে না বলাই আমার উচিত ছিল। আর তোমারই বা দোষ কি, আমার মত কঠিন প্রাণ লোকের মনেও এ ঘটনা একটা দাগ রেখে গেছে।"

সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সায়ার মাইকেলকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই এক পক্ষের মধ্যেই তাঁহার যে অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

মৃদু হাস্য করিয়া ডাঃ মাইকেল বলিলেন,—"আমার মত চিকিৎসা ব্যবসায়ী যে তার একজন রোগীর মৃত্যুতে মনে এতটা ব্যথা পাবে এ—

দেখে বোধহয় আপনি আশ্চর্য্যি হচ্ছেন মিঃ সায়ার? একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, যেসব রোগ আমার কাছে অভিনব বলে বোধ হয় শুধু সেই রকম রোগীরই আমি চিকিৎসা করি—ফলে তারা আমার বিশেষ বন্ধু হয়ে পড়েন। তাদের যখন যা দরকার তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি। এই ধরুন না লেডী কেরীর এখন বিশ্রামের দরকার কেমন লেডী কেরী তুমি বড় শ্রান্ত হয়েছ না?"

"বড্ড!"—বলিয়া লেডী কেরী সায়ারের দিকে আর দৃষ্টিপাত অবধি না করিয়া চলিয়া গেলেন। অগত্যা সায়ার ক্ষুব্ধ, যাতনাকাতর প্রাণে সেস্থান ত্যাগ করিয়া বরাবর তাঁহার উকীলের বাড়ী গেলেন। সেখানে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল কাটাইয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় তিনি বাড়ী ফিরিলেন। ফিলিক্স তখন ধূমপানের কক্ষে বসিয়া সিগার টানিতেছিলেন। ডিমেন কক্ষে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিলেন,—"তোমার চেহারাটা যে বড্ড খারাপ দেখাচ্ছে ডিমেন? জল খাবার অবধি আজ খাওনি, ব্যাপার কি?"

"হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে আর সেইজন্যেই এখন দুর্ভিক্ষের ক্ষিদে এসে জুটেছে!"

তৎক্ষণাৎ ভোজনের আয়োজন করিয়া উভয়ে আহারে বসিলেন। ভোজন করিতে করিতে ফিলিক্স সারাদিনে যাহা যাহা করিয়াছিলেন তাহারই হিসাব দিতে বসিলেন। ঘরটা মেরামত করিতে হইবে, সে ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন, তাহাও বলিতে ভুলিলেন না। তাঁহার কথা শেষ হইলে ডিমেন বলিলেন,—"আমি সারাদিন কি করেছি জান?"

"না; তোমার অবসর মত সব কথা বলবে বলে আমিও জিজ্ঞেস করিনি।"

"প্রথমে ডুইকেন হামে গিয়ে রাজকুমারের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কইলুম।"

"হ্যাঁ, আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম; তা নইলে এতক্ষণ তিনি আসতেন।"

"তাঁর সঙ্গে তাঁর উকীল বাড়ী গিয়ে কতকগুলো বৈষয়িক কাজ শেষ করলুম। তারপর বিকেলে চারটের সময় লেডী কেরী আর ডাঃ মাইকেলের সঙ্গে দেখা করি"—

"লেডী কেরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার?"

"হ্যাঁ!"

"তাঁকে বলেছ যে তুমি সব জান?"

"দাঁড়াও, সে কথা পরে বলছি। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আমার উকীল বাড়ী গেছলুম।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর?"

"এখন মোটের ওপর দাঁড়াচ্ছে এই যে, এই ত্রিশ বৃচ্ছর বয়সে কপর্দ্দক হীন অবস্থায় আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হবে। হাণ্ট-সায়ারের দোকানের অংশীদারীতে আর আমার কোন দাবী নেই, এখন অন্যত্র চাক্‌রীর চেষ্টা কর্‌তে হবে।"

"এ সব কি বকচ তুমি, ডিমেন?"

"সত্যি কথাই বলছি ভাই! আমারই বোকামীর বা আর যাই বল—জন্যে গ্রেসাম মুক্তো খোয়া গেছে। মালিকের ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। এ সম্বন্ধে তোমার কোনকথা বলবার আর অধিকার নেই। আমার সম্পদ গেছে—আমি তোমার বিশ্বাসের অসদ্ব্যবহার করেছি—আমার মত পাগলকে অংশীদার করলে তোমায় অনেক ভুগতে হবে। তাই বলছি, অংশীদারী ছাড়বার আগে আমার কাছ থেকে হিসেব পত্র বুঝে নাও।"

"ডিমেন—বন্ধু!"

"না না ফিলিক্স, আমি কারো দয়া নিতে রাজী নই—পাবার যোগ্যও আমি নই! আমি দালালী করে বা ছেলে পড়িয়ে অন্ন সংস্থান করব। জীবনের আমার একটা উদ্দেশ্য আছে সুতরাং আমায় বাঁচতেই হবে। ইতিমধ্যে বাড়ীটা সারান হলে এর খানিকটা ভাড়া দেব।"

"এই তুমি স্থির করেছ? আমি কোথায় যাব?"

"একা তুমি এর চেয়ে ঢের বেশী উন্নতি করতে পারবে ফিলিক্স, আমায় সঙ্গে নিলে অনর্থক আমার দুর্ভাগ্যের বোঝা তোমাকেও বইতে হবে।"

"সে আমি বুঝব। তুমি যে দুর্ভাগ্যের কথা বলছ সে শুধু একজনের—"

"চুপ কর, ও নামে কাজ কি তোমার?"

বেশ আমি তার নাম করতে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, তোমার কুগ্রহ জুটেছে তার সঙ্গে একটা সুগ্রহও থাকা দরকার। তুমি চাও বা না চাও আমি তোমার সেই সুগ্রহ হবই। পাঁচ বছর আগে টাইফয়েডে যখন আমি মরতে বসেছিলুম তখন শুধু তোমার যত্নেই বেঁচে উঠেছি, সে কথা এত শীগ্‌গির আমি ভুলব না। এখন তুমি ভীষণ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত, এখন আমি তোমায় ত্যাগ করব কি করে? আমি বেশী কথা কইতে ভালবাসি না, তুমি যদি এ সম্বন্ধে কোন কথা কইতে বারণ কর আমি টু শব্দটী করব না; তবে তোমার এই বিপদের সময় আমায় যদি ছেড়ে যেতে বল ত আমি কিছুতেই তা যাব না—স্পষ্ট কথা, ব্যস!"

আবেগে তাঁহার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। প্রগাঢ় আন্তরিকতার সহিত তাঁহারা করমর্দ্দন করিলেন। তাহার পর গলা ঝাড়িয়া ফিলিক্স প্রশ্ন করিলেন,—"রাজকুমারকে থামালে কি করে?"

"প্রথমটা ভারি কষ্ট পেতে হয়েছিল, মুক্তো চুরির কথা শুনে ত রেগেই আগুণ; আমাকেই চোর বলে চালান দিতে চেয়েছিল। সৌভাগ্য ক্রমে তার টাকার খেঁচের কথা আমার জানা ছিল তাই অনেক কষ্টে তার উকীলের সামনে কথা শেষ হল। আমরা যে নকল নেকলেস করেছি তাইতে সেই রকম একটা নকল মুক্তো বসিয়ে শীঘ্রই দিতে হবে কথা আছে। চুরিটার সম্বন্ধে আর কোন উচ্চ-বাচ্য হবে না—"

"টাকার খাতিরে?"

"হ্যাঁ! এই টাকা দেবার পর, আমার সাপ্তাহিক খরচ দশশিলিংএর ভেতর সারতে হবে। যাক্ আমাদের দোকানের সুনাম রক্ষে হল যে, এই ঢের। রাজকুমারের ব্যাঙ্কের তহবিল ফেঁপে উঠল কিন্তু!"

"তুমি জেনেশুনে চোরকে রক্ষে করতে গিয়ে এইটী করলে!"

"ফিলিক্স!—"

"মাপ কর ভাই, ভুলে গেছলুম। মনে এতটা দাগ পড়ে গেছে যে চুপ করে থাকতে পারি না। হ্যাঁ, ক্রেভান হাউসে কি হল শুনি?"

ডিমেন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলে ফিলিক্স বলিলেন,—"আমার বলবার কিছু নেই। স্পষ্ট অস্বীকার, কাদামাখা ভিজে পোষাক না দেখাতে পারা এথেকেই সব বোঝা যায়! তুমি সত্যিই এ বিষয়ে কিছু করবে না?"

"না, আমি ধীরে সুস্থে সব বিষয় অনুসন্ধান করতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভেতরে একটা ভীষণ রহস্য আছে। আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে লোক চক্ষু থেকে এ বিষয় চাপা দিয়ে আমি ভেতরে ভেতরে খোঁজ করতে চাই।"

"এ বেশ কথা! এতে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে জেনো। এই কাজের জন্যে আমাদের ঠিক আগের মতই কাজকর্ম্ম করতে হবে।

দোকানের কাজ সব আমি দেখ্‌ব আর তুমি দেখবে এই চুরির সূত্র! কিন্তু কি যে গুঢ় রহস্যর কথা তুমি বলছ তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। চোর যে কে তা আমরা জানি, এখন বাকি জানতে শুধু কি করে এ কাজ করলে, আর ডাঃ মাইকেলেরই বা এতে কতটা হাত আছে।"

"আমার বিশ্বাস লিণ্ডা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।"

বিপুল বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া ফিলিক্স বলিলেন,—"বন্ধু, তুমি নিশ্চয় ক্ষেপে গেছ! আবার কি গোড়া থেকে সব কথা তোমায় বলতে হবে? আজ অবধি যা বলেছি তার কোন কথাটা মিথ্যে হয়েছে বলত? এর পর কি হবে তাও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি—বলব?"

"বল শুনি।"

"এইবার তোমায় দূর করে দেবে। কোন একটা ওজর দেখিয়ে সে বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করবে। তোমায় বাঁদর বুঝিয়ে তাদের কাজ হাসিল করে নিয়েছে। যে রকম লোকের পাল্লায় পড়েছ তাতে প্রাণের হানি না হয়ে অমনি অমনি যদি রেহাই পাও ত সেই তোমার সৌভাগ্য বুঝতে হবে।"

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া ডিমেন বলিলেন,—"এটা বিংশ শতাব্দী তা বোধ হয় মনে আছে তোমার?"

"তা আছে কিন্তু এ যুগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অপরাধ গোপন করা যায় সেটাও ত ভুল্‌লে চল্‌বে না। সত্যি কথা বলতে গেলে আজ তুমি লেডী কেরীর কাছে যা বলেছ তাতে তোমায় বিশেষ বিপদে পড়তে হবে বলেই মনে হয়।"

বন্ধুর এই অহেতুকর ভয়ের জন্য ডিমেন বিদ্রূপ করিতেছিলেন ঐরূপ সময়ে হিগ্‌স সন্ধ্যার ডাকের একখানা চিঠি আনিয়া দিল। পত্রখানা

কোন অপরিচিত পুরুষের লিখিত দেখিয়া ডিমেন সেইখানাই প্রথম পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানা পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ শুখাইয়া উঠিল। ফিলিক্সের হস্তে পত্রখানা দিয়া তিনি বলিলেন,—"ডাঃ মাইকেলের চিঠি তোমার কথাই ঠিক।" ফিলিক্স পত্রখানা পড়িলেন,—

প্রিয় মিঃ সায়ার,

লেডী কেরীর মৃত পিতার ইচ্ছানুরূপ আমি লিণ্ডাকে পোষ্য কন্যা-রূপে দেখিয়া থাকি। তাহার অভিভাবক স্বরূপ আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি তাহার সহিত আলাপের মাত্রা অনুগ্রহ করিয়া কমাইয়া দিবেন। কথাটা লিখিয়া আপনার মনে ব্যথা দিলাম এজন্য বার বার আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনাকে যে আমাদের বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিতেছি এমন কথা যেন মনে করিবেন না। আপনার ন্যায় বিদ্বান, চরিত্রবান ও প্রতিভাবান যুবককে এমন কথা কোন ভদ্রলোকেই বলিতে পারেন না। তবে এইমাত্র আমি বলিতে চাই যে, আপনি আর তাহাকে প্রণয় জানাইবেন না, কারণ পারিবারিক কোন কারণবশতঃ লিণ্ডার দ্বিতীয়বার বিবাহ করা একেবারেই অসম্ভব। লিণ্ডার পিতা এই মর্ম্মে উইল করিয়াছেন যে, আমার অসম্মতিতে লিণ্ডা বিবাহ করিলে তাহার পৈত্রিক বিষয়ের এক কপর্দ্দকও সে পাইবে না পরন্তু তাঁহার তাবৎ সম্পত্তি দাতব্য খাতায় জমা হইবে। তদ্ব্যতীত আমি লিণ্ডার পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, এক ধনী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহে আমি কোনমতেই সম্মতি দিব না। এই সব নানা কারণে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিলাম, সেজন্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

আপনার চিরবিশ্বস্ত বন্ধু—

নিকোলাস মাইকেল।

ফিলিক্স পত্রখানা ডিমেনকে ফিরাইয়া দিলেন।

"যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে পথে বসিয়ে এখন তাড়িয়ে দিলে! এ বিষয়ে আমার পরামর্শ যদি শুনতে ডিমেন?—"

"চুপ কর। ও চিঠিতে আমার কিছু যায় আসে না। লিণ্ডা নিজে না লিখলে সে যে আমায় ত্যাগ করেছে তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না।"

## ( ১২ )

৩০শে এপ্রেলের উত্তেজনা কতকটা কাটিয়া গেলে ডিমেন যেন মনমরা হইয়া পড়িলেন। দোকানের কাজ এ সময় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল; ফিলিক্স দিবারাত্র কাজ করিতেছিলেন, ডিমেনও যন্ত্রচালিতের মত কাজকর্ম্ম করিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু তাঁহার মন সেদিকে ছিল না। তিনি একজন ডিটেক্‌টিভকে লিণ্ডার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে ডিমেন জানিতে পারেন যে, সেরাত্রে লিণ্ডা ও ডাঃ মাইকেল রাত্রি বারোটা বিশ মিনিটের সময় লেডী সেভিলের গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। লেডী কেরীর কোচম্যানের নিকট অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সেদিন বৈকালে সহসা সে অসুস্থ হইয়া পড়ায় ডাক্তারের বিশ্বস্ত ভৃত্য ডেট্রিচ শকট চালাইয়াছিল। ডেট্রিচের নিকট অনুসন্ধানে কোনই ফল হয় নাই; লোকটা রুষ ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা জানে না বলিয়াছিল; তদ্ব্যতীত তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিবার প্রয়াস করিলে সে কথা ডাক্তারের কাণে উঠিবে বলিয়া সে চেষ্টায় ডিটেক্‌টিভ ক্ষান্ত হয়েন। সে রাত্রে ডেট্রিচের শকট-চালনা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক; একজন মাতাল কোচ-

ম্যানের নিকট জানিতে পারা যায় যে, পথের ধারে একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ এবং একটি রমণী তাহার গাড়ী ভাড়া করিয়া এলম হাউসের অতি সন্নিকটে আসিয়া নামে। পুরুষটী অগ্নিকাণ্ড কি ঐ গোছের কি একটা কিছু দেখিতে যাইতেছে বলিয়া তাহাকে সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে বলে। কোচম্যান বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়ে তাহার পর লোকের কোলাহল ও অগ্নি নির্ব্বাপক পোতের শব্দে জাগিয়া দেখে তাহার ভাড়াটিয়াদ্বয় গাড়ীতে বসিয়া আছে। লণ্ডনের কি একটা পথের ধারে আরোহীর নির্দ্দেশমত সে তাহাদিগকে নামাইয়া দেয়। নিকটে কোন ক্রহাম দেখিয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করায় লোকটা তাহার উত্তর দিতে পারে নাই।

ডাঃ মাইকেল যে লেডী কেরীর অভিভাবক তাহা সমাসেষ্ট হাউসে গিয়া জানিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে, যতদিন লেডী কেরী অবিবাহিতা থাকিবে এবং ডাক্তার তাহার অভিভাবক থাকিবেন ততদিন তিনি বার্ষিক পনের সহস্র পাউণ্ড বৃত্তি পাইবেন, সুতরাং লেডী কেরীর বিবাহে বাধা দেওয়ায় যে ডাক্তারের সম্পূর্ণ স্বার্থ আছে ডিমেনের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না।

এইখানেই এ ব্যাপারের শেষ হইয়া গেল। মুক্তা এবং তাহার সহিত ডিমেনের সমস্ত সম্পদ অদৃশ্য হইল। ডাঃ মাইকেল ডিমেনের প্রণয় অভিনয়ে বাধা দিয়াছিলেন—লিণ্ডার ব্যবহারে মনে হইল তিনিও ডাক্তারের মতেই মত দিয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েকটা ক্ষুদ্র অনাবশ্যক ঘটনা হইতে ডিমেনের ডাক্তারের উপর যে সন্দেহ ছিল তাহা দৃঢ়বিশ্বাসে পরিণত হইল। তাঁহার মনে আশা হইল, একদিন তিনি ডাক্তারের অপরাধ প্রমাণ করিয়া লিণ্ডার কলঙ্ক মোচন করিতে পারিবেন।

ডাক্তারের যে একটা শক্তি ছিল এ কথা অস্বীকার করিবার উপায়

নাই; ভিতরে যে একটা গুঢ় রহস্য বর্ত্তমান সে বিষয়েও সন্দেহ ছিল না। কারণ লণ্ডনের মত বড় বড় লোক তাঁহার চিকিৎসাধীন হইয়া কৃত-দাসের মত তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছিলেন। ডিউক অব্ অষ্টার তাঁহাকে রাজসভায় পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন ফলে একজন রাজকুমারীর স্নায়ুবিক মাথা-ধরার চিকিৎসা ভার তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল। সাধারণতঃ তিনি অত্যধিক দর্শনী লইতেন, কিন্তু রোগীরা তাহা দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না। প্রত্যহ তিনি রোগীদিগের নিকট হইতে রাশি রাশি উপহার পাইতেছিলেন; এবং সেই বৎসরের বার্লিংটন হাউস পরিদর্শনীতে তাঁহার চিত্র একজন রয়েল আর্টিষ্ট কর্ত্তৃক চিহ্নিত হইয়া সেস্থানের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল।

লণ্ডনের সজীব গেজেট মিঃ বার্লি নোয়াক্স একদিন ডিমেনের দোকানে আসিয়া কথায় কথায় বলিলেন,—"আর শুনেছ, ডাঃ মাইকেলের বরাতের কথা? ডানেডিনকে জান ত?—সেই যে হে, ক্ষুর দিয়ে আত্মহত্যা করলে? মরবার আগে ডাঃ মাইকেলকে টেলিগ্রাম করে নিয়ে গেছল, তাতে তার কিন্তু খুব লাভ হয়েছে! ডানেডিন ডাক্তারকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড নগদ আর নিজের যা কিছু চীনে, জাপানী প্রভৃতি সখের জিনিষ ছিল সব দিয়ে গেছে।"

"সব? সে যে অনেক টাকার জিনিষ হে?"

"হ্যাঁ, তাই ত বলছি, লোকটার বরাত দেখো!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডিমেন বলিলেন,—"লোকটার বরাত পাতা চাপা!"

"কালরাত্রে ম্যাকিননের কি হয়েছে শুনেছ ত?"

"কি হল আবার?"

—"তাও শোননি? এতক্ষণ সারা সহরে যে সে খবর ছড়িয়ে পড়েছে!

লোকটা একজন ওস্তাদ বক্তা তা জান ত? কাল রাত্রে বক্তৃতা দিতে দিতে হঠাৎ মাথায় হাত দিয়ে থেমে গেল, তারপর ঠিক পাগলের মত হেসে উঠল। তখুনি ত তাকে সভা থেকে বের করে নিয়ে গেল; কেউ কেউ বল্লে লোকটা বোধহয় মদ খেয়েছে! আমায় কি বল্লে জান? বলে,—'গরীবদের ভালর জন্য এই যে আমি খেটে মর্‌ছি এর দরকার কি? তারা গরীব হয়ে জন্মেছে যখন তখন তাদের মরাই ভাল।—আমার কি? আমি কেন এ ভূতের ব্যাগার খেটে মরি! এ অতি বাঁদরামীর কাজ, কি দরকার আমার?" শুনে ত আমি অবাক্! কাগজওয়ালারা বল্‌ছে হঠাৎ লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে; কিন্তু আমি দেখছি তা ত নয়, দিন দিন তার সব কিছুতেই বৈরাগ্য আসছে, অনুরাগ শুধু ডাক্তার মাইকেল আর তার চিকিৎসার ওপর।"

সহসা ডিমেন বন্ধুকে বলিলেন,—"ডাক্তার মাইকেলের চিকিৎসাটা কি?"

"এ কথা আমি বল্‌তে পারব না। আমি ত তার চিকিৎসাধীন হইনি তবে জানব কি করে! আর তা ছাড়া পঞ্চাশ গিনি ভিজিট দিয়ে শুধু শুধু সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করবারই বা দরকার কি?"

বার্নি চলিয়া গেলে ডিমেন বন্ধুকে বলিলেন,—"কথাগুলো শুনে তোমার কি মনে হয়?"

"দু'কারণে এখনও আমি মনে কিছু করতে পারিনি,—প্রথম কারণ হচ্ছে, কাজের ভিড় দ্বিতীয় কারণ, মনে করবার মত কথার অভাব। কথা শুনতে শুনতে যখন বলবার মত কিছু আমার মনে জমবে তখন এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব।"

ডাক্তারের রোগীগণের উপর অসামান্য প্রতিপত্তির কথাটা ডিমেনের মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, আবাল্য

এই ডাক্তারের সংসর্গে থাকায় দরুণ লিণ্ডার যতটা মানসিক ক্ষতি হইবে বা হইয়াছে ডাক্তারের আর কোন রোগীর ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভাবিতে ভাবিতে ডিমেন ক্রেভান স্কোয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লিণ্ডার দ্বারপ্রান্তে তখন একটা খোলা গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধা লেডী কেরীর সহিত লিণ্ডা আসিয়া গাড়ীতে বসিলেন। গাড়ীখানা তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। লিণ্ডার সহিত ডিমেনের দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য মিলিত হইল। বাহ্যিক কোন শিষ্টাচারের অভিনয় না হইলেও সেই ক্ষণিক দৃষ্টির মধ্য দিয়া পরস্পরের প্রাণের আলাপ হইয়া গেল,—"আমি তোমায় ভালবাসি লিণ্ডা!"

"তা জানি ডিমেন!"

অতুল তৃপ্তি বক্ষে লইয়া ডিমেন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ফিলিক্স কার্য্যের ফেরে সেদিন অধিক রাত্রি অবধি দোকানে থাকিবেন বলিয়া ডিমেন একাকীই আহার সারিয়া লইলেন। তাহার পর যে ঘরে বোট থাকিত সেই ঘরের একটা জানালা খুলিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন; সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকিত নদী রৌপ্য-পাতের মত পড়িয়াছিল, পরপারের বৃক্ষশ্রেণী অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

আজ সহসা ডিমেনের অশান্ত প্রাণে কে যেন শান্তির প্রলেপ দিয়া গিয়াছিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি লিণ্ডার কথাই ভাবিতেছিলেন; সহসা তিনি ডাকিলেন;—"লিণ্ডা—আমার লিণ্ডা!"

পশ্চাতে তাহার পোষাকের শব্দ হইল, মৃদু পুষ্পসারের গন্ধে স্থানটা সহসা ভরিয়া উঠিল কিন্তু ডিমেন সাহস করিয়া পিছন ফিরিতে পারিলেন না—পাছে তাঁহার অনুমান মিথ্যা হইয়া যায়! অকস্মাৎ লিণ্ডার পরিচিত মিষ্টস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—"এই যে আমি ডিমেন!"

মুখ ফিরাইতেই ডিমেন লিণ্ডাকে দেখিতে পাইলেন। চাঁদের আলোয় তাহার অসামান্য সৌন্দর্য্য যেন সহস্রগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

ডিমেনের দিকে একখানি কর প্রসারণ করিয়া লিণ্ডা বলিলেন,—"আমায় আসতে দেখে তুমি সুখী হয়েছ ত ডিমেন?"

"নিশ্চয় সুখী হয়েছি লিণ্ডা!"—বলিয়া ডিমেন তাঁহাকে ব্যগ্র বাহু-পাশে বদ্ধ করিয়া বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিলেন।

"তুমি যে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অস্থির হয়েছ তা আমি বুঝেছিলুম—তোমার ডাকও আমার কাণে গেছল। আজ বিকেলে দেখা হবার পর থেকেই আমি বুঝেছিলুম যে এখনও তুমি আমায় ঠিক তেমনি ভালবাস! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে অতি সহজেই কার্য্যোদ্ধার হয়ে গেল। ডাক্তারের আজ নেমন্তন্ন আছে, শাশুড়ী ঘরে শুয়ে, এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়। চাকর দাসীর চোখ বাঁচিয়ে বেরিয়ে পড়েই একখানা গাড়ী ভাড়া করে একেবারে এখানে চলে এসেছি। মিঃ হাণ্টের সঙ্গে দেখা না করাই আমার ইচ্ছে ছিল তাই তোমার চাকরের মুখে যখন শুনলুম যে তুমি এইখানে এসেছ তখন তাকে খবর দেবার অবসর না দিয়েই আমি সটান এখানে চলে এলুম। কতবার আমি স্বপ্ন দেখিছি, এইভাবে আমাদের দেখা হচ্ছে। চারিদিক স্তব্ধ, চাঁদের আলোয় পৃথিবী পিছলে পড়ছে—আমার জীবনে এমন শুভক্ষণ আর কখনও আসেনি। তোমার কেমন লাগছে?"

প্রত্যুত্তরে [illegible] মুখচুম্বন করিলেন। তাঁহার মনে হইল, লিণ্ডার একটা চুম্বনের মূল্য সারা পৃথিবীর ধন-রত্নেও দেওয়া যায় না—তুচ্ছ গ্রেসাম মুক্তা—তুচ্ছ ডিমেনের সম্পদ!

"তিন বছর আগে আমায় বিয়ে করলে না কেন লিণ্ডা ?"—রমণীর কৃত আর সমস্ত ক্ষতি তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন শুধু এই তিনটা বৎসরের অপব্যয় তিনি কোনমতেই ভুলিতে পারেন নাই।

"বাবা কিছুতে রাজী হলেন না যে! আমিই তাঁর একমাত্র সন্তান, তার ওপর তখন তাঁর অসুখ—"

"এইজন্যে তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করলে? কতটা সময় আমরা বৃথা অপব্যয় করলুম লিণ্ডা! এজন্যে তোমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না?"

"না ডিমেন, এখন আমি বড় সুখী—এখন কোন কিছুর জন্যে কষ্ট করতে আমি রাজী নই। ডিমেন, চল ঐ চাঁদের আলোমাখা নদীতে দু'জনে একটু বোটে করে বেড়িয়ে আসি! তুমি রাজী আছ ত?"

"হ্যাঁ, যদি আগে একটা চুমো দাও!"

প্রগাঢ় প্রণয়ভরে দুইহস্তে ডিমেনের কণ্ঠবেষ্ঠন করিয়া লিণ্ডা তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। অতুল আনন্দের আধিক্যে ডিমেন হাণ্টের কথা—তাঁহার সতর্কতা সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। একখানা বোট জলে নামাইয়া ডিমেন লিণ্ডাকে তাহার উপর উঠাইয়া নিজেও উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর বোটটা জলে ঠেলিয়া দিয়া তিনি লিণ্ডার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

"লিণ্ডা, আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছি, তা নইলে আমার মত অভাগার এত সুখ কি করে হবে?"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে ডিমেন! জীবনের এই অতুল সুখ যদি এক ঘণ্টাও ভোগ করা যায় তবে তার স্মৃতি তোমার হীরে জহরতের চেয়েও মূল্যবান্।" শেষের কথাগুলো শুনিয়া ডিমেন্ চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার স্বপ্ন ও মোহ কাটিয়া আবার দুঃখময় বাস্তব উঁকি মারিল। লিণ্ডার সহিত গতবার সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কোন-

কথা বলিয়া বা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন লাভ নাই ; হয় তিনি মিথ্যে উত্তর দিবেন অথবা বলিবার স্বাধীনতা তাঁহার নাই। এই তিক্ত সত্যগুলা ডিমেন তখনকার মত মন হইতে বিদায় দিলেন। এমন সুন্দর রাত্রিটা প্রশ্ন বা সন্দেহে নষ্ট না করিয়া প্রেমের বিশ্ব-বিজয়ী মোহে কাটাইয়া দিবেন স্থির করিলেন।

"লিণ্ডা, এই দশদিন তুমি আমার কোন খোঁজ খবর নাওনি।"

"আর তুমি ?"

"অবশ্য আমারও দোষ হয়েছে স্বীকার করতেই হবে কিন্তু লিণ্ডা তুমি আমায় সেদিন অমন নিষ্ঠুরের মত তাড়িয়ে দিলে কেন ? তারপর ডাক্তারের সেই চিঠিখানা—তুমি হয় ত জানই না যে ডাক্তার আমায় চিঠি লিখেছেন ?"

লিণ্ডার দৃষ্টিতে বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল,—"আমি জানি।"

"তিনি কি লিখেছেন জান ?"

"কতকটা জানি। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। ডাক্তার বড় ভাল, কিন্তু এখন এসব কথার আলোচনায় কাজ কি ডিমেন ?"

"জানি না আবার কখন তোমার দেখা পাব। আমার সমস্ত প্রাণ তোমাময় হয়ে গেছে তবু একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবার অবধি আমার অধিকার নেই, কি কষ্টকর বল ত !"

"কি বলবে আমায় ডিমেন ? আমি কি করলে তুমি সুখী হবে ?"

"তুমি আমায় বিয়ে করবে শপথ কর !"

"আমি ঠিক ঐ ভয়টাই করছিলুম।"

"ভয় ?"

"হ্যাঁ! এই ত তোমার পক্ষে যথেষ্ট ডিমেন! এতে কি তুমি সুখী নও ?"

"না।"—বলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডিমেন সেই চন্দ্রালোকিতা সুন্দরীর বদন-সুধা ক্ষুধিত ব্যাকুলিত-দৃষ্টিতে পান করিতে লাগিলেন। লিণ্ডা তাঁহার সহিত দৃষ্টি মিলিত করিলেন না।

"এইবার ফিরে চল ডিমেন! আমার শীত করছে, গির্জ্জের ঘড়িতে দশটা বেজে গেল, সাড়ে এগারটার কমে আর বাড়ী পৌঁছিতে পারব না, তার আগেই হয় ত' ডাক্তার বাড়ী ফিরবেন। এখুনি আমার যেতে হবে।"

"ডাক্তারকে তোমার ভয় করে?"

"না, ঠিক তা নয়। আজ দশ বছর ধরে তিনি আমার অভিভাবকের স্থান অধিকার করেছেন, এইজন্যেই তাঁকে চটাতে চাই না।"

"আচ্ছা যদি আমি বলি তুমি আমায় চাও না ডাক্তার মাইকেলকে চাও, তবে তুমি কি উত্তর দেবে?"

একটা আন্তরিক অস্বস্তির ভাব লিণ্ডার সমস্ত মুখখানায় ছড়াইয়া পড়িল।—"এ কথা কেউ জিজ্ঞেস করবে না।"

"এই বুঝি তোমার ভালবাসা লিণ্ডা? একজন ক্রমাগত তোমাকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে আর আমি তাই সহ্য করব তুমি মনে কর?"

"না, তুমি ঠিক বুঝতে পারনি। ডাক্তার আমায় কোনদিন তোমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেননি। আমরা যে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি তা তিনি জানেন, আরও জানেন যে, আমাদের এ নিরাশ-প্রণয়, সেই জন্যেই তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।"

"নিরাশ-প্রণয়! তার মানে?"

এই সময় বোট তীরে আসিয়া পৌঁছিল। ডিমেন নামিয়া লিণ্ডাকে নামাইয়া লইলেন। তাহার পর তিনি ব্যগ্র আলিঙ্গনে তাহাকে বক্ষে

চাপিয়া ধরিলেন। তেমনিভাবে থাকিয়া লিণ্ডা নিম্নস্বরে বলিলেন,—"আমরা পরস্পরকে প্রাণভরে ভালবাসি—এতদিন ধরে সে ভালবাসা একটুও কমেনি ; সেইজন্যই বলছি এখন থেকে আমাদের পরস্পর দেখা না হলেও কোন ক্ষতি হবে না, আমাদের বিয়ে হওয়া অসম্ভব, কেন তা আমায় জিজ্ঞেস কর না।"

"আজ রাত্রির এই ঘটনার পর যতক্ষণ তোমায় বিয়ে করতে না পারি ততক্ষণ আমার মনে তিলমাত্রও শান্তি থাকবে না।"

"সে যে অসম্ভব ডিমেন! এখন আসি।"

অগ্নিকাণ্ডের রাত্রে যে পথে লিণ্ডা পলায়ন করিয়াছিলেন সেই পথ ধরিয়া উভয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। বাড়ীটার উপর দৃষ্টি পড়িতেই লিণ্ডা বলিলেন,—"তুমি বাড়ী মেরামত করাচ্ছ যে!"

"দিন দশেক আগে ঘরটায় আগুন লেগেছিল, তুমি শোননি?"

"কি করে শুনব? তুমি আমায় আর চিঠিপত্র লেখনা ত!"

কোন রমণী যে এমন করিয়া প্রতারণা করিতে পারে ডিমেন তাহা কোনমতেই সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না—বিশেষ লিণ্ডা! কাজেই মুখের কথা মুখে রাখিয়াই ডিমেন চলিতে লাগিলেন। ক্রমে যেস্থানে তিনি পলায়নপর লিণ্ডাকে ধরিয়াছিলেন সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা এইস্থানে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া লিণ্ডা বলিলেন,—"পরশু রাত্রিই যে তোমার জন্মদিন, মণ্টিকার্লোতে একদিন তুমি আমায় বলেছিলে মনে আছে ত?"

"খুব মনে আছে! এখন কিন্তু আমি অন্যকথা ভাবছি।"—কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন,—"একটা অন্ধকারময় রাত্রে এমনি বাগানের পথে, সামান্য বৃষ্টির মধ্যে আমরা ছুটেছিলুম, ফায়ার ইঞ্জিনের মত শব্দ হচ্ছিল; একজন রমণী একটা দীর্ঘ ওভার-

কোটে আপাদমস্তক ঢেকে বুকের কাছে কি একটা চেপে ধরে সেই পোড়া ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটছিল আমি তাকে দেখতে পেয়ে তার অনুসরণ করলুম; সে আরও জোরে ছুটল—আমিও ছুটলুম, তারপর—কি লিণ্ডা, তোমার কি হল হঠাৎ ?”

লিণ্ডা প্রথমে গাঢ় মনোযোগের সহিত ডিমেনের কথা শুনিতেছিলেন—ক্রমে শুনিতে শুনিতে তিনি যেন কি মনে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা যেন তাঁহার সব কথা মনে পড়িল, হস্তপদ শিথিল হইয়া আসিল, সারা দেহ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ডিমেন সময় মত না ধরিয়া ফেলিলে লিণ্ডার সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূলুণ্ঠিত হইত।

ধীরে ধীরে তাঁহার লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তখন একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে লিণ্ডাকে তুলিয়া দিয়া নিজেও উঠিয়া বসিলেন।

ক্রেভেন হাউসের দ্বার প্রান্তে গাড়ী থামিলে ডিমেন নামিয়া লিণ্ডাকে নামাইলেন। ফিরিয়া দেখিলেন ডাঃ মাইকেল দ্বার সন্নিধানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আছেন। ডিমেন তাঁহাকে গ্রাহ্য না করিয়া লিণ্ডাকে বলিলেন,—“তোমায় কষ্ট দিলুম বলে রাগ কর না লিণ্ডা !”

লিণ্ডা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন,—“বিদায় প্রিয়তম !”

তাহার পর লিণ্ডা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে ডিমেন ক্ষুণ্ণমনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ী পুনরায় এলম্ হাউসের অভিমুখে ছুটিল।

প্রভাতে ওয়াটারলু পামী ট্রেনে ডিমেন ও ফিলিক্স সামনাসামনি বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। সহসা কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া ফিলিক্স বলিলেন,—"কালরাত্রে কেউ তোমার কাছে এসেছিল ?"

"হ্যাঁ, এসেছিল একজন ; তার ফলে আমি একটা কথা বুঝেছি।"

"লিণ্ডা কি তোমায় মুক্তোটা ফেরৎ দিতে এসেছিল ?"

"না।"

"তবে দোষ স্বীকার করতে এসেছিল ?"

"ওসব কথার কাল আলোচনাই হয়নি।"

"মানুষের বোকামীর যে সীমা নেই তা তুমি ভাল করেই প্রমাণ করলে, এ সম্বন্ধে কোন কথা আমি বলব না বলে কথা দিয়েছি ; আমি নিজেই অনুসন্ধানের ভার নিয়েছি, তার ফলে এই বুঝেছি যে আগুন লাগানটা আগে থেকেই কেউ ঠিক করে রেখেছিল।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"ঠিক রাত একটার সময় একটা শব্দ শুনে তোমার ঘুম ভেঙে যায়। সেটা আর কিছুই না ন্যাপ্‌থা (naptha) জ্বলে উঠেছিল। পোড়া আসবাব পত্র আর ঘরের মেঝে পরীক্ষা করে গ্রেহাম আর আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি।"

"তা হলে তুমি ডিটেক্‌টিভ গ্রেহামকে এ কাজে লাগিয়েছ ?"

"নিশ্চয়ই ! অপরাধী বেকসুর খালাস পায় এ আমার ইচ্ছে নয়।"

"আমারও তা ইচ্ছে নয়। আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে, গ্রেহামকে দিয়ে ডাক্তার নিকোলার আগেকার জীবন কেমন ছিল খোঁজ নাও।"

"ডিমেন প্রকৃত অপরাধীকে ঢাকতে গিয়ে তুমি যে কত,বড় পাপ করছ তা বুঝতে পারছ না। তুমি লিণ্ডার জন্য কতখানি স্বার্থত্যাগ করেছ তা সে জানে ?"

"না, ও বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।"

"আচ্ছা কাল রাত্তিরে কিসের কথা হচ্ছিল বল ত ?"

মৃদু হাস্য করিয়া ডিমেন বলিলেন,—"আমি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম।"

"তুমি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে ? এমন বোকামীর চরম আমি তোমার মত পাগলের কাছ থেকেও আশা করিনি। সে কি বল্লে ?"

"সে রাজী হল না, কিন্তু যেমন করে হক আমি তাকে বিয়ে করবই !"

"তুমি কি মনে কর বছরে পোনেরো হাজার পাউণ্ড আর লেডী কেরীর জমীদারী দেখাশুনো করার লোভ সম্বরণ করে ডাক্তার তোমার বিয়ে করতে মত দেবে ?"

"এমন সময় আসবে যখন সে আমায় কোন কিছুই দিতে অস্বীকার করবে না, তা দেখো তুমি ফিলিক্স !"

"ভয় দেখিয়ে না কি ?"

"এখনও সে সময় আসেনি।"

কালভার্ট ষ্ট্রীটে পৌছিয়া তাঁহারা ডাক্তার মাইকেলের ভৃত্যাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। লোকটা "ফিলিক্স-হাণ্ট স্কোয়ারের" নামে একখানা চিঠি আনিয়াছিল। ডাক্তার চিঠিখানায় লিখিয়াছিলেন 'কতকগুলা জিনিষ হাণ্টকে দেখাইয়া সেগুলার মূল্য নির্দ্দেশ করা আবশ্যক সুতরাং যদি হাণ্টের অসুবিধা না হয় তবে সকালের দিকে তিনি যেন একবার ক্রেভান হাউসে গিয়া ডাক্তারকে বাধিত করেন।' চিঠিখানা ডিমেনকে দিয়া তিনি বলিলেন,—"না যাওয়াটা ভাল দেখায় না।"

"নিশ্চয়ই না! তবে লোকটা যা কারণ দেখিয়েছে এটা নিতান্তই বাজে! পুরণো জিনিষ চিনতে বা তার দাম ঠিক করতে সে আমাদের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। এটা শুধু বাড়ীতে নিয়ে যাবার একটা অছিলে।"

"তোমার সঙ্গে এখানটায় আমি এক মত হতে পারলুম না। তবে একথাটা কথা ঠিক যে; লেডী কেরীর সঙ্গে যে যে আছে সকলকেই সন্দেহের চোখে দেখা উচিত।"—বলিয়া ফিলিক্স ডাক্তারের ভৃত্যকে বলিয়া দিলেন যে তিনি বেলা এগারোটার সময় তাহার মনিবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন।

ভৃত্য ডেট্রিচ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

ফিলিক্স যখন ক্রেভেন হাউসে উপস্থিত হইলেন তখন ডাক্তারের চিকিৎসাগারের দ্বারপ্রান্তে একখানা ব্রুহাম গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। ফিলিক্স দেখিলেন, লণ্ডনের বিখ্যাত অভিনেতা রাসটন গ্রেভিস ডাক্তারের ডিসপেনসারী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ফিলিক্সের মনে পড়িল, রাসটন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিয়া কর্ম্মাক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু আজ তাঁহার দৈহিক যে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন তাহাতে তিনি কোনমতেই বিস্ময় দমন করিতে পারিলেন না। গ্রেভিসের চক্ষুতে উদাস-বিহ্বল দৃষ্টি, মুখখানা মৃতের ন্যায় পাংশুবর্ণ, সমস্ত দেহটা শুষ্ক ফলের ন্যায় কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল। সহিস তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিল। গাড়ীখানা চলিয়া গেল।

ফিলিক্স ঘণ্টার দড়ি টানিবামাত্র একখানা ভিক্টোরিয়া গাড়ী আসিয়া সদর দ্বারে থামিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী হইতে লেডী কেরী শাশুড়ী বধূ নামিলেন। লিণ্ডার সহিত হাণ্টের কথা কহিবার প্রবৃত্তি ছিল না কিন্তু শিশু-সুলভ সারল্যমাখা হাস্য করিয়া লিণ্ডাই সর্ব্বপ্রথমে

আসিয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন,—"মিঃ হান্ট যে! এ কি সৌভাগ্য!"

"হ্যাঁ, ডাক্তার একটা কাজের জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"বটে! কই আমায় ত এ সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেননি? তা যাই হোক, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আগে আমারও একটা কাজ আছে। এইমাত্র আমি একটা জিনিষ কিনে এনেছি সেইটা আপনাকে দেখাতে চাই—আপনার মতামত জানতে চাই।"

ফিলিক্সের নিকট লিণ্ডাকে মূর্ত্তিমতী সর্ব্বনাশী বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার কথাটার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই লিণ্ডা সায়ারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার বন্ধু মিঃ সায়ার কেমন আছেন?"—ডিমেনের কথা বলিতে গিয়া লজ্জায় তাঁহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, চক্ষে স্নিগ্ধ প্রেমের দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।

ফিলিক্সের অসহ্য বোধ হইল। এ কি মানুষ গা! এমন দানবীকে কাঁটা দিয়া পুতিয়া ফেলিলে তবে রাগ যায়।

সদর দ্বার খোলার সঙ্গে সঙ্গে লেডী কেরীও তাঁহাদের সহিত একত্রে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। লেডী কেরী যেন জীবন্মৃতা হইয়াছিলেন; সারাদিন শুধু শরীরের তদ্বির করিতেই কাটিয়া যাইত। ফিলিক্সকে বলিলেন,—"দশটার আগে আমি বিছানা ছেড়ে উঠি না। আজ শুধু বৌমার জন্যে উঠতে হয়েছিল; এখন বুঝতে পারছি কাজটা মোটেই ভাল হয়নি। তা ছাড়া দু'ঘণ্টা অন্তর আমার অষুধ খাবার কথা, সাড়ে আটটায় একবার খেয়েছিলুম, সাড়ে দশটায় আর একবার খাবার কথা।"

লিণ্ডা বলিলেন,—"এখন সেইটা খান না!"

"না মা, তাকি হয়, এখন এগারোটা বেজে দশ মিনিট হয়েছে—চল্লিশ

মিনিট দেরী হয়ে গেছে। তারপর আজকে রোদ্দুরের বেশ জোর থাকলেও সকালের দিকটায় কেমন একটু ঠাণ্ডার ভাব ছিল, সেই কারণেই সকালে বেরুণোটা আমার মোটেই ভাল হয়নি ; তার ওপর দোকানে যে ভেপ্‌সুনি লোকের ভিড় ! ভিড় আমি মোটেই ভালবাসি না, কে জানে তার ভেতর কতজন হয় ত ছোঁয়াচে রোগ থেকে উঠেছে !"

ফিলিক্স বলিলেন,—"তাত বটেই ! ঠিক কথা !"

লিণ্ডা তখন পুলিন্দা খুলিতে ব্যস্ত। সেটা খোলা হইলে তিনি বলিলেন,—"দেখুন ত মিঃ হাণ্ট, জিনিষটা কি রকম ?"

সেটা একটা কাঁচের বাক্সের মধ্যে অতি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত বাক্স। চতুর্দ্দিক ব্রহ্ম-অক্ষরে কি কতকগুলি কোঁদা ছিল। ডালার উপর নয়টী বিভিন্ন প্রকারের উজ্জ্বল বৃহৎ প্রস্তর বসান।

"ওঃ ! এর নাম হচ্ছে নৌরাটান ( Nau-rat-an ) অতি সুন্দর এটা দেখছি, আর খুব প্রাচীন জিনিষ বলেই মনে হচ্ছে ! দেখি দেখি !"

"এই যে দেখুন না। কাঁচের বাক্সটা এটার চেয়ে বড় শুধু এটাকে কোন কিছু অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষে করবার জন্যে ! জেডের ওপর খুঁদতে হলে এক হীরে ছাড়া আর কিছু দিয়ে হবার যো নেই, আর শুনলুম কাজটা তিন পুরুষে শেষ করেছিল। ব্রহ্মরাজ থিবোর বাড়ী লুটের সময় এটা পাওয়া যায়। সেখানকার লোকে এটাকে দেবতার মত পূজা করত। কাল শুনলুম মার্কুইস অফ্ লাফবরোর জিনিষের সঙ্গে এটা বিক্রি হবে, তাই আজ সকালেই গেছলুম !"

"এ নিয়ে আপনি কি করবেন ? হাজারে একজনও যে এর দাম বুঝবে না ?"

"তা বটে ! কিন্তু যাঁকে দেব বলে এনেছি—তিনি বুঝবেন।"

"ডাক্তার মাইকেলের কথা বলছেন ?"

"না, আমি আপনার বন্ধু মিঃ সায়ারের কথা বলছি।"

ফিলিক্সের মুখে একটা সন্দেহের ছায়া পড়িল,—"তাঁরই জন্যে এটা কিনেছেন?"

"হ্যাঁ, আপনি জানেন নিশ্চয়ই, কাল তাঁর জন্মদিন, সেইজন্যেই এটা উপহার দেব।"

"না, আমি তা জানতুম না। পুরুষের মধ্যে উৎসবের কথার আলোচনা বড় একটা হয় না।"

এই সময় বিপুল তৃপ্তিভরে বৃদ্ধা লেডী কেরী :বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে ডাক্তার মাইকেল এসেছেন! দেখুন ত ডাক্তার আমার হাতটা, একবার থারমোমিটারটাও দিয়ে দেখুন, সকালে বেরিয়ে আমার অসুখ বাড়েনি ত?"

ফিলিক্স দেখিলেন, গত এক মাসে ডাক্তারের দেহে বার্দ্ধক্য অনেকটা প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল। তাহার মস্তক ও শ্মশ্রুতে অনেকগুলা কেশ ধবল হইয়া গিয়াছিল। তিনি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় সৌজন্য ভরেই হাণ্টকে সম্ভাষণ করিলেন তাহার পর লিণ্ডার ক্রীত বাক্সটার শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহার পর ডাক্তার লেডী কেরীকে শান্ত করিলে লিণ্ডা বলিলেন,—"আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে ডাক্তার! সকাল থেকে খুব খাটছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ লিণ্ডা, সমস্তক্ষণটা খাটতে হয়েছে। বাইরে ক'টা রোগী দেখে এসে দেখি একজন রুগী বসে আছেন।"

"আমি এসে দেখলুম তিনি চলে যাচ্ছেন—আপনার .এ রুগীটী অভিনেতা রাসটন গ্রেভিস না?"

"হ্যাঁ সেই বটে! লোকে যদি ডাক্তারের কথা না শুনে, তার উপদেশ না মেনে ইচ্ছে করে কষ্ট পায় তবে সেজন্যে কে দায়ী বলুন ত?"

ফিলিক্সের মনে হইল, ডাক্তারের রোগী-ভাগ্য মোটেই ভাল নয়। যাহার চিকিৎসাতেই তিনি হস্তক্ষেপ করেন তাহারই অনিষ্ট হয়;— কিন্তু কেন? সহসা একটা সন্দেহ ফিলিক্সের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভিতরে কোন গুহ্য রহস্য নাই ত? কথাটা মনে হইতেই তিনি সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উভয় লেডী কেরীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। রমণীদ্বয়ের চোখ দেখিয়া এবং দেহের অস্বাভাবিক স্বচ্ছ ভাব দেখিয়া তাঁহার এই সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। এ কি ব্যাধি আরোগ্য করা না ব্যাধি সৃজন করা, কে বলিবে? ডাক্তার তখন লিণ্ডার মুখে জেডের বাক্সটার ইতিহাস শুনিতেছিলেন; এই অবসরে ফিলিক্স তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তাঁহার মনে হইল, ডাক্তারের যেরূপ মুখের গঠন তাহাতে তাঁহার সাঙ্ঘাতিক লোক হওয়া কিছুমাত্রও বিচিত্র নহে কিন্তু তিনি কি সত্যই সেরূপ ভয়াবহ জীব? ডিমেনের উপকারার্থ এ বিষয়ে তিনি অনুসন্ধান করিবেন স্থির করিলেন। "ডাক্তার, শুনেছি আপনার পাতালে রুগী দেখবার ঘরটা অতি চমৎকার একবার সেটা দেখতে পাই না কি?"

"সাধারণতঃ রুগী ছাড়া আর কাউকে আমি সেখানে যেতে দিই না। তবে আপনি যদি বলেন ত দেখাতে পারি। বাজার গুজব, যে সে ঘরের আসবাব পত্র নিরেট সোণার আর চাকর হচ্ছে আরব কৃতদাসী। আমার রোগিণীদের চিকিৎসা তাঁদের বাড়ীতেই করি; সেইজন্যে তাঁরাই প্রথম কল্পনা-প্রসূত এই গুজব রটিয়েছেন। চলুন, আগে আপনাকে জিনিষগুলো দেখাই তারপর আমার চিকিৎসাগার দেখাব।"

ফিলিক্স উঠিয়া দাঁড়াইলে লিণ্ডা বলিলেন,—"মিঃ হাণ্ট, এ বাক্সটা সম্বন্ধে আগে থেকে মিঃ সায়ারকে কোনকথা বলবেন না,

আমি হঠাৎ পাঠিয়ে তাঁকে আশ্চর্য্য করে দেব। আর, দেখুন, বাক্সটা গেলে মিঃ সায়ার যাতে নিজের হাতে পুলিন্দা খোলেন সে ব্যবস্থা করবেন।"

"আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব।"

## ( ১৫ )

ডাক্তার মাইকেলের ঈপ্সিত দ্রব্যগুলা ফিলিক্সকে দেখান হইলে সহসা ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন,—"আমার বিশ্বাস, আপনি আমার চিঠি পেয়ে বুঝেছিলেন যে কোন দরকারী কথা আমি বলব?"

ফিলিক্স সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"দরকারী কথা কি এ সখের জিনিষ সম্বন্ধে?"

"না, যে বিষয় আমি জানি, সেই মানব স্বভাবই তার প্রকৃতি সম্বন্ধেই আলোচনা করতে চাই; অর্থাৎ লিণ্ডা কেরীর সম্বন্ধে কোন কথা বলতে চাই।"

"আমাকে! লিণ্ডা কেরীর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না—"

"শুধু জানেন না নয়, তাকে দেখতে অবধি পারেন না! না, মিঃ হাণ্ট, অনর্থক সত্যের অপলাপ করে লাভ কি? আমি লক্ষণ দেখেছি। আর আপনি তাকে দেখতে পারেন না বলেই আপনার সঙ্গে কথাটার আলোচনা করব স্থির করেছি।"

"আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পার্‌লুম না।"

"লিণ্ডা কেরীর বাপ যখন তাঁকে আমার হাতে দিয়ে মরেণ তখন আমার হাতে তাঁকে দেবার মানে আমি লিণ্ডার গুহ্য কথা জানি—এই জন্যই লিণ্ডা নিজেও সেকথা সম্পূর্ণ জানেন না; আজ আমি আপনাকে সেই কথা বলব বলেই ডেকেছি।"

"এ গুহ্য কথা আমায় জানাবার মানে কি বুঝতে পারছি না।"

"এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আপনি মিঃ সায়ারের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁর জন্যেই এ কথাটা আপনাকে জানান দরকার।"

"এ ক্ষেত্রে মিঃ সায়ারের সঙ্গে কথা কইলেই ভাল হত না?"

"না না, মিঃ সায়ার অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, তার ওপর তিনি প্রেমে পড়েছেন। তাঁর মত ব্যাধি-গ্রস্থ লোকের সঙ্গে কোন কিছুর তর্ক করা অনর্থক।"

"প্রেমে পড়া কি একটা ব্যাধি বলতে চান?"

"সাধারণতঃ যে অবস্থাটাকে লোকে প্রেমে পড়া বলে, সেটা হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার চিহ্ন। এতে শরীর আর মন দুই আক্রান্ত হয়। ধরুন কেউ যদি একখানা পাথরকে হীরে বলে ভ্রম করে, নিজেকে সম্রাট বলে মনে করে তবে লোকে তাকে পাগল বলে হাততালি দিয়ে অস্থির করে তোলে কিন্তু আর একজন যে একটা অতি সাধারণ মেয়ে মানুষকে দেবী বলে মনে করছে, নিজেকে অসীম সুখী বলে ভাবছে, আর সারা পৃথিবী তাকে সহানুভূতি দেখাচ্ছে কারণ সে পাগল নয় সে প্রেমিক! কিন্তু বাস্তবিক দেখতে গেলে, একই অবস্থার আমরা দুটো ভিন্ন নাম-করণ করেছি।"

"আমার মতটা অতি পরিস্কার ভাবে ব্যক্ত করলেন, কিন্তু—"

"থামলেন কেন, যা বলবার খুলে বলুন!"

"আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি যুবক, দেখতেও তত ভাল নই, আর তা ছাড়া এতটা কাল আমি শুধু পড়া আর কাজ নিয়েই পড়ে আছি, কিন্তু আপনার ত সে অবস্থা নয়!"

সহাস্যে ডাক্তার বলিলেন,—"না মিঃ হাণ্ট, রমনীর মত তুচ্ছ জিনিষে আমার মন মজে না।"

কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরবে কাটিয়া গেল। তাহার পর ডাক্তার বলিলেন,—"যাক ও কথা, এখন মিঃ সায়ারের কথাই বলি। আমি যদি তাঁকে এ কথাটা বলতে যেতুম তাহলে তিনি হয় ত শুনতেই চাইতেন না, কিম্বা শুনলেও হয়ত বিশ্বাস করতেন না। তাঁর বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় কোনকিছু বোঝবার ক্ষমতা তাঁর নেই! দিন দু'য়েক আগে তাঁকে আমি যে চিঠি লিখেছিলাম সেটা আপনি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ দেখেছি।"

"আপনারা নিশ্চয় ভেবেছেন যে, পাছে আমার আর্থিক ক্ষতি হয় সেইজন্যেই এ বিয়েয় আমার অমত, কেমন?"

"হ্যাঁ কতকটা সেই রকমই আমাদের মনে হয়েছিল।"

"তাই স্বাভাবিক বটে! অপক্ষপাত ভাবে কথাটা ভেবে দেখলে বুঝতে পারতেন যে, যে রোগীগুলোকে আমি রোজ তাড়িয়ে দি তাদের না তাড়ালে আমার পয়সা খায় কে? আর তা ছাড়া একজন দায়িত্ব জ্ঞানহীন রমণীর চিকিৎসার ভার নেওয়াটাও কোনমতে সুখের নয় তা আপনি জানেন!"

"লিণ্ডা কেরী দায়িত্ব জ্ঞানহীন? তবে কি উনি পাগল?"

"না ঠিক পাগল বলা যায় না। এইমাত্র বলেছি, আপনার বন্ধু মিঃ সায়ার পাগল; লেডী কেরী সম্বন্ধে তিনি এ অবস্থায় যা কিছু করবেন সেটা পাগলামী ভিন্ন আর কিছু নয়। লেডী কেরীর অবস্থা অন্য রকম; তাঁর জীবন দু'ভাগে বিভক্ত। যখন সজ্ঞানে থাকেন তখন বড় সুন্দর মানুষ; কিন্তু স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় যখন থাকেন তখন সে এক ভিন্ন প্রকৃতির লোক। সে সময় এমন দুষ্কর্ম্ম নেই যা উনি করতে পারেন না। আরও ভয়ের কথা এই যে, জ্ঞান ফিরে এলে আর কোন কিছুই ওঁর মনে থাকে

না। উনি যেন একই দেহে দেবী ও দানবী। ছেলে বেলায় পড়ে গিয়ে মাথায় একটা ভয়ানক দরদ লাগে, সেই থেকেই এই রকম হয়েছে। এখন বুঝতে পারছেন বোধ হয়, কেন আমি এ বিয়ে হতে পারে না লিখেছিলুম ?"

## ( ১৬ )

"এই আমার পাতালপুরের চিকিৎসাগার !"—বলিয়া ডাক্তার একটী দ্বারের চাবি নিঃশব্দে খুলিয়া ফিলিক্সের সহিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন ! কক্ষটা চন্দ্রালোকের মত স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত; চতুর্দ্দিকের বায়ু হাল্‌কা ও সৌগন্ধময়। ইবনি কাঠের দ্বারগুলা ঝিনুকের কাজ করা। নাতি উচ্চ আরাম কেদারাগুলা কোমল গদি আঁটা। স্বর্ণ রৌপ্যের প্রাচীন ভারতীয় অস্ত্র-শস্ত্র দেওয়ালের গায়ে সাজান ছিল। উভয় কক্ষে তিনটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। দুইটী মূর্ত্তি একটী সুদৃশ্য কাচের আলোক ধারণ করিয়াছিল; তাহা হইতে স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা বাহির হইয়া উভয় কক্ষ আলোকিত করিতেছিল। তৃতীয় মূর্ত্তিটী ধ্যানমুগ্ধ বুদ্ধদেবের—মুখে তাঁহার স্নিগ্ধ শান্তি ভরা হাস্য ! এই মূর্ত্তিটী একটী দ্বিরদ-নির্ম্মিত সিংহাসনের উপর সংস্থাপিত। পার্শ্বের কক্ষে একটী ফোয়ারা হইতে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল—তাহা হইতে একটা সুর উঠিয়া সমস্ত কক্ষটিকে গীত-মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। কক্ষদ্বয়ের মেঝেয় পুরু গালিচা বিস্তৃত। সমস্ত কক্ষটা স্বপ্নপুরীর মত স্নিগ্ধ—শান্ত—আরামপ্রদ ! কক্ষে প্রবেশ করিলেই একটা নিদ্রালস ভাব স্বতঃই আসিয়া আক্রমণ করে। বহির্জগতের সহিত তাহার যেন কোন সম্পর্কই ছিল না !

কিয়ৎক্ষণ অবধি আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক দেখিয়া ফিলিক্স বলিলেন,—"আপনার চিকিৎসা-পুস্তকাগার কোথায় ? রোগীরা যন্ত্রণা-

কাতর মুখে কোথায় বসে অপেক্ষা করে? রোগীদের কাটা ছেঁড়াই বা করেন কোথায়? কোনখানে বসে আপনি ব্যবস্থাপত্র লেখেন?" এখানে ত ডাক্তারখানার কিছুই দেখছি না!"

"ঐ ত মজা, আমি ওসব কিছু রাখি না। আমার কাজ হচ্ছে, স্নায়ুর যাতনা নিবারণ করা, সেগুলাকে কাটা-ছেড়া করবার কোনই দরকার নেই! আমার রোগীরা যাতনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বপ্নাবিষ্ট—মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে।"

"আফিংয়ে ত একাজ হতে পারে!"—ডাক্তার এতক্ষণ তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, এইবার সিগারেট বাহির করিবার জন্য হাত-খানা সরাইয়া লইলেন। ফিলিক্সের মনে হইল যেন একটা তুষার-শীতল-পর্ব্বতভার তাঁহার স্কন্ধ হইতে অপসৃত হইল। সে হস্তস্পর্শে যেন তাঁহার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছিল। কক্ষটা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া ফিলিক্সের মনে হইল, লোকটা বোধহয় একটা অহিফেনের আড্ডা—অহিফেনের নেশায় লোককে মত্ত করাই তাহার কার্য্য! একথা সত্য হইলে ডাক্তারের রোগীদিগের সেই বিহ্বল ভাবের একটা কারণ বোঝা যায়? কিন্তু দুঃখের বিষয়, সারা কক্ষটায় ফিলিক্স অহিফেনের চিহ্ন অবধি আবিষ্কার করিতে পারিলেন না—তাঁহার সন্দেহ প্রতীতিতে পরিণত করিবার মত কোন প্রমাণই তিনি পাইলেন না!

ডাক্তার বলিলেন,—"স্নায়ুর রোগে আমি আফিংএর ব্যবস্থা করি না; অবশ্য সব জিনিষের ব্যতিক্রম আছে। যাক্ এখন আপনার ডাক্তারী বক্তৃতা শোনবার আমার অবসর নেই, অনেকগুলো কাজ এখনও বাকী। তবে আপনি আজ এখানে আসার দরুণ আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ জানবেন। আর লিণ্ডা কেরীর সম্বন্ধে যে কথা বল্লাম, আপনার বন্ধু মিঃ সায়ারকে সে কথাগুলো জানাতে ভুলবেন না।"

কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পরবর্ত্তী হল ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র ডাক্তার বিস্ময়-সূচক শব্দ করিয়া ফিলিক্সকে কতকটা জোর করিয়াই পুনরায় পাতালপুরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিলেন,—"একটুখানি অপেক্ষা করুন। ভুলক্রমে একজনকে হল ঘরে আস্‌তে দিয়েছে তাকে আগে বিদেয় করি।"—বলিয়া তিনি দ্বারটা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই অবসরে ফিলিক্স আগুন্তককে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলেন।

আগুন্তক কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদধারিণী রমণী—অনুনয়ের ভঙ্গিতে তিনি উভয় কর যুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দেখিবার জন্য ফিলিক্স নিঃশব্দে দ্বারটী ঈষৎ উন্মুক্ত করিতেই উভয়ের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। ডাক্তার তীব্র ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে আদেশ করিতেছিলেন আর রমণী একান্ত অনুগতার ন্যায় কাতর অনুনয় করিতেছিলেন।

"বাড়ী যাও বলছি! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ মিসেস বুলার? কেন তোমায় ত আগেই বলেছিলুম, এখানে তোমার চিকিৎসা আমি করব না।"

"এখুনি যাবেন ত? সকাল থেকে আপনাকে তিনবার টেলিগ্রাম করেছি।"

"আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলুম।"

"কেন আপনি যেতে চান্ না? কত টাকা পেলে যাবেন?"

"মেয়ে রুগী আমি পছন্দ করি না; এম্‌নিই যা রুগী জমেছে তাই দেখে উঠতে পারছি না। আমার নিজের শরীরটাও ত দেখতে হবে। যে বিজ্ঞানের কাজে আমি আত্মোৎসর্গ করেছি জগতের সমস্ত সম্পদ দিয়েও তা থেকে আমায় টলাতে পারবে না। পুরুষ রুগীর

কাছ থেকে মেয়েদের চেয়ে বেশী টাকা পাওয়া যায়। তোমার কাছে ত দু'হাজার পাউণ্ড পাওনা রয়েছে, সেটা না পেলে আমি আর তোমার চিকিৎসায় হাত দেব না। যাও, এখন বাড়ী চলে যাও!"

"আমি যাচ্ছি। আপনি যখন বলছেন তখন আমায় যেতেই হবে কিন্তু ধারটা শোধ করে যাব। আপনি এই কথা বলবেন জেনেই আমি টাকাটা সঙ্গে করে এনেছি। এই নিন টাকা! বিকেলে তিনটে নাগাদ একবার যাবেন ত?"

"সে দেখা যাবে; আর এককথা, এখানে সঙ দেখাতে আর কোনদিন এস না, বুঝেছ? যাও এখন!"

তাহার পর পোষাকের খস খস শব্দে ফিলিক্স বুঝিলেন রমণী চলিয়া গেলেন। ডাক্তারের এইরূপ ব্যবহারে বিরক্ত ও বিস্মিত ফিলিক্স পুনরায় নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

## ( ১৭ )

ক্রেভান হাউস হইতে ফিরিবার সময় ফিলিক্সের কেবলই মনে হইতেছিল,—এসবের মানে কি? রমণীর সহিত ডাক্তারের কথা কহিবার ভঙ্গিমাটায় রহস্য যেন সহস্র গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। ধনী রোগিণীর সহিত ডাক্তারের এই ব্যবহারটা একান্ত বিস্ময়জনক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। লোকে পালিত কুকুরের সহিতও এতটা রূঢ় ব্যবহার করে না। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, রমণী অরূঢ়ভাবে অপমানিত হইয়াও বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিল না, অধিকন্তু পুনরায় ডাক্তারকে যাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল! ডাক্তার কি চিকিৎসা করেন যাহাতে রোগীগণ এমন ক্রীতদাস হইয়া পড়ে! লোকটার নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত

ক্ষমতা আছে যাহার দ্বারা সে লোকগুলার দেহমন এভাবে অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু কি সেটা?—সম্মোহন বিদ্যা? ডাক্তার যে সম্মোহন বিদ্যায় নিপুণ তাহা তাঁহার কণ্ঠস্বর, দৃষ্টি ও স্পর্শ হইত স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সম্মোহন বিদ্যায় ত সম্মোহিত ব্যক্তি প্রীতিলাভ করে না, তবে?

পুনরায় অহিফেনের কথাটা তাঁহার মনে পড়িল। কিন্তু যে অহিফেনের নেশায় মত্ত হইবে সে ত ডাক্তারের বিনা সহায়তাতেও আপনার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারে। লেডী কেরী ত দশ বৎসর ডাক্তারের চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন, কই তাঁহাকে ত অহিফেনসেবী বলিয়া মনে হয় না। তাহার পর তাঁহার মনে হইল, লিণ্ডার সম্বন্ধে ডাক্তার যে কথাগুলো বলিলেন তাহা কতদূর সত্য? ডাক্তার মাইকেল লিণ্ডার যে ব্যাধি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ফিলিক্স চিকিৎসা পুস্তকে সেরূপ ব্যাধির সত্ত্বা দেখিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত লিণ্ডার কৃতকার্য্যগুলিরও ইহা হইতে কতকটা কারণ বুঝিতে পারা যায়, এইজন্যই ফিলিক্স সে সময়ে কথাটা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এখন কিন্তু তাঁহার সন্দেহ হইতেছিল যে মুক্তা অপহরণের একটা কারণ দর্শাইবার জন্যই হয়ত বা ডাক্তার এ কথাগুলা বলিলেন!

ফিলিক্স মনে মনে ভাবিলেন,—"ডিমেন বোধহয় সত্যি কথাই বলেছিল, ডাক্তারের পূর্ব্ব ইতিহাস জানতে পারলে বোধহয় সত্য আবিষ্কার করা কষ্টকর হবে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস লিণ্ডা হয় পাগল আর না হয় ডাক্তারের সঙ্গে সড়ে কাজ করে; তা যদি হয় তাহলে বেচারা ডিমেন ত মারা যাবে দেখছি!"

একটা হোটেলে বৈকালিক আহার সারিয়া ফিলিক্স সন্ধ্যা অবধি পথে পথে ঘুরিলেন। পার্থিনন থিয়েটারের সম্মুখে একদল লোক ভিড়

করিয়া দাঁড়াইয়া সন্থ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন পাঠ করিতেছিল। ফিলিক্স বিজ্ঞাপনটার দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইলেন, বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, "প্রধান অভিনেতা ও ম্যানেজার মিঃ রাস্টন গেভিস সহসা অসুস্থ হওয়ায় সেদিন 'হ্যামলেট' অভিনয় বন্ধ রহিল।"

চিন্তিতমুখে পথের দিকে চাহিতেই ফিলিক্স দেখিলেন, ডাঃ মাইকেল একখানা ভিক্টোরিয়া গাড়ীতে করিয়া কোথায় যাইতেছেন! পার্থিনন থিয়েটারের বিজ্ঞাপনটা দেখিতে দেখিতে তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু ফিলিক্সকে দেখিতে পাইলেন না। ফিলিক্স দেখিলেন, ডাক্তারের শকট তাঁহার প্রিয় রুসীয় ভৃত্য ডেট্রিচ চালাইতেছে।

ফিলিক্স সহসা একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকিয়া ডাক্তারের অনুসরণ করিলেন। ডাক্তার একটা গহনার দোকানে নামিয়া একটী সুন্দর হীরক ও চুণি বসান সর্পাকৃতি ব্রেসলেট ক্রয় করিলেন। তাহারপর ডাক্তারের গাড়ী একটা ফুলের দোকানের সম্মুখে গিয়া থামিল! ফুলওয়ালা ডাক্তারকে একটা সুবৃহৎ গোলাপের তোড়া বিক্রয় করিল।

রমণী অনাসক্ত ডাক্তারকে ফুল ও গহনা কিনিতে দেখিয়া ফিলিক্সের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; অতঃপর তিনি কোথায় গমন করেন উৎসুক চিত্তে তিনি তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর ডাক্তারের শকট একটা গীতশালায় আসিয়া দাঁড়াইল। ফুল ও গহনা লইয়া ডাক্তার নামিয়া গেলেন।

ফিলিক্স শকট ত্যাগ করিয়া একখানা প্রোগ্রাম ক্রয় করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এখানে যে ডাক্তার কেন আসিলেন তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রোগ্রামটা দেখিতে দেখিতে সহসা তিনি দেখিতে পাইলেন, বিখ্যাত রূপসী স্পেনদেশীয় নর্ত্তকী লা-কেরীটার নৃত্যকলা সর্ব্বশেষে প্রদর্শিত হইবে!

ফিলিক্স নানা চিত্রের দোকানে এই স্পেনীয় নর্ত্তকী লা-কেরীটার চিত্র দেখিয়াছিলেন। রমণীর নৃত্যকলা আহা-মরির উপযুক্ত না হইলেও তাহার অতুল রূপরাশির জন্য দর্শকের ভিড় হইত।

একখানা অডিটোরিয়ামের টিকিট লইয়া হাণ্ট ভিতরে গিয়া বসিলেন। চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন ডাঃ মাইকেল একটা বক্সে আসন গ্রহণ করিয়াছেন; চেয়ারে ঠেস দিয়া মুদ্রিত চক্ষে তিনি স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখখানা উৎকণ্ঠা পূর্ণ, বার্দ্ধক্যের ছায়া সেখানে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল। সহসা ফিলিক্সের মনে পড়িল ডাক্তার মিসেস বুলারকে বলিয়াছিলেন,—"যে বিজ্ঞানের কাজে আমি আত্মোৎসর্গ করেছি জগতের সমস্ত সম্পদ দিয়েও তা থেকে আমায় টলাতে পারবে না।"

এই সময় একজনকে ষ্টলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ফিলিক্স চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন আগুন্তক তাঁহার অপরিচিত শুধু তাহার আকৃতির সৌসাদৃশ্য দেখিয়া তিনি ভ্রম করিতেছেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার দৃষ্টিবিভ্রম নহে, সত্যই ফিলিক্স হাণ্ট দেখিলেন সম্মুখে তাঁহার বন্ধু ডিমেন সায়ার একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিলেন!

তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে ডিমেনও তাঁহার মতই ডাক্তারের অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। ডিমেনের অসাবধানতা দেখিয়া তাঁহার বিরক্তির অন্ত রহিল না। ফিলিক্স একটা থামের পার্শ্বে আত্মগোপন করিয়া ডাক্তারের দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা কারয়াছিলেন কিন্তু ডিমেন সেরূপ কিছুই করেন নাই, সম্মুখেই একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছিলেন এবং একটা অপেরা গ্লাস চোখে দিয়া তিনি একদৃষ্টে ডাক্তারের দিকে চাহিয়াছিলেন। চোখ হইতে অপেরা গ্লাসটা নামাইতেই

ফিলিক্সের উপর তাঁহার নজর পড়িল সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন,—"তুমি যে এখানে ফিলিক্স ? কি করে তুমি জানতে পারলে যে ডাক্তার এখানে আসবে ? ক্রেভেন হাউসে বলেছিল বুঝি যে লা-কেরীটার কাছে আসবে ?"

"না, পথে তার সঙ্গে দেখা হয়। তারপর তাকে গয়না আর ফুল কিনতে দেখে কৌতুহলভরে আমি তার অনুসরণ করেছিলুম।"

"আমি একটা লোক লাগিয়ে জানতে পারি প্যারী থেকেই ডাক্তার মেয়েটার পিছু নিয়েছে, নিত্যি নতুন উপহার দেওয়া চলছে। এখানে আসা অবধি ডাক্তারের কোনদিন থিয়েটারে আসা বাদ যায়নি। মেয়েটা কিন্তু ডাক্তারকে পোঁচেও না, একটা গ্র্যাণ্ড অক ডিউক-টিউক পাকড়াবার ফিকিরে ঘুরছে।"

"তুমি এমন সামনে বসলে কেন ? লোকটাকে কি একটুও ভয় কর না ?"

"এতদিনে তুমি চিনেছ দেখছি। ঐ নাও কেরীটা বেরিয়েছে।"

লা-কেরীটা সুন্দরী হইলেও তাহার যৌবন-স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছিল। সেইজন্যই সাধারণ দর্শক তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেও তাহার চরণে আত্ম বিক্রয় করিতে উদ্যত হইত না। একজন লোক একটা রক্ত গোলাপের তোড়া তাহাকে উপহার দিল, রমণী মধুর হাস্য করিয়া সেটা গ্রহণ করিয়া ডাক্তারের আসনের দিকে চাহিল। দ্বিতীয়বার সে যখন বাহির হইল তখন তাহার সুগোল হস্তে ডাক্তারের ক্রীত সর্পাকৃতি ব্রেসলেট শোভা পাইতেছিল।

ফিলিক্স বলিলেন,—"সখের জিনিষ আর ডাক্তারের উপার্জ্জিত হাজার হাজার টাকা লা-কেরীটার পেছনেই খরচ হয় দেখছি!"

"লা-কেরীটা ডাক্তারের উপহার নেয় কিন্তু দু'চক্ষে তাকে দেখতে

পারে না। আমি ডাক্তারের পূর্ব্ব ইতিহাস উঠে পড়ে যোগাড় করছি, অনেকগুলো জিনিষ আজ অবধি বুঝতে না পারলেও কতকগুলো জিনিষ বেশ বোঝা গেছে। এই মাগী ডাক্তারকে ঠিক বাঁদর নাচাচ্ছে—ডাক্তারের নাম রেখেছে বুড়ো ডাইন?”

“ডাক্তার উঠে গেছে। চল আমরাও বাড়ী যাই।”

“যাচ্ছি, একবার ষ্টেজে ঢোকবার পথটায় নজর রাখতে হবে—ডাক্তার যায় কিনা দেখতে হবে।”

“চল, তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু দেখো আমরা দুজনে যে তার ওপর নজর রেখেছি এটা যেন সে কোনমতেই টের না পায়। একজনকে দেখে ফেল্লে ততটা ক্ষেতি হবে না, মনে করবে হঠাৎ কি রকম এসে পড়েছে। কিন্তু দুজনকে দেখলেই সে ব্যাপারটা বুঝে নেবে।”

ষ্টেজে প্রবেশ করিবার দ্বারটা একটা গলির মধ্যে স্থাপিত ছিল; সেই গলির মধ্যে ডাক্তারের ব্রুহামখানা অপেক্ষা করিতেছিল। কোঁচবাক্সের উপর বসিয়া ডেট্রিচ ডিমেনকে স্পষ্ট চিনিতে পারিল। পরক্ষণেই দ্বার খুলিয়া তিনজনে বাহিরে আসিল। একজন লেডী, একটী ভদ্রলোক এবং একজন পরিচারিকা।

লোকটা মাইকেল। নিম্নস্বরে সে লা-কেরীটাকে কি বলিতেছিল। উত্তরে লা-কেরীটা বিরক্তিভরে বলিল,—“না, আমি তোমার সঙ্গে কিছুতেই খেতে যাব না। তোমার সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি শুনলুম তুমি মানুষের আকারে ভ্যামপায়ার বাদুড়, তোমার চোখে আগুণ আছে, তোমার রুগীরা হয় ক্ষেপে যায় আর না হয় ত আত্ম-হত্যা করে। আমার গাড়ী কোথায়? তোমার গাড়ীতে আমি কিছুতেই ঢুকব না, তোমার দেওয়া জিনিষের কত খাতির করি দেখবে?”—বলিয়া

রমণী সক্রোধে পরিচারিকার হস্ত হইতে ডাক্তারের প্রদত্ত তোড়াটা লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

পরক্ষণেই রমণী তাহার পরিচারিকার সহিত আপনার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে গাড়ী সশব্দে চলিয়া গেল। মাইকেল নীরবে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিলেন তাহার পর ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

এই সময় ডিমেন সায়ারের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ডিমেন যে তাঁহার লাঞ্ছনা দেখিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার উভয় চক্ষে প্রতিহিংসার অগ্নি ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

## ( ১৮ )

"মিথ্যে কথা—নিশ্চয় এসব মিথ্যে কথা! ও লোকটা কখনই সত্যি কথা বলেনি—সত্যি কথা ও বলতেই পারে না।"

বক্তা ডিমেন। এলম হাউস হইতে দোকানে আসিতে আসিতে ফিলিক্স ডাক্তারের নিকট হইতে লিণ্ডার মানসিক অবস্থার কথা যাহা শুনিয়াছিলেন সমস্ত বলিলেন। ফিলিক্সের কথা শুনিয়া ডিমেনের অস্বস্তির সীমা রহিল না; কিন্তু তথাপি তিনি সেকথা বিশ্বাস করিলেন না, প্রাণপণ শক্তিতে মন হইতে সে চিন্তা দূর করিতে চাহিলেন।

"এটা যে মিথ্যে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি কিন্তু বিপদ এই যে এ অবস্থাটা সত্যি হলে যা কিছু ঘটেছে তার বেশ একটা স্পষ্ট মানে বোঝা যায়। যখন জেগে থাকে তখন লিণ্ডা তোমায় প্রাণের চেয়েও ভাল বাসে, যখন স্বপ্নাবিষ্ট থাকে তখন সে প্রাণপণে তোমার ক্ষতি করতে চায়। নিজের বিপদ বুঝতে অক্ষম বলেই সেদিন সে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেই জ্বলন্ত ঘরে—"

"বাইরে থেকে আগুণ লাগালে কি করে? নেবে এসে দেখলুম দোর যেরূপ চাবি বন্ধ রেখে গেছলুম তেমনিই আছে, চাবি ছিল ওপরে আমার জামার পকেটে আর ঘরের মধ্যে তখন হু হু করে আগুণ জ্বলছে!"

"আগেই বলেছি ন্যাপথাই এই অগ্নিকাণ্ডের মূল। কোনরকমে সে ঘরের মধ্যে ন্যাপথা ফেলে দিয়েছিল। হয় ত দিনের বেলায় কোন সময়—না না এইবার বুঝেছি ব্যাপারটা কি! কি গাধা আমি এতক্ষণ কথাটা মাথায় আসেনি!"

বিপুল উত্তেজনাভরে ডিমেনের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার একখানা হাত ধরিয়া ফিলিক্স বলিলেন,—"বুঝতে পারলে না?—সেই ঘড়িটাই এই অনিষ্টের মূল। সেই সকালে ঘড়িটে এসে পৌঁছুলে আমরা কোষাগারেই সেটা রেখেছিলুম। এখন ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হয়েছে। কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! ঘড়িটা আগুণে নিঃশেষ হয়ে পুড়ে গেছে তার আর চিহ্ন অবধি নেই। রুসীয়ায় যেভাবে বোমা তৈরী করে ঘড়িটায় সেই রকম কোন কিছু ব্যবস্থা ছিল, এ একেবারে নিঃসন্দেহ! ঘড়িটার ভিতরে ন্যাপথা ছিল, একটা ব্যাটারীও ছিল, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই ব্যাটারী জ্বলে ন্যাপথা ধরে যাবার ব্যবস্থা করা ছিল—ওঃ, কি ভীষণ! কি ভয়ানক!"

"তোমার কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে লিণ্ডা যে নিরপরাধা সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, কারণ এই ঘড়ি বদল ব্যাপারে তার কোন হাত ছিল না, গোড়া থেকে শেষ অবধি ডাক্তারই সেটা করেছে।"

"ওঃ! লোকটার কি মাথা! কিন্তু লিণ্ডার সাহায্য না পেলে কিছুতেই সে একাজ করতে পারত না। লিণ্ডাই তোমার কাছ থেকে সঙ্কেত জেনে নেয়,—আর সেই মুক্তও চুরি করে। সেও যে ঘড়ির ব্যাপারে ছিল না তা তুমি কি করে জানলে?"

"পক্ষপাতীত্বে তুমি অন্ধ হয়ে গেছ ফিলিক্স! লিণ্ডার বয়সী মেয়ে অমন একটা জটিল বৈদ্যুতিক কল বসাবে কি করে?"

"ঠিক বলেছ, আমারই বোঝবার ভুল বটে! আমার বিশ্বাস লিণ্ডাকে ডাক্তার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করে রেখেছে—সে তার ইঙ্গিতে ওঠে বসে।"

"তা আমি বুঝতে পারছি। আমি লিণ্ডাকে ভালবাসি, আমি তাকে ডাক্তারের কবল থেকে রক্ষা উদ্ধার করব।"

"কিন্তু সেটা করবে কি করে?"

"আমাদের পরস্পরের প্রেমের বলে সেটা হবে। এখনই আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে আমার কোন অনিষ্ট হলে সে টের পায় তার কোন অনিষ্ট হলে আমিও মনে মনে বুঝতে পারি। গতরাত্রে আমি মনে মনে তাকে ডেকেছিলুম—সেই ডাক শুনে সে এসেছিল। বুড়ো শয়তানের কাছ থেকে মুক্তোটা উদ্ধার করতেই হবে কিন্তু তার আগে লিণ্ডাকে বুড়োর কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে।"

"আচ্ছা ধর, যদি একজনকে ধরতে গিয়ে দেখ যে আর একজনও আষ্টেপিষ্টে তার সঙ্গে জড়িয়েছে—যদি বোঝ যে ডাক্তারের আদেশে বাধ্য হয়ে লিণ্ডা পোড়া ঘর থেকে জিনিষ চুরি করলেও ভাগের বেলা ঠিকই নিয়েছে? এখন তুমি চুরির বিষয় কতকটা জানতে পেরেছ বুঝে যদি তারা দুজনে মিলে তোমায় সরাবার চেষ্টায় থাকে? এরকম একটা কিছু আবিষ্কার করবার পরও কি তুমি লিণ্ডাকে এমনি ভালবাসতে পারবে?"

"নিশ্চয়! এর চেয়েও যদি আরও ভয়ানক কিছু হয় তা হলেও আমার ভালবাসা টলবে না; তাকে বিয়ে না করে আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।"—বলিয়া ডিমেন সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। বহুকষ্টে তিনি বন্ধুর এই লিণ্ডা-বিদ্বেষ সহ্য করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন,

কিন্তু এতক্ষণ অবধি ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাঁহার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছিল, সেইজন্যই তিনি ফিলিক্সের নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। তদ্ব্যতীত ডাক্তারের কথিত লিণ্ডার ব্যাধি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিবারও আবশ্যক হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল, ডাক্তারের এই লা-কেরীটার প্রতি প্রীতিটা তাঁহারই বিরুদ্ধে মরণাস্ত্ররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু ঠিক কি ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। বেলা একটা অবধি বাহিরে কাটাইয়া তিনি দোকানে ফিরিয়া আসিলেন।

দোকান ঘরের সম্মুখেই ফিলিক্সের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মুখখানা তখন চিন্তা-মলিন, হস্তে একখানা পত্র! চিঠিখানার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ডিমেন দেখিলেন সেখানায় তাঁহারই নাম লেখা আছে; হস্তাক্ষর দেখিয়া ডিমেন বুঝিতে পারিলেন লেখিকা লিণ্ডা!

সাগ্রহে বন্ধুর হস্ত হইতে পত্রখানা লইয়া তিনি বলিলেন,—"লিণ্ডা চিঠি লিখেছে? কখন এল এটা?"

"প্রায় বিশ মিনিট আগে একটা লোক একটা পুলিন্দা আর এই চিঠিখানা দিয়ে গেছে।"

"পুলিন্দাটা কোথায়?"

"ফ্রেজার সেটা কোষাগারে নিয়ে গেছে। ভেতরে কি আছে তাকে বলাতে সে সেটা খোলবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। তুমি চিঠিখানা আগে পড় তা হলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেক্ষণ!"

ডিমেন চিঠিখানা পড়িলেন,—

"প্রিয়তম ডিমেন,—আজ তোমার জন্মদিন, সেইজন্যেই আমার আন্তরিক ভালবাসার সঙ্গে একটী ছোট পাথরের বাক্স পাঠাইলাম; আমার দেওয়া ফুল তোমার কাছে অমূল্য সম্পদ, এবার হইতে ঐ

বাক্সের মধ্যে সেগুলা সঞ্চয় করিয়া রাখিও। তুমি স্বয়ং বাক্সের আবরণ খুলিও, তাহার মধ্যে তোমার জন্য অনেকগুলা চুম্বন রাখিয়া দিয়াছি।—লিণ্ডা।" সে বাক্স কোথায় ফিলিক্স? কোষাগারে আছে বল্লে না? ফ্রেজারের হাতে দিলে কেন?"

"বাক্সটা ব্রহ্মদেশীয় নৌরাটান শুনে ফ্রেজার সেটা হাতে নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করতে লাগল। প্রাচীন ঐতিহাসিক জিনিষ দেখবার তার কি রকম বাতিক দেখেছ ত? বাক্সটা খুলে দেখবে বলেই বোধহয় সে কোষাগারে সেটাকে নিয়ে গেছে।"

ক্রুদ্ধস্বরে ডিমেন বলিলেন,—"তার সেটাতে হাত দেবার কোন অধিকার নেই তবু এমন করে জ্বালায় কেন? তুমি দিলে কেন?"

উভয়ে কোষাগারের দ্বার প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, ডিমেন দ্বার খুলিতে উদ্যত হইবামাত্র ফিলিক্স তাঁহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—"ডিমেন, তুমি হয় ত আমার দৌর্ব্বল্য দেখে আমায় মেয়েমানুষ মনে করবে কিন্তু যাই বল তুমি, আমার কেবলই মনে হচ্ছে বাক্স খুললেই তোমার কি একটা অনিষ্ট হবে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এ উপহার পাঠাবার উদ্দেশ্য কি? আর তুমি যাতে নিজের হাতে বাক্সর আবরণ খোল সেজন্যেই বা কাল আমায় লিণ্ডা অত করে বলতে বল্‌লে কেন?—কি এর উদ্দেশ্য?"

প্রণয়ী-সুলভ মধুর হাস্য করিয়া ডিমেন বলিলেন,—"কারণ ত সে চিঠিতেই লিখেছে। সারা জগতের ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও আমি আর কাউকে সেটা—ও কি ও?"

একটা গোঁ গোঁ শব্দ, কাঁচ পড়িয়া ভাঙ্গার শব্দ এবং তৎপরে একটা গুরুভার দ্রব্যের পতন শব্দ উভয়ের কর্ণগোচর হইল। ত্বরিতহস্তে দ্বার খুলিয়া উভয় বন্ধুতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই দেখিতে

পাইলেন, তাঁহাদের সুদক্ষ কর্ম্মচারী, বন্ধু ও ম্যানেজার মিঃ ফ্রেজার মেজের উপর সটান হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে জেডের বাক্সটা পড়িয়া আছে, তাহার কাঁচের আবরণটা শতখণ্ডে বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে!

ফ্রেজার চিৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পলকহীন নেত্রদ্বয় কড়িকাঠ গণিতেছিল; মুখখানায় দারুণ যাতনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। জানু পাতিয়া ফিলিক্স তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া বক্ষ স্পন্দন পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই শোকার্ত্তকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"হা ভগবান! ফ্রেজারের দেহে প্রাণ নেই!"

## ( ১৯ )

"ফ্রেজার মরে গেছে? এ যে অসম্ভব কথা? কি করে হল এমনটা?"

"তুমি নিজেই দেখ না ফ্রেজার মরেছে কি না। যদিও বাঁচবার কোন আশা নেই তবুও গ্রেগরীকে এখুনি একটা ডাক্তার ডেকে আনতে পাঠাই। যাওনা ডিমেন, গ্রেগরীকে বলে এস না! হা বন্ধু ফ্রেজার! কি নিষ্ঠুর হত্যা!"

ভৃত্যের উদ্দেশে যাইতে যাইতে ডিমেন বন্ধুর শেষ কথাটা শুনিয়া চৌকাঠের উপর থমকিয়া দাঁড়াইলেন,—"হত্যা?—কি বলছ ফিলিক্স?"

ধীরে ধীরে মৃতের পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া ফিলিক্স বলিলেন,—"হাঁ ডিমেন, হত্যা! তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে তোমায় হারাতে হয়নি।"

"কি বলছ তুমি ফিলিক্স? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না!"

"ঐ দেখ খোলা বাক্স, আর ঐ তার কাঁচের আবরণ। আবরণটা ছিল বাক্সর প্রায় দ্বিগুণ। আমার বিশ্বাস ওটার মধ্যে এমন কোন কৌশল করা ছিল যাতে প্রথম যে খুলবে, তাকেই মরতে হবে।"

"এ যে ভয়ানক সর্ব্বনেশে গোছের হয়ে দাঁড়াল!"

"তোমায় বলিনি যে মাগী এবার তোমায় সরাবার ষড়যন্ত্র করছে? এখন বোধহয় বুঝতে পারছ কেন তোমায় বাক্স খোলবার কথা বলবার জন্যে কাল সে আমায় অতকরে অনুরোধ করেছিল? ঐ দেখ তোমার বদলে যে খুলেছে সে ভব-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়েছে!"

ডিমেন দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার রগ দুইটা দপ্ দপ্ করিতেছিল, মস্তিষ্ক ঘুরিতেছিল। লিণ্ডার পত্রের শেষ ছত্রটা মনে পড়িবামাত্র ফিলিক্সের কথাগুলা তাঁহার সত্য বলিয়া মনে হইল।

দৃঢ়কণ্ঠে ফিলিক্স বলিলেন,—"পুলিশ আর ডাক্তারের আসবার আগে এ ঘরের কোন জিনিষ কেউ যেন স্পর্শ করে না। শব ব্যবচ্ছেদ হলেই ফ্রেজারের মৃত্যুর কারণ বোঝা যাবে।"

ফিলিক্স ডিমেনের হাত ধরিয়া সে কক্ষের বাহিরে লইয়া আসিলেন, তাহার পর দ্বারে চাবি দিয়া চাবিটা পকেটে রাখিয়া দিলেন। ডিমেন তাঁহার কার্য্যে কিছুমাত্র বাধা দিলেন না। তাঁহারই উদ্দেশে যে এই মৃত্যুবাণ প্রেরিত হইয়াছিল এই কথাটা বুঝিতে পারিয়া তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। লিণ্ডার প্রতি কিছুতেই তিনি বিশ্বাস হারাইবেন না সংকল্প করিয়াছিলেন কিন্তু আজিকার ঘটনায় তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়া উঠিল। আজিকার এ কার্য্যের নায়িকা যদি লিণ্ডা হয় তবে ডাঃ মাইকেল তাহার ব্যাধি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ত অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই! একই দেহে দেবী ও দানবী না হইলে অতবড় পাপটা সে করে কি করিয়া?

তখনও কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না। ফিলিক্সকে তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা ফিলিক্স, ফ্রেজারের মৃত্যু যে

স্বাভাবিক নয় তা তুমি কি করে বুঝলে? বয়স হয়েছিল পঞ্চাশের ওপর, স্বাস্থ্যও ভাঙতে আরম্ভ করেছিল। হয়ত বাক্সটা দেখে উত্তেজনায় অথবা হঠাৎ আবরণটা ভেঙে ফেলে ভয়—”

“কাঁচ ভাঙার শব্দ পাবার আগে গোঁঙানি শোনা গেছল। তা ছাড়া ফ্রেজারের একদিনের জন্যেও কোন অসুখ হতে দেখিনি। গত সপ্তায় তাঁর সঙ্গে কথাই হচ্ছিল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এ হত্যা, তবে ডাক্তার না এলে নিশ্চয় করে বলতে পারছি না।”

“একটা অনুরোধ, ডাক্তারকে তোমার সন্দেহের কথা কিছু বল না। সে পরীক্ষা করে কি বলে দেখা যাক না। আর তা ছাড়া যখন কোন প্রমাণ নেই তখন এটা যে খুন সেকথা তাকে বলেই বা লাভ কি?”

“এখন প্রমাণ নেই বটে কিন্তু পেতেও দেরী হবে না। আজ আর যাতে দোকানে কেউ না আসে গ্রেগারীকে তাই বলে দিয়েছি। সামনের জানালাগুলো বন্ধ করে দেওয়া দরকার।”

“আমি দিচ্ছি!—” বলিয়া পথের ধারের জানালাটা বন্ধ করিতে উদ্যত হইবামাত্র ডিমেন দেখিতে পাইলেন পথের অন্যপার্শ্বের ফুটপাতের উপর একজন রমণী পদচারণা করিতে করিতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহাদের দোকানের দিকে চাহিয়া আছে। প্রথমটা রমণীর মুখখানা চেনা চেনা করিয়াও ডিমেন মনে করিতে পারিলেন না কোথায় তাহাকে দেখিয়াছেন, সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল রমণী লিণ্ডার পরিচারিকা। সে যে কিজন্য সেস্থানে অপেক্ষা করিতেছে তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, ত্বরিতহস্তে জানালাটা বন্ধ করিয়া তিনি গোপনে থাকিয়া রমণীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। রমণী সহসা জানালাটা বন্ধ হইয়া যাইতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর দ্রুতপদে ক্রেভান স্কোয়ারের অভিমুখে চলিয়া গেল।

মানসিক যাতনায় কাতর হইয়া ডিমেন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,—"মাগী আমার মৃত্যুর সঙ্কেত দেখবার জন্যে অপেক্ষা করছিস! এখন গিয়ে প্রেরককে খবর দেগে! হা ভগবান! আমি যে ক্ষেপে যাবার মত হয়েছি!"

যে ডাক্তার আসিলেন তিনি শব পরীক্ষা করিয়া এবং বাক্স দুইটী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"মিঃ হাণ্ট, আমার মনে হয় আপনার সন্দেহই ঠিক, আপনার ম্যানেজার খুন হয়েছেন। আপনি বল্লেন না মিঃ সায়ারের নামে বাক্সটা এসেছিল?—আর মিঃ সায়ারের ওপর প্রেরকের রাগ আছে?"

"হ্যাঁ।"

"হলফ করে আদালতে একথা বলতে পারবেন ত কাল?"

ফিলিক্স ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। লিণ্ডার বিরুদ্ধে কোন কিছুরই যে ডিমেন পোষাকতা করিবেন না তাহা তাঁহার ভালই জানা ছিল। ফিলিক্স হলফ করিয়া একথা বলিলে লিণ্ডার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আসিবে তখন তাহাকে রক্ষা করবার জন্য ডিমেন নিশ্চয়ই সত্য গোপন করিবেন। "সন্দেহটা আমার মনে খুব দৃঢ়ভাবে ফুটে উঠলেও একথা আমি আদালতে হলফ করে বলতে পারব না।"

"কিন্তু শুধু আমার সাক্ষীতে ত হত্যার অভিযোগ আসবে না, মৃতের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সুস্থ দেখলুম—হঠাৎ মরবার মত কোন কিছুই দেখলাম না। রক্তের অবস্থা আর শরীরের যন্ত্রগুলা দেখে এবং ভাঙা কাঁচের আবরণটা পরীক্ষা করে আমার মনে হয় কোন বিষাক্ত গ্যাসে ইনি মরেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গেপেন একরকম বর্ণহীন বাতাসের মত বিষাক্ত গ্যাসের আবিষ্কার করে সেই গ্যাসের শ্বাস নিয়েই মারা যান। আমার বিশ্বাস সেই সাংঘাতিক বিষের শ্বাস নিয়েই আপনার ম্যানেজারের মৃত্যু হয়েছে।"

"আপনি বোধ হয় আর্সিনিউরেটেড্ হাইড্রোজেনের কথাই বলছেন। ঠিক ত, আমার এ কথাটা এতক্ষণ কেন মনে পড়েনি ?"

"হাঁ আমি আর্সিনিউরেটেড হাইড্রোজেনের কথাই বলছি। আমার মনে ছিল না যে আপনিও একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক! আপনার অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আমি পড়েছি। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, সে গ্যাস এখানে এল কি করে ?"

"এ অতি সোজা কথা! আবরণটা বাক্সের দ্বিগুণ আকার ছিল তা ছাড়া তার ভেতর হাওয়া ঢোকবার পথ ছিল না। এয়ার পম্পে করে এই বিষাক্ত গ্যাস তার ভেতর পুরে দিয়েছিল। ফ্রেজার নিশ্চয় বাক্সের ডালাটা ভাল করে দেখবার উদ্দেশে আবরণটা খুলেছিল, মুখ ঝুঁকিয়া ডালাটা খোলিবামাত্র সম্মুক্ত বিষাক্ত গ্যাসে বেচারার শ্বাস রোধ হয়। গোঁঙানি ও কাঁচভাঙার শব্দ আর ফ্রেজারের শব্দ আমরা ঠিক একই সঙ্গে পর পর শুনতে পেয়েছিলুম। সঙ্গে সঙ্গেই বেচারার মৃত্যু হয়। এই নিষ্ঠুর মৃত্যুবান আমার বন্ধু সায়ারের উদ্দেশেই ছোড়া হয়েছিল।"

"কালকের বিচার-ফল আপনার সাক্ষের ওপর নির্ভর করছে মিঃ হাণ্ট! আমি নিজে বড় বেশী কিছু করতে পারব না 'শুধু বলব এই বিষাক্ত গ্যাসে লোকটার মৃত্যু হয়েছে বলে আমার সন্দেহ হয়। মৃতের লক্ষণ যা কিছু দেখলুম তাতে অন্য কোন কারণে মৃত্যু হওয়াও ত সম্ভব নয়, জিগেস করলে সে কথাও আমি অস্বীকার করতে পারব না। কিন্তু যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে আপনার বন্ধুর একজন ভয়ানক রকম শত্রু আছে আর সে বিজ্ঞানেও পারদর্শী, আর এ বাক্স তার কাছ থেকে এসেছিল তাহলে হয় ত এটা হত্যা বলে স্থির হতেও পারে। তখন হত্যাকারীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুবে।"

হাণ্ট আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"কথাটা

আমি ভেবে দেখব ডাঃ মার্সডেন! কিন্তু সন্দেহটা আমার মনে খুব দৃঢ়ভাবে জাগলেও এক্ষেত্রে আইনের সাহায্য আমরা কতদূর পাব তা বুঝে উঠতে পারছি না। কাল বেলা দুটোর সময় শব ব্যবচ্ছেদ হবে বল্লেন না? আচ্ছা এখন বাড়ী গিয়ে কথাটা ভাল করে ভেবে দেখিগে। নমস্কার!"

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় হাণ্ট বাড়ী পৌঁছিলেন। তাঁহাদের ঠিক বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার উপর একখানা ব্রুহাম অপেক্ষা করিতেছিল। দ্বারের চাবি খুলিতে উদ্যত হইবামাত্র রমণী-কণ্ঠে কে ডাকিল,—"মিঃ হাণ্ট! মিঃ ফিলিক্স হাণ্ট! আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ জরুরী কথা আছে।"

স্বরটা লিণ্ডা কেরীর বুঝিবামাত্র হাণ্টের মুখখানা ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া তিনি লিণ্ডার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"আমিও আপনাকে অনেকগুলো কথা বলতে চাই। আপনি একা এসেছেন দেখছি, অনুগ্রহ করে ঘরের মধ্যে আসুন, আমার কথাগুলাও খুব জরুরী।"

ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া লিণ্ডা বলিলেন,—"বেশ, তাই চলুন।"

লিণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে যাইতে ফিলিক্স মনে মনে বলিলেন,—"এ বাঘিনীকে অমনি ছাড়িব না। ধূর্ত্ত চোর, খুনী মাগীকে আজ যাচ্ছে তাই শুনিয়ে দেব!"

## ( ২০ )

কক্ষে প্রবেশ করিয়া আলোক জ্বালিয়া ফিলিক্স লিণ্ডাকে বসিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন,—"মার অসুখ শুনে থিয়েটার থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী যাচ্ছি, আমি আর এখন বসব না, আমার বক্তব্য বেশী কিছু নয়, শুধু আপনার বন্ধু কেমন আছেন বলুন?"

রমণী তবে তাহার প্রেরিত মৃত্যুবানে সায়ারের মৃত্যু হইয়াছে কিনা তাহারই অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছে। আশ্চর্য্য সাহস বটে!

এত রাত্তিরে শুধু এই কথা জানতেই আপনি এখানে এসেছেন? কি দয়া আপনার!"

"কেন জানি না আজ সারাদিন সায়ারের জন্যে আমার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। বাক্সটা পাঠিয়ে অবধি আমি তাঁর সংবাদ জানবার জন্যে অস্থির হয়ে রয়েছি। মনে করেছিলুম, জিনিষটা নতুন রকম থাকায় তাঁর মনে ধরবে আর—"

সহসা ফিলিক্স তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অস্থিরভাবে কক্ষ-মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন দেখিয়া লিণ্ডা থামিয়া গেলেন। লিণ্ডার সহিত কথা কহা আর তিনি কোনমতেই নিরাপদ মনে করিলেন না—তাঁহার মনে হইল কথা কহিতে গেলেই এখনি তিনি সকল কথা বলিয়া ফেলিবেন।

বিস্মিতা লিণ্ডা বলিলেন,—"আমায় মাপ করবেন মিঃ হাণ্ট! আর বেশীক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করব না, আপনার বন্ধু বাড়ী আছেন কি?"

"না।"

"ভাল আছেন ত তিনি?"

"হ্যাঁ আপনি তাকে যতটুকু ভালয় রেখেছেন সে ততটুকু ভাল আছে বৈকি? তবে যে বাক্স খুলেছিল তার অবস্থা কি হয়েছে জানতে যদি আপনার কৌতূহল হয়ে থাকে ত আমার বলতে আপত্তি নেই যে সে মরে গেছে!"

ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া লিণ্ডা বলিলেন,—"মরে গেছে! তাহার পর ফিলিক্সের সমীপবর্ত্তী হইয়া লিণ্ডা তাঁহার জামা স্পর্শ করিয়া বিশুষ্কমুখে বলিলেন,—"মিঃ হাণ্ট, আপনার কথা কি সত্যি?

বলুন—বলুন আপনি মিছে কথা বলছেন। বলুন আমার শোনবার ভুল—আমার বোঝবার ভুল হয়েছে? বলুন,—সে—তিনি, ডিমেন—আমার ডিমেন মরেননি?”—শেষের কথাগুলা ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিল, তাঁহার আপাদ মস্তক থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মুখখানায় উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিল। নিষ্ঠুরের মত লিণ্ডার হাতখানা আপন অঙ্গ হইতে সরাইয়া ফেলিয়া ফিলিক্স বলিলেন,—“বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ বাক্স খুল্লে মানুষ মরে না ত কি?”

বিস্ময়-বিমূঢ়-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া লিণ্ডা বলিলেন,—“বিষাক্ত গ্যাস! আপনি কি ক্ষেপে গেছেন? কি বলছেন মিঃ হাণ্ট!”

“আমি কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। কাল আপনি একটা কাঁচের আবরণের মধ্যে একটা জেডের বাক্স দেখিয়ে আমায় বলেছিলেন যে সেটা সায়ারের জন্মতিথি উপলক্ষে আপনি উপহার দেবেন। সে যাতে নিজের হাতে বাক্সটা খোলে সেজন্য আমায় বিশেষ করে বলতে বলেছিলেন, কেমন কি না?”

“হ্যাঁ—হ্যাঁ; তারপর?”

“আজ সকালে যখন সেটা আর একখানা চিঠি নিয়ে আপনার লোক আসে তখন আমি দোকানে ছিলুম না। তারপর এসে শুনলুম বাক্সটা কোষাগারে আছে। তারপরই ঘরের ভেতর একটা আর্ত্তনাদ, কাঁচ ভাঙার শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে লোক পড়ার শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে দেখি যে বন্ধু আমার মরে মেঝের ওপর পড়ে আছে!”

“মরে গেছে!—ডিমেন আমার মরে গেছে?”

লিণ্ডা সম্মুখের দিকে টলিয়া পড়িলেন। ত্বরিতহস্তে হাণ্ট তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার সজ্ঞাহীন দেহ একটা চেয়ারের উপর রাখিয়া দিয়া তিনি পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি লিণ্ডার ক্রন্দন-

ধ্বনি শুনিতে পাইলেন তথাপি তিনি তাহার নিকট ফিরিয়া গেলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে লিণ্ডা দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া সেই কক্ষে আসিয়া বলিলেন, —"মিঃ হাণ্ট, নিশ্চয় আপনার কথাগুলো আমার বুঝতে ভুল হয়েছে—সেইজন্যেই এতটা কষ্ট পেলাম। আপনি বল্লেন যে—বল্লেন যে—"

"আমি বল্লাম, যে বাক্সটা খুলেছিল সে মরে গেছে।"

"তিনি ডিমেন নন, নিশ্চয়ই ?"

রমণীর বিহ্বলভাব যাতনা-কাতর দৃষ্টি দেখিয়াও ফিলিক্সের কিছুমাত্র করুণা হইল না; তাঁহার মনে হইল রমণী চমৎকার অভিনেত্রী!

"না, সে ডিমেন নয়, ঐখানটাতেই শুধু আপনার ষড়যন্ত্র বিফল হয়েছে! যে বাক্স খুলেছিল, যার মৃত্যুর কারণ আপনি, সে আমাদের বিশেষ বন্ধু ও ম্যানেজার মিঃ উইলিয়াম ফ্রেজার।"

ডিমেন মরেন নাই এই আনন্দে তিনি ফিলিক্সের অভিযোগ শুনিতে পাইলেন না,—"তবে ডিমেন নিরাপদে সুস্থ আছেন ত ?"

"এবারের মত আপনার হাত থেকে সে রক্ষা পেয়েছে—কালকের শব ব্যবচ্ছেদ হয়ে গেলে যাতে ভবিষ্যতেও রক্ষে পায় তার ব্যবস্থা আমি করব।"

বিস্ময়-বিমূঢ়-দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া লিণ্ডা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পরক্ষণেই কিন্তু তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় বলিলেন,—"আপনার প্রত্যেক কথায় আমার প্রতি যে ঘৃণা দেখলুম এর কারণ জানতে পারি কি ?"

"নিশ্চয়! আপনাকে ঘৃণা করবার কারণ, আপনি আমার বন্ধুর যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে তাকে পথে বসিয়েছেন, তারপর আজ আবার তার প্রাণ নেবার চেষ্টাও করলেন!"

"প্রাণ নেবার চেষ্টা করলুম!—আমি! আপনি কি পাগল হলেন নাকি? না এ কোন নতুন রকম তামাসা?"

"মোটেই না, এগুলো ধ্রুব সত্যকথা! শুধু আপনিই তার শত্রু নন, ডাক্তারের সঙ্গে আপনি একযোগে কাজ করছেন।"

"ডাক্তারেতে আমাতে একযোগে কাজ করছি! এমন ধারণা আপনার মাথায় এল কি করে? ডাক্তার মাইকেলের সঙ্গে মিঃ সায়ারের পরিচয় অল্পদিনের হলেও ডাক্তার তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। ডাক্তার যে আমাদের বিয়েয় প্রতিবন্ধক হয়েছেন তার অন্য কারণ আছে। কিন্তু আপনি আমার কথা শুনছেন কি? এ ভদ্রতাটুকু আপনার থাকা উচিত ছিল মিঃ হাণ্ট!"

"অপরাধীর সঙ্গে আবার ভদ্রতা কি লেডী কেরী? আপনাকে বিলক্ষণ চিনি বলেই এ মিথ্যে কথাগুলো আর কষ্ট করে শুনিনি। এই-বার আমার বক্তব্যটা শুনুন। তিন বছর আগে ডিমেনকে আপনি বাঁদর নাচিয়ে তাড়িয়ে দেন। তখন টাকা আর পদবীর ওপর আপনার ঝোঁক ছিল, তারপর গ্রেসাম মুক্তোর কথা আপনি শুনলেন। ডাক্তার সেটা আগে দেখেছিলেন, এখন দু'জনে মিলে কি করে সেটা হাতাবেন তারই মৎলব করতে লাগলেন। মুক্তটা তখন আপনার পূর্ব্ব প্রণয়ীর কাছে ছিল, তার অপরাধ সে তখনও আপনাকে ভুলতে পারেনি। দু' কারণে তাকে ক্রেভান হাউসে নেমন্তন্ন করা হয়—প্রথম, তাকে আবার ভাল করে আপনার বশীভূত করবার জন্য, দ্বিতীয় তার সামনে রাজকুমারের অনুমতি নেবার উদ্দেশে। কেমন ঠিক কি না?"

"হ্যাঁ, ঘটনাটা তাই হয়েছিল বটে কিন্তু এতে আমাদের কোন উদ্দেশ্য ছিল না।"

"ঘটনার কথাই আমি বলছি। তার পরদিন একটা নকল মুক্ত-

নিয়ে আপনি ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের দোকানে আসেন। সৌভাগ্য ক্রমে আমি আগে থেকেই সতর্ক ছিলুম তা না হলে আপনার যে রকম হাত সাফাই তাতে সেইদিনই আমাদের মুক্তটা খোয়াতে হত।”

“সেদিন মুক্ত চুরি করবার জন্যেই আপনাদের দোকানে এসেছিলুম বলতে চান? ওভাবে অমন বিখ্যাত জিনিস চুরি করলে কথাটা কতক্ষণ চাপা থাকবে?”

“সেটা যে পাগলামী তা আমি জানি কিন্তু আপনার পাগলামীরও বেশ একটা ধারা আছে।”

“আপনার এই অসম্বদ্ধ অপমান শুধু ডিমেনের ওপর আপনার ভালবাসার কথা স্মরণ করে মাপ করলুম। আপনি পাগলের মত আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করলেন তার উত্তর না দেওয়াই উচিত তবু সত্যি যা ঘটেছিল আপনাকে বলছি। মনে আছে মুক্তটা হাতে নিয়ে আমি খুব আগ্রহভরেই দেখছিলুম, এমন সময় আপনি আমার হাত ধরে ফেললেন এবং ডাক্তার হাসতে হাসতে আমার জামার হাতার লেশের ভেতর থেকে মুক্তটা বের করে দিলেন। বোধহয় কোন রকমে হাত ফস্কে সেটা হাতার ভেতরে পড়ে গেছল। আমি বলছি ‘বোধহয়’ কারণ সময় সময় আমার যে কি হয় তা আমি নিজেই বুঝতে পারি না। যে বছর গাড়ীর ধাক্কায় মা মারা যান সেই থেকে মাঝে মাঝে আমি এমনি খানিকটে করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি। একথার আমি আলোচনা করতে ভালবাসি না, কারণ এতে একা আমার ছাড়া আর কারো কিছু এসে যায় না। আপনার অদ্ভুত অভিযোগ শোনবার পর একথা আর গোপন রাখা উচিত মনে হল না, তাই আজ বল্লাম। ডাক্তারের হাসি শোনবার আগে আমি বুঝতেই পারিনি যে মুক্তটা আমার হাতার

ভেতর পড়ে গেছে। আমি যে মুক্তটা চুরি করতে চাই তা আপনি কি করে বুঝেছিলেন ?"

"আপনি ত চুরি করেছেন সেটা !"

সভয় নেত্রে ফিলিক্সের দিকে চাহিয়া দুইপদ পশ্চাৎ হটিয়া লিণ্ডা বলিলেন—"এখন আমি বুঝতে পারলুম সত্যিই আপনি পাগল হয়েছেন মিঃ হাণ্ট! রাজকুমারের বিয়ের দিন আমি টুইকেনহাম গির্জ্জায় উপস্থিত ছিলুম; তাঁর বউএর গলায় আপনাদের তৈরী নেকলেসে ঝোলান সে মুক্ত আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।"

"আপনি যেটা দেখেছেন সেটা নকল মুক্ত আসলটা আপনার কাছেই আছে তা কি জানেন না ?

দারুণ বিস্ময়ভরে লিণ্ডা বলিলেন,—"আমার কাছে ? কি রকম ?"

রমণীর অজ্ঞতার ভাণ দেখিয়া ফিলিক্স ক্রমশঃ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন,—"আমাদের বাড়ী নেমন্তন্নে এসে ডিমেনের কাছ থেকে সন্ধান নিয়েছিলেন কোথায় মুক্ত থাকবে, আর সিন্দুকেরই বা কি সঙ্কেত থাকবে। কোষাগারে ঢোকা অসম্ভব দেখে ডাক্তারের সঙ্গে একযোগে ভীষণ ষড়যন্ত্র করলেন। আমাদের ঘড়ির বদলে ডাক্তার যে ঘড়ি পাঠালেন তার মধ্যে ডিনামাইটের মত সাংঘাতিক জিনিষ লুকান ছিল। মনে করেছিলেন আগুণ লাগার গোলমালে অন্যের অলক্ষ্যে ঘরে ঢুকে সিন্দুক থেকে মুক্তটা নিয়ে পালাতে পারবেন; আপনার মৎলব প্রায় সফল হয়েছিল। ঠিক আপনাদের ঈপ্সিত সময়েই বোমা ফেটে আগুণ লেগেছিল, চাকর বাকর ছুটোছুটি করছিল, বৈদ্যুতিক আলোক নিবে গেছল, ঘরের দোর খুলে দিয়ে ডিমেন আগুণে জল ঢালবার ব্যবস্থা করছিল। কি কি করে ঘরে ঢুকেছিলেন তা আমি জানি না, কিন্তু যখন বেরিয়ে যান তখন ডিমেন আপনাকে বামাল শুদ্ধ ধরেছিল।"

"আমি !—আমায় ধরেছিল ! মিঃ হাণ্ট, আপনি সজ্ঞানে সহজ অবস্থায় দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত গল্প আমায় বলছেন ? যদি বামাল শুদ্ধই আমায় ধরেছিল তবে মুক্তটা তখনই আমার কাছ থেকে কেড়ে নেননি কেন ?—ছেড়েই বা দিলেন কেন ? আর জ্বলন্ত ঘরে গেলুম, এলুম অথচ আমার একগাছা চুলও পুড়ল না এই বা কেমন কথা ? আমার প্রতি দারুণ ঘৃণার দরুণ আপনি আমার সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত কথা কইতে পাচ্ছেন না, তা আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এভাবে অন্যায় করে আমার ওপর এমন দোষারোপ করাটা কি আপনার উচিত হচ্ছে ?"

"আপনার বুদ্ধি-চাতুর্য্য, আর ডাক্তারের বিজ্ঞানবলে আগুনকে আপনারা বুড়ো আঙুল দেখিয়েছিলেন। একটা ফায়ারপ্রুফ জামায় আপনার আপাদ-মস্তক ঢাকা ছিল। ধরা পড়ে সে জামাটা ফেলেই আপনি পালিয়েছিলেন। জামাটা রাসায়নিক উপায়ে পরীক্ষা করে আমি জানতে পারি আগুণে তার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। সেটা এখনও বাড়ীতে আছে। একদিন হয়ত সেটা আপনার বিরুদ্ধে মূল্যবান প্রমাণরূপে ব্যবহার করতে পারব।"

"আপনি যে গল্প বললেন জগতের লোককে তা বিশ্বাস করাতে হলে আরও বেশী দামী প্রমাণের দরকার হবে মিঃ হাণ্ট! এ ঘটনা কোন তারিখে ঘটেছিল ?"

"২৯শে এপ্রিল রাত একটার সময় আগুণ লাগে।"

"২৯শে ? সেদিন ত আমি ডাক্তারের সঙ্গে লেডী সেভিলের বাড়ী নেমন্তন্নে গেছলুম। রাত একটার সময় আমি গাড়ী করে বাড়ী ফিরেছিলুম। মনে আছে, সেদিন আমি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম যে গাড়ীতেই ঘুমিয়ে পড়ি।—"

"এলসওয়ার্থে লেডী সেভিলের বাড়ী। বারোটা বেজে বিশ মিনিটে

সময় আপনারা সেখান থেকে বেরোন ; কাছেই রিচমণ্ড। রিচমণ্ডের রেল ষ্টেশনের কাছে আপনারা বাড়ীর গাড়ী ছেড়ে একখানা ভাড়াটে গাড়ী নেন, তারপর সটান এল্‌ম হাউসে আসেন তারপর যা যা ঘটেছিল তা আগেই বলেছি।"

"সেই বৃষ্টির রাত্রে ডিনার ড্রেসে আমি পোড়া ঘরে ঢুকে একটা নেকলেস চুরি করতে এসেছিলুম, এইকথা আপনি বিশ্বাস করলেন? আশ্চর্য্য আপনার কল্পনা-শক্তি আর অদ্ভূত বটে আপনার মস্তিষ্ক!"

"আপনার জামা জুতোয় কাদা লেগে গেছল। তার পরদিন ডিমেন সেগুলা দেখতে চাইলে, আপনি দেখাতে পারেননি।"

"ডিমেনকে?"—সহসা তাঁহার কৌতুক হাস্য-মণ্ডিত মুখখানা মলিন হইয়া গেল; ভয়ে ও উৎকণ্ঠাতে তাঁহার সারা মুখখানা ভরিয়া উঠিল। অকস্মাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া লিণ্ডা বলিলেন,—"ডিমেনই আগে আপনার এই অদ্ভুত গল্প হেসে উড়িয়ে দেবেন। আপনি যেদিনের কথা বলছেন তার পরদিন ডিমেন আমার সঙ্গে দেখা করতে গেছলেন—"

"তা আমি জানি। সে গেছল আপনাকে বলতে যে আপনার জামাটা তার কাছে আছে। আর আপনার মুখ থেকেই কথা বার করতে গেছল। আপনার ঝি তাকে যে জুতো দেখিয়েছিল সেটা কস্মিনকালে আপনি পরেন না, আর জামাটা ত ধোপার বাড়ী গেছেই বলেছিলেন, ডিমেনও বুঝতে পেরেছে যে আপনি মিছে কথা বলেছেন তাকে?"

"তাই সে মনে করেছে!"—তাঁহার দৃষ্টিতে ব্যথার ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার সমস্ত গর্ব্ব, সমস্ত আত্মদমনের ক্ষমতা যেন সহসা অন্তর্হিত হইল। কি যেন কি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছেন এমনিভাবে সম্মুখদিকে চাহিয়া তিনি একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"ডিমেনের কথা শুনুন। আমার মনে পড়েছে সেদিন আমি যে জামা জুতো পরে লেডী

সেভিলের বাড়ী গেছলুম সেগুলো তিনি দেখতে চেয়েছিলেন; আমার কাছে সেটা বিস্ময়কর ঠেকেছিল; তারপর তিনি একটা জামার কথাও বলেছিলেন, আর বাগানে আমায় ধরেছিলেন তাও বলেছিলেন বটে! আমি মনে করেছিলুন, আমি যেমন মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে বাস্তবের সঙ্গে তার পার্থক্য বুঝতে পারিনা, তিনিও বোধহয় সেই রকম স্বপ্ন দেখে থাকবেন। কিন্তু তিনিও আমার কাছে কোন অভিযোগ করলেন না বা আগুণ লাগার কথা কি চুরির কথা কিছু বল্লেন না?"

"তার তখন মন ভেঙে গেছল। সে পুনঃ পুনঃ আশা করেছিল যে আপনি তার কাছে সব কথা স্বীকার—"

"আমি সব কথা স্বীকার করব?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! আপনিই যে চোর তা সে জানত, সেই আপনাকে বাগানের মধ্যে ধরেছিল, তারই হাতে জামা ফেলে আপনি—"

"চুপ করুন!"—চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া লিণ্ডা দুইহস্তে মুখ ঢাকিলেন। "হ্যাঁ, এখন আমার মনে হচ্ছে বটে! তিনদিন আগে যখন তাঁর সঙ্গে বোটে করে বেড়াচ্ছিলুম তখন তিনি একটা অগ্নিকাণ্ডের কথা বলেছিলেন। বাগানের পথে যেতে যেতে একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন বটে, সেকথা শুনে আমার স্পষ্ট মনে পড়েছিল একটা অন্ধকার বৃষ্টির রাত্রে, একজন রমণী কি একটা বুকের কাছে চেপে ধরে পোড়া ঘর থেকে বেরুচ্ছিল, ফায়ার ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছিল।"—বলিতে বলিতে তিনি থামিয়া গেলেন। তাঁহার সারা দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এতক্ষণ পরে ফিলিক্সের প্রথম মনে হইল, রমণীকে তিনি ভুল বুঝেন নাই ত, তাঁহার উপর অবিচার করেন নাই ত? এমনও ত হইতে পারে যে বাস্তবিকই লিণ্ডা কিছু জানেন না শুধু ডাক্তারের ইচ্ছা-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া কলের পুতুলের ন্যায় তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন?

কতক্ষণ পরে মুখ হইতে হাত সরাইয়া লিণ্ডা বিবর্ণ মুখে, কম্পিত ওষ্ঠে ফিলিক্সকে বলিলেন,—"আপনি আমায় যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছেন, আপনার কথা শুনে আমার অনেকগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া কথা মনে পড়েছে। আমার মনে হচ্ছে যেন আমার জীবনটা দু'ভাগে ভাগ করা, একটা স্বপ্নে আর একটা জাগরণে। ডিমেনের ভালবাসার কথা শুনে ডাক্তার মাইকেল একদিন মিষ্টি কথায় এই রকমই কি একটা কিছু বলেছিলেন, এইজন্যেই আমায় বিয়ে করতে তিনি বারণ করেছিলেন।"—কথাটা স্বীকার করিয়া তিনি যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতে চাহিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন,—"এইজন্যেই ডিমেনকে বিয়ে করতে আমি রাজী হইনি—একথাটা তাঁকেও বলতে পারিনি। এখন আপনি ইচ্ছে করলে তাঁকে বলতে পারেন, তাহলে তিনিও আর আমায় ভাল বাসবেন না।"

"না তার ভালবাসা কিছুতেই টলবে না।"

ফিলিক্সের বাক্যের ফল ফলিল, মুহূর্ত্তে লিণ্ডার মুখখানি হর্ষোদীপ্ত হইয়া উঠিল,—"আপনি এই কথা বলছেন? তা হলে এটা নিশ্চয়ই সত্য কথা!"

"খুব সত্য কথা। ডিমেনের আপনার ওপর ভালবাসা আমি কোনমতে টলাতে পারিনি। সে আমার মত অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিল শুধু আপনাকে রক্ষে করবার জন্যে। যাতে আপনার ওপর চুরির দাবী না আসে সেজন্যে সে না করেছে কি? নিজের সমস্ত সম্পদ দিয়ে রাজকুমারের ক্ষতি পূরণ করেছে। আজ সকালে আপনার পাঠান বাক্স খুলে ফ্রেজার যখন মারা গেল তখন আপনি তাকে হত্যা করবার জন্যে বাক্সটা পাঠিয়েছেন বুঝতে পেরে বেচারা শোকে দুঃখে প্রায় ক্ষেপে গেছল! কিন্তু কিছুতেই আপনার বিরুদ্ধে সে

কোন কথা বলবে না। আমার মনে হয় তার এ ভালবাসা পাগলামী ছাড়া আর কিছু না।"

"তিনি আমায় ভালবাসেন অথচ আমি তাঁকে খুন করবার জন্যে এই ষড়যন্ত্র করেছি একথা তিনি বিশ্বাস করলেন কি করে? আমার জীবনের সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দ যে তাঁর ওপর নির্ভর করছে, সারা দিনরাতের মধ্যে একদণ্ডও যে তাঁকে আমি ভুলতে পারি না, সেই আমি তাঁকে হত্যা করব এ যে কল্পনারও অতীত!"

"কিন্তু আপনি যে বাক্স পাঠিয়েছিলেন তার কাঁচের আবরণের মধ্যে আরসিনিটরেটেড হাইড্রোজেন পোরা ছিল; সে গ্যাসের বিন্দুমাত্র নাকে গেলে অবধারিত মৃত্যু, দৈবক্রমে ডিমেন এই মরণের হাত এড়িয়েছে। এ সম্বন্ধে আপনি কি বলতে চান?"

"আমি এ কথা বিশ্বাস অবধি করি না। আপনি আমায় আন্তরিক ঘৃণা করলেও আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ডিমেনের সঙ্গে দেখা হলে আপনার সঙ্গে আমার যা যা কথা হল সমস্ত তাঁকে বলবেন, আরও বলবেন যে, আমি সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালবাসি যে, আমাদের দু'জনের আত্মা অভিন্ন—এ পৃথিবীতে যদি আমাদের মিলন না হয় পরপারে আমাদের মিলন হবেই। আমাদের চারিদিকে বিপদের মেঘ গূঢ় রহস্যের অন্ধকারে ঘেরে আছে, এ অন্ধকারে শুধু আমাদের প্রেমের আলোই ধ্রুবতারার মত আমাদের পরিচালিত করবে, এইকথা আমি বলে যাচ্ছি তাঁকে বলবেন মিঃ হাণ্ট!"

মিঃ উইলিয়াম ফ্রেজারের শব ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে আর ফিলিক্স ডিমেনের সহিত কোন কথার আলোচনা করিবার অবসর পান নাই।

ডাঃ মার্সডেন সতর্কতার সহিত সাক্ষ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, রক্তের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হয় কোন বিষাক্ত গ্যাসের শ্বাস লওয়ার ফলে ফ্রেজারের মৃত্যু হইয়াছে। আর একজন ডাক্তার সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন যে, মৃত্যু স্বাভাবিক সুতরাং আদালতে সেইকথাই গ্রাহ্য হইল।

লিণ্ডার দোষ সাব্যস্থ হইতে পারে এমন কোন কথাই ফিলিক্স বলিলেন না। তাঁহারা উভয় বন্ধুই সাক্ষ দিলেন যে, একটা নূতন সখের জিনিষ লইয়া ফ্রেজার কোষাগারে বসিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা উভয়ে কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পান। সাক্ষ শেষ হইলে ডিমেন কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে ফিলিক্সের দিকে চাহিলেন। তাহার পর কালভার্ট ষ্ট্রীটে ফিরিয়া আসিয়া ডিমেন বলিলেন,—"অনর্থক আমি তোমার জন্যে উৎকণ্ঠিত হচ্ছিলুম। তোমার দৃঢ়বিশ্বাস বাক্সটাই ফ্রেজারের মৃত্যুর কারণ, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়।"

"পরন্তু ঐটিই তার মৃত্যুর প্রধান কারণ। ডাঃ মার্সডেন আর আমি একথা দৃঢ়তার সহিত বলতে পারি কিন্তু প্রমাণ অভাবে কিছু করা শক্ত!"

"করনারের বিচার থেকে তোমার এ ভ্রম কেটে যাওয়া উচিত ছিল। তোমার বন্ধুত্ব অমূল্য হলেও বার বার তুমি যদি এমন করে লিণ্ডাকে আক্রমণ করে কথা বল তা হলে ত আমাদের এক সঙ্গে থাকা চলে না।"

"না, আমি লিণ্ডাকে আক্রমণ করতে চাই না বরং লিণ্ডাকে এ বিষয়ে

সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলেই আমার মনে হচ্ছে কারণ কাল রাত এগারটার সময় তোমার প্রণয়িনী আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন; তাঁকে যখন বল্লুম যে,—"যে বাক্স খুলেছিল সে মরে গেছে, তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।"

"কি হৃদয়হীন তুমি ফিলিক্স!"

"সত্যি বলছি, আমারও তখন তাই মনে হয়েছিল। আমি তাকে একখানা চেয়ারে শুইয়ে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ধূমপান করতে লাগলুম। তারপর অনেকক্ষণ আমাদের কথাবার্ত্তা হয়েছিল। সে সব কথা তোমায় বলব বলে আমি তাঁকে কথা দিয়েছি।"

ফিলিক্স যতদূর সম্ভব পূর্ব্বরাত্রের কথাগুলা বন্ধুকে বলিয়া বলিলেন, "এখন আমি কি সিদ্ধান্ত করেছি জান? এখন সিদ্ধান্ত করেছি যে লিণ্ডা ডাক্তারের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন, তাঁহার নিজের কোন হাত নেই এতে। আর নেক্‌লেসটা এখন ডাক্তারের কাছেই আছে।"

"তা আমি বরাবরই জানি।"

"কিন্তু ডাক্তারটাকে ধরা যায় কি করে? সে ত সাধারণ চোর নয়। আমরা যে তার পেছু লেগেছি তা সে জানতে পেরেছে। তারই কথামত লিণ্ডার জামা জুতা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, আর লিণ্ডার ঝির মুখে সে নিশ্চয় তোমার পোষাক দেখার কথা জানতে পেরেছে। তার চাকর ডেট্রিচের মুখে সে আমাদের ভিটেক্‌টিভের কথা বের করবার চেষ্টাও জান্‌তে পেরেছে তা কালরাত্রে ষ্টেজের দোর গোড়ায় মনিব চাকর দু'জনেই তোমায় চিনতে পেরেছিল। শেষ চালটা সে খুব তাড়াতাড়ি চেলেছিল। লিণ্ডা যখন তোমায় বাক্সটা নিজের হাতে খোলবার জন্য বলতে আমায় অনুরোধ করে ডাক্তার তখন সে কথাটা শুনেছিল। তারপর আবরণটা থেকে হাওয়া বার করে তাতে বিষাক্ত গ্যাস পুরে

দেয়। খুব সাংঘাতিক চাল বলতে হবে—কিন্তু ম'ল আর একজন। আর এ চালের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, দোষটা তার ঘাড়ে না পড়ে লিণ্ডার ঘাড়ে পড়বে।"

সে রাত্রিটা উভয়ে দোকানে কাটাইবেন স্থির করিলেন। তাঁহাদের নিযুক্ত ডিটেক্‌টিভ গ্রেহামের নিকট তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, ডাক্তার সেদিন ডিউক অব অলেষ্টারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইবে। আহারে বসিয়া ফিলিক্স বন্ধুকে বলিলেন,—"আজ রাত্রে আমি কি করব বলতে পার?"

সমালোচকের দৃষ্টিতে ডিমেন তাঁহার দিকে চাহিলেন। ফিলিক্স সাধারণতঃ সাজসজ্জার পক্ষপাতী ছিলেন না। গায়ের অপেক্ষা বড় জামা, বড় জুতা, নরম কলার ও নরম টুপী তিনি ব্যবহার করিতেন, কিন্তু আজ একটা গার্ডিনিয়া তাঁহার জামায় গোঁড়াছিল, মুক্তা বসান বোতাম সার্টের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল এবং নাসিকার উপর সোণার চসমা জাঁকিয়া বসিয়াছিল। "আজকাল আর গার্ডিনিয়ার ব্যবহার নেই; তা যাক্, তোমার এসব সাজগোজের কারণ কি বলত?"

"এ ফুলের আর যুগ নেই তা আমি জান্‌তুম না, যাক্ আধুনিক সভ্যতার কাছাকাছি এসেছি ত! আমি আজ এক মাথাপাগলা ধনীর সন্তান সেজেছি—থিয়েটারই আমার একমাত্র গন্তব্যস্থান, লা-বেলি-কেরীটার প্রেমে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি!"

"ও বুঝেছি এক্ষণে! তুমি লা-কেরীটার অন্তরালে থেকে ডাক্তার মাইকেলকে আক্রমণ করতে চাও?"

"হ্যাঁ, সেই চেষ্টাই আমি করছি। ডাক্তারকে আমি যতদূর চিনেছি তাতে মনে হয়, লা-কেরীটার ঘৃণা দেখে সে আরও বেশী করে তার অনুগামী হয়ে পড়বে। ডাক্তারের মত লোক—যে আপনার সামান্য ইচ্ছে

পূর্ণ করতেও স্বর্গ মর্ত্ত আলোড়িত না করে ছাড়ে না, সে যে এই নগণ্য নর্ত্তকীকে বশে আনতে পারবে না এ আমার বিশ্বাসই হয় না।"

"তুমি কি করবে ?"

"আমি লা-কেরীটাকে নাচিয়ে যাতে সে ডাক্তারের কাছ থেকে গ্রেসাম মুক্ত হস্তগত করতে পারে তারি চেষ্টা করব।"

"এমন পাগলামী ডাক্তার কিছুতেই করবে না।"

"চেষ্টা করতে দোষ কি ? লোকটা মহা ধড়িবাজ হলেও সে মানুষ ত! আর তার এখন যে বয়েস এই সময়ই ত লোকের ভীমরতি হয়! মেয়েদের চল্লিশ আর পুরুষের পঞ্চাশে গমনোন্মুখ যৌবন একবার শেষ দীপ্তি ছড়িয়ে নেয়। চুরির সন্ধান আর ফ্রেজারের মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নেবই নেব। লা-কেরীটা এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করবে;—একবার অন্ততঃ সে চেষ্টা করতেও ক্ষতি কি ? সেই আমাদের যে সাপ নেকলেসটা বিক্রী হয়নি সেইটা মাগীকে দেব; এটা যে পোড়ো মাল তা তাকে জানতে দেব না।"

তাহার পর ফিলিক্স গমনোদ্যত হইলে ডিমেন বলিলেন,—"দেখো যেন সত্যিই লা-কেরীটার প্রেমে পড়ে যেয়ো না, তাহলে কিন্তু চুরন্ত চালাকী হবে।" বন্ধু চলিয়া গেলে ডিমেন বসিয়া লিণ্ডার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। লিণ্ডা একবার দেখা করিতে আসিলে ভাল হয়, তাঁহার যে অনেকগুলা কথা বলিবার রহিয়াছে! মৃতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে পড়িয়া পড়িয়া ডিমেন একান্ত মনে লিণ্ডাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত শব্দ শুনিতে পাইলেন,—কে যেন দ্বারের কড়া ধরিয়া নাড়া দিল, তাহার পর ঘণ্টার ধ্বনি হইল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খোলার শব্দ হইল তৎপরে ডিমেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন লিণ্ডা গ্রেগারীকে বলিতেছেন,—"আমি মিঃ সায়ারের সঙ্গে দেখা করব।"

আসন ছাড়িয়া উঠিয়া ডিমেন লিণ্ডার উভয় হস্ত ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ' অবধি তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। লিণ্ডার নেত্রে তখন কোমল দৃষ্টি, স্বপ্নাবিষ্ট ভাব। নিম্নস্বরে লিণ্ডা বলিলেন,—"তুমি আমায় ডাকছিলে, নয়? আমি বই পড়ে লেডী কেরীকে শোনাচ্ছিলুম, কিন্তু বই মুড়ে রেখে আমায় আসতে হল।"

উভয় বাহুর মধ্যে তাঁহাকে বন্দী করিয়া ডিমেন বলিলেন,—"আর তুমি সেখানে যেয়ো না লিণ্ডা!" বিস্ময়-দৃষ্টিতে প্রণয়ীর দিকে চাহিয়া লিণ্ডা বলিলেন,—"আর মোটেই ফিরে যাব না?"

"তা নইলে প্রেম-ক্ষুধা মেটে কই লিণ্ডা? যে আমার প্রাণের প্রাণ, সে যে একজন শত্রুর কবলে পড়ে থাকবে, তাহা আমি আর কত দিন সইব?"

"শত্রু কে?—ডাক্তার মাইকেল নাকি?"

"হ্যাঁ, তার কথাই আমি বলছি। এতদিনেও তুমি তাকে চিনতে পারনি! তুমি জান লোকটা সজ্জন, বিদ্বান—"

"তিনি সজ্জন, বিদ্বান ত বটেই ডিমেন!"

"না, লোকটা যতদূর বদ হতে হয় তাই! সে আপনার একটা ক্ষুদ্র-তম ইচ্ছা পূর্ণ করতেও লোকের প্রাণ সংহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। অসীম ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে সে সেটা লোকের অনিষ্টের জন্যে নিয়োগ করছে। রোগীদের কলের পুতুলের মত বশ করে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করছে। তোমার বাপ তার হাতে তোমায় সঁপে দিয়ে গেছেন, ফলে হয়েছে এই যে, সে তোমায় তার 'ইচ্ছে-শক্তি' দিয়ে ক্রীতদাসী করে রেখেছে, তোমার নিজের আর কোন স্বাধীনতা নেই। আমার ওপর ভালবাসা তোমায় কতকটা রক্ষে করছে। এখনও যদি মুক্ত হতে চাও

তবে আর একটুও সময় নষ্ট কর না, আর ক্রেভান হাউসে ফিরে যেয়ো না।"

"তা হলে কোথায় যাব আমি ?"

"হ্যামষ্টেডে আমার মাসীমা লেডী ক্রলী থাকেন, চল আজ তোমায় সেইখানে রেখে আসিগে। যতদিন না আমাদের বিয়ে হয় তুমি সেই-খানেই থাক্‌বে।"

ধীরে ধীরে ডিমেনের বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লিণ্ডা বলিলেন,—"কিন্তু আগেই ত তোমায় বলেছি ডিমেন, যে আমাদের বিয়ে হতে পারে না ? দোহাই তোমার, এর কারণ আমায় জিগেস করনা।"

"আমি তোমার কাল্পনিক হেতু জানি লিণ্ডা! ডাঃ মাইকেল তোমায় বলেছে যে সময় সময় তোমার স্বাভাবিক জ্ঞান থাকে না, এইজন্যই কাউকে বিয়ে করা তোমার উচিত নয়, কেমন নয় কি ?"

কুণ্ঠিতস্বরে লিণ্ডা বলিল,—"হ্যাঁ!"

"এ তার একটা শয়তানী চাল ;—তোমায় আর তোমার সম্পত্তি হাতে রাখবার এ একটা ফন্দী ছাড়া আর কিছু না।"

"তোমার কথা মেনে নিতে পারলে আমি বড় সুখী হতাম কিন্তু আমি জানি ডাক্তার মিথ্যে কথা বলেননি। সময় সময় এমন অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখি—আর খেয়াল এসে জোটে যে—"

"তুমি ভারি ভীতু আর কল্পনা-প্রিয় সেইজন্যই এমন হয়! তা ছাড়া শয়তান ডাক্তারটা এই দশ বছর ধরে তোমার ওপর তার ইচ্ছাশক্তি চালনা করছে।"

"না ডিমেন, তুমি ডাক্তারের ওপর অবিচার করছ! ডাক্তার আমায় ঠিক বাপের মত স্নেহ দেখিয়ে, আমার রোগ সারিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সকল রকমে আমায় সাহায্য করে আসছেন। যাঁর কাছে আমি এতদূর

ঋণী, সেই শ্রদ্ধার পাত্রকে তুমি এমন করে অবিচার করছ দেখে সত্যিই আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। মিঃ হাণ্টের কথা আমি কাণেই তুলিনি। আমার ওপরও তিনি সুবিচার করেননি। স্পষ্ট কাল তিনি আমার মুখের উপর বল্লেন যে, একটা পোড়া ঘর থেকে আমি গ্রেসাম মুক্ত চুরি করেছি, তারপর আমি তোমার জীবননাশের চেষ্টা করেছি। আবার নাকি যখন মুক্তটা চুরি করে নিয়ে যাই তখন তুমি—"

"সে সত্যি কথাই বলেছে লিণ্ডা !"

"ডিমেন !"

"অগ্নিকাণ্ডের রাত্রে সত্যিই আমি তোমায় বাগানে ধরেছিলাম। তুমি নেকলেস নিয়েছ কিনা তা আমি ঠিক জানি না ; তবে পোড়া ঘর থেকে একা তুমিই বেরিয়েছিলে, একা তুমিই সিন্দুক খোলবার সঙ্কেত জানতে। আগুণ নিভলে ঘরে গিয়ে দেখলুম সিন্দুকটা মোটেই নষ্ট হয়নি, তার ডালা খোলা, সাঙ্কেতিক অক্ষর লিণ্ডা এস সাজান রয়েছে।—আর তার মধ্যে থেকে নেকলেসটা উড়ে গেছে !"

"এই অসম্ভব গল্প যদি তুমি বিশ্বাস করে থাক তবে একথাও বিশ্বাস করেছ নিশ্চয় যে আমি চোর আর পাগল ?"

"না লিণ্ডা, তা আমি মনে করিনি। আমার কি বিশ্বাস শুনবে ? প্রথম প্যারীতে যখন ডাক্তার মুক্তটা দেখে সেই সময় থেকেই সেটা সে হাতাবার মৎলব করে। হয় তোমার কাছে বা তোমার বাপের কাছ থেকে তিন বছর আগে আমি তোমায় কত ভাল বাসতুম তা সে জানতে পারে ;—আরও জানতে পারে, সম্প্রতি মুক্তাটা আমার কাছেই আছে। এই একটা সে মস্ত মরশুম পেলে। তারপর তোমাদের বাড়ীতে রাজকুমার আর আমার নেমন্তন্ন হয়। তারপর তোমরা আমাদের দোকানে এলে, সেখানে ডাক্তারের ইচ্ছেমত তুমি মুক্তটা লুকিয়ে ফেল।"

"ডিমেন তুমি—তুমিও তাই বিশ্বাস কর যে ইচ্ছে করে আমি—"

"না লিণ্ডা, তা আমি বিশ্বাস করি না, আমি জানি যে তখন ডাক্তারের ইচ্ছাশক্তি তোমার জ্ঞান লোপ করেছিল।"

"কিন্তু ডিমেন, ডাক্তার আমার উপর একদিনও ইচ্ছাশক্তির চালনা করেননি!"

"তোমার জ্ঞানে কোনদিন সে এ কাজ না করলেও তোমায় সে তার আয়ত্তাধীন করে রেখেছে। প্রথম যেদিন ক্রেভান হাউসে তোমার সঙ্গে দেখা হল সেদিন আমি স্পষ্ট শুনেছি ডাক্তার তোমায় মুক্তটা দেখতে চাইতে আদেশ করলে—"

"তুমি শুনেছ? কিন্তু আমি ত নিজেই দেখতে চেয়েছিলুম।"

"কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনেছিলুম, তবে সেটা তখন আমি গ্রাহ্যই করিনি। তারপর ডাক্তার যখন আমাদের দোকানে আসে তখন তার কাছে নিঃসন্দেহ একটা নকল মুক্ত ছিল, আমার বন্ধু হাণ্ট অতটা সতর্ক না হলে সেইদিনই সে সেটা হাতাত।"

"ডাক্তার মাইকেল চুরি করবে?—এযে অবিশ্বাস্য! তাঁর ত যথেষ্ট সম্পত্তি আছে তার ওপর দর্শনীও ত অনেক পান। এখন আবার রোগীর সংখ্যা আরও বেড়ে উঠেছে, সুতরাং তাঁর আয় ত বড় সামান্য নয়, তা ছাড়া তাঁর কাছে টাকার কোন দামই নেই যে—"

"কিন্তু গ্রেসাম মুক্ত তার কাছে অমূল্য! আচ্ছা, লেডী সেভিলের বাড়ী থেকে ফেরবার সময় তুমি গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছিলে মনে হয়?"

"আমারও তাই মনে হয়, কারণ ডাক্তার মাইকেল বাড়ীর দোর গোড়ায় হাত ধরে নামাবার আগে কি হয়েছে না হয়েছে আমার কিছু মনে নেই।"

"মনে করে দেখদেখি, সে সময় কিছু স্বপ্ন দেখেছিলে কি? আমি যা বল্লাম সেই রকম কিছু—"

"দাড়াও!"—চকিতে বিদ্যুৎপৃষ্টার ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মুদ্রিত চক্ষে অঙ্গুলি মর্দ্দন করিতে করিতে লিণ্ডা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।—"মনে পড়েছে—সে এক ভয়ানক স্বপ্ন—পা পুড়ে যাচ্ছে—মুখের চারদিকে আগুণের লেলিহান জিহ্বা লক্ লক্ করে ছুটে বেড়াচ্ছে। আগুণটা দু'পাশে জ্বলছিল আমি মধ্যিখান দিয়ে যাচ্ছি, ঐ সিন্দুকটা দেখা যাচ্ছে! আমি সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলো সাজালুম, সিন্দুক খুলে ভেতরে যা কিছু ছিল নিলুম। তারপর আগুণ আর তার গর্জ্জন চলে গেল, তার জায়গায় অন্ধকার আর বৃষ্টি, পথে ভিজে গাছের ডালে আমার গতিরোধ হচ্ছে—তারপর কে আমায় ধরলে—তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। এ সব কি? শুধুই কি স্বপ্ন? আমি যে বুঝে উঠতে পারছি না! তারপর আমার দেহ হিম হয়ে এল, আমি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়লুম। ডিমেন, কই তুমি ডিমেন?"

"এই যে আমি প্রিয়তমে!"—ডিমেন তাঁহাকে বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিলেন। কিয়ৎক্ষণ অবধি লিণ্ডা মুদ্রিত নয়নে ডিমেনের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া শুইয়া রহিলেন অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি ডিমেনের মুখের দিকে চাহিয়া বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"এই দেখ ডিমেন, ডাক্তার ত বড় মিছে কথা বলেননি, সহজ-জ্ঞানী আমাকে কিছুতেই বলা যায় না।"

"লিণ্ডা. তোমার যদি উন্মত্ততা এসে থাকে তাহলে আমার যে আরও বেশী করে তোমায় ভালবাসা উচিত। স্নায়ুর ওপর দারুণ অত্যাচার করার ফলে এখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ। আমাদের:বিয়ের পর শ্রান্তি বিশ্রাম ও নূতনত্বের মাঝে পড়ে এ সব দুঃখময় অতীতের কথা ভুলে যাবে।"

"কিন্তু সে অনুমতি ত ডাক্তার মাইকেল—"

"আমরা তার অনুমতি নেব না।"

"লেডী কেরীও এ বিয়েতে মত দেবেন না। ডাক্তার যা বল্‌বেন তাইতেই তিনি সায় দেবেন।"

"তাহলে তাঁর অনুমতিও আমরা নেব না।"

"তাহলে যে আমার যথা সর্ব্বস্ব সব খোয়াতে—"

"আমি তা আগেই খুইয়েছি। শুধু আমাদের পরস্পরের প্রেম সম্বল করেই আমাদের জীবন আরম্ভ কর্‌তে হবে। আমি তোমায় খেটে খাওয়াব। রাজী আছ লিণ্ডা?"

"হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে যাব। তোমায় আমি বড় ভালবাসি ডিমেন, তুমি যা বল্‌বে আমি তাই কর্‌ব।"

ত্বরিতহস্তে লিণ্ডাকে ওভার কোটটা পরাইয়া দিয়া ডিমেন বলিলেন,—"তবে আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট কর না। এখুনি গাড়ী করে চল আমরা মাসীমার বাড়ী যাই। কালকেই আমি বিয়ের ব্যবস্থা করব—তারপর দেখব, শুধু ডাক্তার মাইকেল কেন, সারা জগতের মধ্যে কে তোমায় আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়।"

"এখুনি চল ডিমেন! আমার মনে হচ্ছে কি একটা এখুনি আমাদের সুখের প্রতিবন্ধক হবে। এত সুখ আমার অদৃষ্টে সইবে কি?"

বাহিরে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। ডিমেন লিণ্ডার হাত ধরিয়া হলঘরের মধ্য দিয়া বহির্দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। গ্রেগারী দ্বার খুলিয়া দিল। ডিমেন লিণ্ডাকে লইয়া বহির্গমনোদ্যত হইলে প্রবেশোদ্যত জনৈক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ তাঁহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

আগন্তুক ডাক্তার মাইকেল!

# ( ২৩ )

সহসা বাধা প্রাপ্ত হইয়া ডিমেন্ চৌকাটের উপর দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন লিণ্ডাকে লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা যুদ্ধ হইবে ; কথাটা বুঝিতে পারিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এটাও বুঝিলেন যে, এমন ক্ষমতাশালী শত্রুকে পরাভূত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য !

লিণ্ডাকে লইয়া ডিমেন পুনরায় পূর্ব্বকক্ষে ফিরিয়া গেলেন। ডাক্তারও অনাহূতভাবে সেই কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন। লিণ্ডার দিকে ফিরিয়া স্নেহের তিরস্কারের-স্বরে তিনি বলিলেন,—"এ সবের মানে কি লিণ্ডা ? বিকেলে তোমায় অসুস্থ দেখে গিয়ে আমি একটুও সুস্থির থাকতে পারিনি তাই অবসর পাবামাত্রই বাড়ী গেছলুম—গিয়ে দেখলুম তুমি বাড়ী নেই, তখনই বুঝলুম কে তোমায় নিয়ে গেছে—কোথায় তুমি গেছ।"

ডিমেন লিণ্ডার হাতখানা আরও জোরে চাপিয়া ধরিলেন। লিণ্ডার সারা দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি কোন কথা কহিলেন না।

ডাক্তার এইবার ডিমেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন ;—"আর আপনি মশায় যে চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন তাতে অপনাকে আর ভদ্রলোক বলে গণ্য করা যায় না। আমি আর লিণ্ডা দু'জনে মিলে আপনাকে অনুরোধ করে নিরস্ত করতে পারলুম না। আপনার বন্ধু মিঃ হাণ্টকে দিয়ে আমাদের অসম্মতির কারণ অবধি জানালুম তবু আপনি লিণ্ডাকে বিরক্ত করছেন কেন? আপনার একটুও আত্মসম্মান জ্ঞান থাকলে কখনই অমন কাজ করতেন না।"

তেমনিভাবে লিণ্ডার হাত ধরিয়াই ডিমেন বলিলেন,—"আপনারও

যদি কিছুমাত্র আত্মসম্মান জ্ঞান থাকত তা হলে কথনই আপনার হাতে সঁপে দেওয়া এই ক্ষীণাঙ্গীর উপর দশ বছর ধরে ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষা চালাতেন না ;—আপনার উচ্চাভিলাষ পূরণের যন্ত্র-স্বরূপ তাকে ব্যবহার করতেন না।"

কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত না হইয়া ডাক্তার বলিলেন,—"আপনার কথার মানে কি ?"

"আরও বুঝিয়ে বলবার দরকার হবে কি ? লিণ্ডার সামনেই বলব, আপনাকে ত আমি চিনে নিয়েছি ডাক্তার !"

"চিনেছ ? তুমি ? লিণ্ডা, এখুনি ওকে ছেড়ে আমার সঙ্গে বাড়ী চল।—" আদেশটা শুনিবামাত্র লিণ্ডা কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষে নিদ্রালসভাব ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তিনি ডিমেনের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ডিমেন লিণ্ডার হাতখানা জোরে চাপিয়া ধরিয়া অপর হস্তে তাহার কটিবেষ্টন করিয়া বলিলেন,—"লিণ্ডা, ওর ইচ্ছেকে বাধা দাও। যদি আমায় একটুও ভালবাস তবে প্রাণপণ শক্তিতে ওকে বাধা দাও লিণ্ডা। ডাক্তার তোমায় ইচ্ছাশক্তির বশীভূত করেছে,—নিজের স্বার্থের জন্য আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সংকল্প করেছে। ওর দিকে তাকিও না, ওর কথা শুননা। মনে কর লিণ্ডা আমায় তুমি কত ভালবাস, সেই ভালবাসার কথা স্মরণ করে আমার কাছে দাঁড়িয়ে থাক। তিন বছর আগেকার মত আজ যদি আবার আমরা বিচ্ছিন্ন হই তাহলে জীবনে আর মিলন হবে না তা বেশ জেনো। তোমার মন, তোমার আত্মা আমার, কাল আমরা জীবন-মরণ সম্বন্ধে আবদ্ধ হব—আজ আমায় ছেড়ে যেও না লিণ্ডা !"

কয়েক মুহূর্ত্ত অবধি লিণ্ডা ইতস্ততঃ করিয়া সহসা ডাক্তারের দিকে

পিছন ফিরিয়া বলিলেন,—"আমি—আমি তোমায় বড় ভালবাসি ডিমেন—আমি তোমায় ছেড়ে যাব না।"

"আপনার কথার জবাব পেয়েছেন ত ডাক্তার! লিণ্ডার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, সে নিজে স্বেচ্ছায় আমায় স্বামীত্বে বরণ করেছে, যতদিন না আমাদের বিয়ে হয় লিণ্ডা আমারই কোন আত্মীয়ার কাছে থাকবে। আর অনর্থক দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

কিয়ৎক্ষণ অবধি ডাক্তার স্তব্ধ বিস্ময়ে অভিনব মুখভঙ্গি সহকারে প্রণয়ী-যুগলের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি বোধহয় আপনার সমস্ত শক্তি দিয়া উভয়কে ভস্ম করিবার বাসনা করিতেছিলেন।

লিণ্ডার মস্তক ডিমেনের বক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল। ডাক্তার সহসা অগ্রসর হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন, তাহার পর দৃঢ়স্বরে আদেশ করিলেন,—"এখুনি ওকে ছেড়ে এস লিণ্ডা!"

আগ্নেয়াস্ত্রের মত ভীষণধ্বনিতে কথাগুলা উচ্চারিত হইল। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টার ন্যায় লিণ্ডা এমনি অতর্কিতে এবং এত অধিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া ডিমেনের আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইলেন যে ডিমেন বাধা দিবার অবসর মাত্র পাইলেন না। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। লিণ্ডা সেকার্য্যে বিন্দুমাত্রও বাধা প্রদান করিলেন না।

ডাক্তার দ্বার খুলিবার পূর্ব্বে ডিমেন এক লম্ফে গিয়া দ্বারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিয়া বলিলেন—"লিণ্ডা, ভগবানের দোহাই, আমায় ছেড়ে যেয়ো না। আজ যদি চলে যাও তবে জীবনে আর আমাদের দেখা হবে না। আবার কেন ডাক্তারের ইচ্ছাশক্তির বশীভূত হচ্ছ লিণ্ডা, থাক, যেয়ো না।"—বলিতে বলিতে ডিমেন লিণ্ডার উভয় হস্ত ধরিয়া আপনার বক্ষের উপর টানিয়া লইলেন। লিণ্ডার

উভয় চক্ষে দারুণ বেদনার দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল! ডিমেনের কথা শেষ হইলে লিণ্ডা সহসা সরিয়া একাকী একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, —"শোন ডিমেন, আর তুমিও শোন ডাক্তার মাইকেল, আমি ডিমেনকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি—সর্ব্বদা আমি ডিমেনের কাছেই থাকতে চাই —ইহকালে পরকালে আমি ডিমেনকেই শুধু ভালবাসিব। এখন আমায় মরতে দাও!"—তাঁহার শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বস্তির গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল, তাহার পরই তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। চকিতে ডিমেন ও ডাক্তার লিণ্ডার পার্শ্বে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিলেন। ডাক্তার কর্ত্তৃত্বেরস্বরে বলিলেন,—"আমি লিণ্ডার পারিবারিক চিকিৎসক, এখন আমার হাতে একে ছেড়ে দাও। তুমি এখান থেকে যাও।" ডাক্তার লিণ্ডার অক্ষি-পল্লব তুলিয়া পরীক্ষা করিলেন, তাঁহার বক্ষ স্পন্দন অনুভব করিলেন,—তাহার পর ডিমেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, —"খুব কাজ করেছ তুমি, বেচারা লিণ্ডা আমার মারা গেছে।"

## ( ২৪ )

"না, লিণ্ডা কিছুতেই মরেনি।"

"আমি ডাক্তার, আমার চেয়ে তুমি বেশী বোঝ,—তা বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছে মনে করতে পার। বক্ষের স্পন্দন থেমে গেছে, নাড়ী ডুবে গেছে, আবার কি চাও? তুমিই এর মৃত্যু ঘটালে।"

"না, লিণ্ডা মরেনি, মূর্চ্ছা গেছে, আরও একবার আমার সামনে এমনি মূর্চ্ছা গেছল।"

"না, এ মূর্চ্ছা নয়।"

"হ্যাঁ, এ যে সাধারণ মূর্চ্ছা নয় তা আমিও জানি। আপনার পাশবিক পরীক্ষার ফলে লিণ্ডার সমস্ত স্নায়ুর বন্ধন ছিঁড়ে গেছে।"

"মিঃ সায়ার, আমার কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তা হলে বরং আর কোন ডাক্তারকে ডেকে আন, অনর্থক আমায় গালাগালি দিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ কি ?"

"এখুনি আমি ডাক্তার মার্সডেনকে ডেকে আনছি !"

ডাক্তার লিণ্ডাকে শিশুরমত অবলীলাক্রমে তুলিয়া একখানা সোফার উপর শায়িত করিলেন। ডিমেন লিণ্ডার অসাড় দেহের পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া বলিলেন,—"না, কিছুতেই লিণ্ডা মরেনি, আমি বড় গলায় বলছি, লিণ্ডা বেঁচে আছে।"

ডাঃ মাইকেল ততক্ষণ কক্ষান্তর হইতে একটা আয়না আনিয়া বলিলেন—"তোমার কথা সত্যি হলেই বাঁচি. কিন্তু আমার খুব বিশ্বাস লিণ্ডা আর বেঁচে নেই। তুমি যে ডাক্তারের কথা বল্লে তাঁর বাড়ীটা এখান থেকে কতদূরে ?"

"এই রাস্তার শেষেই। আমি এখুনি গিয়ে তাঁকে ডেকে আনছি !" —বলিতে বলিতে ডিমেন ত্বরিতহস্তে টুপীটা পাড়িয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং দশ মিনিটের মধ্যেই ডাঃ মার্সেডেনকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

গভীর উত্তেজনায় ডিমেন বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় দেখিতে পাইলেন না যে তাঁহাদের জন্য বাহিরে যে গাড়ীখানা অপেক্ষা করিতেছিল এখন আর সেখানা সেখানে ছিল না। উত্তেজিতভাবে দ্বার খুলিয়া লিণ্ডা যে সোফায় শায়িতা ছিলেন সেই কক্ষের নিকট গিয়া ডিমেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। লিণ্ডা নাই কক্ষ শূন্য !

গ্রেগারীকে ডাকিয়া পাগলের মত তিনি তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। গ্রেগারী বলিল,—"আপনি এখান থেকে বেরুবামাত্র ভদ্রলোকটী রমণীর দেহ গাড়ীর উপর তুলে নিজেও

উঠে বসলেন, তারপর গাড়োয়ানকে বল্লেন,—"ক্রেভান হাউস—জোরে হাঁকাও!" আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখে বল্লেন,—'তোমার মনিবকে বল মেয়েটা মরে গেছে আর তার সঙ্গে দেখা হবে না।"

হতাশভাবে ডিমেন বলিলেন,—"কি বোকা! কি বাঁদর আমি! এমন শয়তানটাকে পালাবার অবসর দিলুম? ডাক্তার মার্সডেন দয়া করে একবার এখুনি আমার সঙ্গে ক্রেভান হাউসে চলুন!"

এখানেও তিনি বিফল মনোরথ হইলেন। ডিমেনের অনুসন্ধানের উত্তরে ভৃত্য বলিল "লেডী কেরী তখনও ফিরেন নাই; ডাক্তার মাইকেল যে কোথায় তাহা সে জানে না।"

অনর্থক আর ডাক্তার মার্সডনকে আটকিয়া রাখিয়া ফল নাই জানিয়া ডিমেন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া নিজে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে একটী একটী করিয়া বাড়ীর সমস্ত আলোকগুলা নিভিয়া গেল। তথাপি কিয়ৎক্ষণ অবধি তিনি সেই পাড়ার মধ্যে ঘুরিয়া লইলেন উত্তেজনা ও প্রেম তখন তাঁহার মাথার মধ্যে আগুণ জ্বালিয়া দিয়াছিল পরদিন বেলা আটটার সময় তিনি পুনরায় ক্রেভান হাউসে অনুসন্ধান করিলেন।

ভৃত্য বলিল,—"আজ সকাল সাতটার সময় বুড়ী লেডী কেরী একখানা টেলিগ্রাম পেয়ে বিচলিত হন; তার প্রায় আধঘণ্টা পরেই কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি তাঁর দাসীকে সঙ্গে নিয়ে একখানা গাড়ী করে কোথায় গেছেন।"

গাড়ীখানা যে কোথায় গেছে তাহা সে বলিতে পাড়িল না। লিণ্ডার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে গতকল্য হইতে লিণ্ডা বাড়ী ফিরেন নাই; ভৃত্যমহলের দৃঢ়বিশ্বাস কোন একটা কিছু বড় রকমের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকিবে।"

ক্রেভান স্কোয়ার ত্যাগ করিয়া ডিমেন তাঁহাদের নিযুক্ত ডিটেক্‌টিভের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; তাঁহার সহিত একঘণ্টাকাল আলাপ করিয়া বেলা দশটার সময় তিনি কালভার্ট ষ্ট্রীটের দোকানে ফিরিয়া আসিলেন।

হাণ্ট উৎকণ্ঠিতভাবে তাহারই প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন,—"তোমায় দেখে নিশ্চিন্ত হলাম, আমার ত উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না হে! একি তোমায় যে জীন্মৃতের মত দেখাচ্ছে। রাত্রে খাওয়াও হয়নি, ঘুমও হয়নি বোধ হয়?"

ফিলিক্সের অনুরোধে ডিমেন কিছু আহার করিয়া লইলেন।

তাহার পর গতরাত্রের ঘটনা একটী একটী করিয়া বন্ধুর নিকট সমস্তটা বলিলেন। ফিলিক্স সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন,—"লিণ্ডা নিশ্চয়ই বেঁচে আছে, তা না হইলে ডাক্তার তাকে নিয়ে পালাবে কেন? এখন তার মৎলব হচ্ছে তোমার সামনে থেকে লিণ্ডাকে সরিয়ে রাখা আর সে বেঁচে রইল কি মরে গেল সে খবরও কিছু না দেওয়া। কিন্তু ডিমেন, তুমি আমার কথা শোন, লিণ্ডাকে ডাক্তারের কবল থেকে রক্ষে করবার আশা ত্যাগ কর;—যদি তা না কর তা হলে হয়ত লিণ্ডা সত্যিই মারা যাবে। ডাক্তার লোকটা যেমনি বিদ্বান্ ঠিক সেই পরিমাণ শয়তান, তোমার আর লিণ্ডার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে হয়ত তাকে সত্যিই পাগল করে দেবে।"

"আমরা তাকে হারাব;—তাকে পরাস্ত করতেই হবে। তা ছাড়া ত আর উপায়ান্তর দেখি না। তোমার মত আমার একজন বন্ধু থাকৃতে ডাক্তার আমার সর্ব্বস্ব চুরি করে নেবে, আমার গলায় ছুরি দেবে, আর তাই আমি সহ্য করব? কেন, আমাদের কি বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই নেই? কি চিকিৎসা সে করে তা আমাদের জানতেই হবে—সবাইকে জানাতেও হবে। ডাক্তারের চালাকী ভেঙ্গে দিতেও হবে।"

কি যে তার চিকিৎসা তা আমরা কেউই জানি না। তবে আমি এক মৎলব করেছি তাতে বোধ হয় কার্য্যোদ্ধার হয়ে যাবে। আমাদের গোয়েন্দারা আজকালের মধ্যেই লিণ্ডার নতুন আবাস খুঁজে বার করবে ইতিমধ্যে লা-কেরীটার দ্বারা আমি প্রমাণ করব যে ডাক্তারই মুক্ত চোর।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, লা-কেরীটার সঙ্গে কি রকম কি কর্‌লে?”

“বিশেষ শুবিধে কিছু কর্‌তে পারিনি। লা-কেরীটার সঙ্গে পরিচয় হলে দয়াকরে সে আমার কাছ থেকে সাপ নেক্‌লেসটা আর ফুলের তোড়া নিয়েছে; একদিন তার বাড়ীতে নেমন্তন্নও করেছিল। মাগী বড় ঘরে বিয়ে করবার দাঁও খুঁজছে। লা-কেরীটা নিজে ভারি ছোটদলের মানুষ। মাগী আমার নাম দিয়েছে ‘পেঁচা’! দেখ একবার বরাতটা! আমি কোথায় মনে কর্‌লুম প্রজাপতিটী হয়ে গেছি আর হয়ে গেলাম কি না পেঁচা! মাসীর কাড়কে আর মনেই ধরে না! বলে কি সবগুলো রোগের জীবানু!”

আমি বল্লাম,—‘সবাইকে তা বলা যায় না! লণ্ডনের একজন বড় দরের লোক আপনার জন্যে ক্ষেপে রয়েছে!’—আমি কার কথা বলছি জিগেস করায় যখন ডাক্তারের নাম করলুম, মাগী ত তখন সিঁটকে উঠল। শুনলাম ডাক্তার একবার তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পাবে বলে মাগীকে একখানা ভিক্টোরিয়া গাড়ী আর দুটো ভাল ভাল ঘোড়া দিয়েছে। লা-কেরীটা বল্লে,—‘রোজ ত আর এমন দাঁও জুটবে না কাজেই ডাক্তারের সঙ্গে বেড়াতে গেলুম, সঙ্গে কিন্তু বুড়ী মাসীকে নিতে ভুলিনি! ডাক্তারের সেটা মোটেই পছন্দ হয়নি। আচ্ছা তুমি ত দেখছি ডাক্তারের সম্বন্ধে অনেক কথা জান, বলতে পার, লোকে যে বলে ডাক্তার শয়তান চোখো, সে কথাটা কি সত্যি?”

"কথাটা যে সত্যি তা আমি তাকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিলুম; তারপর ডাক্তারের যা কিছু সখের জিনিষ আছে একে একে তাকে সব বলে দিলুম—মাগীর ত শুনে নোলা দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল। তারপর তাকে গ্রেসাম মুক্তর কথা বলে বল্লুম যে তারমত রূপসীরও সাধ্য নেই যে ডাক্তারের কাছ থেকে সেটা বাগায়!"

"ওঃ! বুঝেছি, এই ভাবে তুমি কার্য্যোদ্ধার করতে চাও? তারপর?"

"টোপ না গিলে আর বাছা যায় কোথায়? সে বল্লে নিশ্চয় সেটা সে আদায় কর্‌তে পারবে। আমি তা যেন বিশ্বাসই কর্‌লুম না এমনি ভাবটা দেখালুম। তারপর তাকে বল্লুম যদি সে সেটা আদায় কর্‌তে পারে তাহলে আমি একশ' পাউণ্ড বাজী হারব। মাগী বলেছে তিনদিনের মধ্যে মুক্ত দেখিয়ে সে আমার কাছ থেকে বাজীর টাকা জিতবেই!"

"ওটা ঐ অবধি কিন্তু!"

"তা বলাও যায় না ভাই! যা হক একবার ঢু'মেরে দেখতে ক্ষতি কি? যদি পারে তা হলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি ডাক্তারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করাব।"

"মাগী মুক্তটার ইতিহাস কিছু জানে নাত?"

"কিছু না। শুধু জানে যে মুক্তটা অতি প্রাচীন আর বহুমূল্য। ডাক্তার কারো কাছে সেটার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। আমি আবার তাকে বলেছি যে এ মুক্তার যে অধিকারী হয় তার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। মাগী সেটা হাতাবার জন্যে পাগল হয়েছে!"

"কি করে সে হাতাবে?"

"মেয়েমানুষ তার ঈপ্সিত জিনিষ পায় কি করে জান না?"

"আচ্ছা মাইকেলের মত বুদ্ধিমান বিদ্বান যে লা-কেরীটার জন্য উন্মত্ত এটা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়?"

"মোটেই না। লোকটা তার সমকক্ষ স্ত্রী পুরুষদের এমনি ঘৃণার চোখে দেখে যে নীচ চরিত্রের বিকাশ দেখেই তার আনন্দ হয়। লা-কেরীটার রূপও ত নেহাত দূর-ছাই নয়!"

"আচ্ছা ডাক্তারের মত অদ্ভুত ক্ষমতাশালী লোক লা-কেরীটার মত একটা সামান্য মাগীকে বশ কর্‌তে পারছে না?"

"বোধহয় মাগীর স্নায়ুগুলো খুব প্রবল।"

সেইদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ফিলিক্স সাফল্যগর্ব্বে ডিমেনের কক্ষে আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম তাঁহাকে দিয়া বলিলেন,—"পড়!"

টেলিগ্রামে লেখা ছিল—"একশ' পাউণ্ড নিয়ে এখুনি আমার বাড়ী এস! আমি মুক্ত পেয়েছি।—কেরীটা।"

## ( ২৫ )

লা-কেরীটার টেলিগ্রাম পাইবার কুড়ি মিনিটের মধ্যে ডিমেন ও ফিলিক্স স্পেনীয় নর্ত্তকীর আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরিচারক ফিলিক্সের নামের কার্ড লইয়া চলিয়া গেলে উভয়ে ড্রইং-রুমে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। লা-কেরীটা সেদিন একটা নৈশ-ভোজের আয়োজন করিয়াছেন—কাজেই সে বিশেষ ব্যস্ত সেদিন। উভয় বন্ধুতে কক্ষটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেটা গৃহ-কর্ত্রীর সম্পূর্ণ উপযুক্ত; চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুটিত, অর্দ্ধশুষ্ক ও শুষ্ক ফুলে প্রাচীর গাত্রের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। পিয়ানোটার চতুর্দ্দিকে গৎ লেখা; তাহার অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। গৃহের যে কয়টা আসবাব ছিল সিগারেটের ভুক্তা-বশেষে ও ছাইয়ে সবগুলাই দারুণ অপরিষ্কার! বহুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেলে একটা সিগারেট টানিতে টানিতে লা-কেরীটা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ

করিল। একটা ভদ্রতার খাতিরে ফিলিক্সের দিকে অভিবাদন করিয়া ডিমেনের দিকে বিস্মিতদৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল।

"মসিয়ে পেঁচা, আপনার এ বন্ধুটী আবার কে? ইনি ত দেখছি আপনার চেয়ে বেশী রূপবান!"

একটা কল্পিত নাম ঠিক করিয়া লইয়া ফিলিক্স বলিলেন,—"ওঁর নাম হচ্ছে মিঃ ডেম্‌স; আপনার নাচ দেখে উনি মুগ্ধ হয়ে গেছেন, মুখে আর আপনার সুখ্যেতি ধরে না! একান্ত জেদ করে ধরায় আজ ওঁকে সঙ্গে এনেছি।"

"তাহলে উনি সে নামজাদা মুক্ত দেখতে আসেননি, আমাকেই দেখতে এসেছেন?"

"নিশ্চয়ই, আপনি সামনে থাকলে দুনিয়ার আর কিছুর ওপর কি চোখ পড়ে?"—বক্তা ফিলিক্স। লা-কেরীটা কিয়ৎক্ষণ বক্রদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল,—"বন্ধু, আপনি এখনও কথা বল্‌তে শেখেননি। যাক্‌, আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন ত? একশ' পাউণ্ড এনেছেন ত?"

"হ্যাঁ, কিন্তু বাজীর ঠিক নিয়ম মতই নিতে হবে, আগে মুক্ত দেখান!"

"কি গাধা! আমি কি আপনার ঐ বিশ্রী মুখের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য টেলিগ্রাম করেছিলাম? আপনি বলেছিলেন ডাক্তারের কাছ থেকে কিছুতেই আমি মুক্তটা আদায় কর্‌তে পারব না, কিন্তু আমি তা পেরেছি। যদি বিশ্বাস না হয় চলে যেতে পারেন।"—বলিয়া রমণী কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। বাধা দিয়া ফিলিক্স বলিলেন,—"না, না, রাগ করেন কেন? আমি কি তাই বল্‌ছি? আমি শুধু বুঝতে পারছি না ডাক্তার কেন মুক্তটার অস্তিত্ব স্বীকার কর্‌লে আর কি করেই বা তার কাছ থেকে ওটা আদায়—"

"অতি সোজা কাজ! তবে বলি শুনুন।"—বলিয়া রমণী একটা টেবিলের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল,—"আজ বিকেলে আমায় নিয়ে বেড়াতে যাবে বলে সে এখানে এসেছিল; আমি তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি তবু যখনই যা চাই সে আমায় তাই দেয়। আপনার কথা আমার মনে ছিল, তাই ডাক্তারকে বল্লুম আমি আর আমার মাসী তার সখের জিনিষগুলো দেখবো। ডাক্তার আমাদের তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে একটা অতি সুন্দর পাতাল ঘরে ঢোকাল, নানা রকম জিনিষ দেখিয়ে ডাক্তার বল্লে, আমি যেটা ইচ্ছে বেচে নিতে পারি। লোকটা খুব বড়লোক আমার নেবার মত অনেক জিনিষ ছিল। বাজীর কথা মনে হওয়ায় আমি তার মণি মুক্ত দেখতে চাইলুম—অনেক রকমের মণি মুক্ত দেখলুম কিন্তু যেটী চাই সেইটীই দেখলুম না। তখন তাচ্ছিল্য-ভরে বল্লুম,—'এ সব জিনিষ ত সবাই পড়ে, আমি চাই না। আমি এমন একটা হীরে বা মুক্ত চাই যা সাধারণে কখনও কল্পনাও কর্তে পারে না। তোমার খাতিরে সেটা আমি গলায় পর্ব, তা হলে কালে হয়ত তোমায় ভালও বাসতে পারি।' প্রথমে ডাক্তার বল্লে, সেগুলোর চেয়ে আর ভাল কিছু তার কাছে নেই। আমি তখন রাগ করে চলে যেতে চাইলুম। তখন ডাক্তার আমার কাণে কাণে বল্লে একটা খুব দামী মুক্ত তার কাছে আছে কিন্তু সহজে সে সেটা আমায় দেখাবে না বা দেবে না। তবে যদি আমি শপথ করি যে, কাউকে সেটা দেখাব না বা ঘুণাক্ষরেও সেকথা কাউকে বল্ব না তাহলে দিন কতকের জন্যে সেটা আমায় সে ব্যবহার কর্তে দিতে পারে। তবে আমায় সেটা জামার ভেতরে পর্তে হবে তা না হলে সবাই দেখতে পাবে।"

উভয় বন্ধুতে একাগ্রচিত্তে রমণীর কথা শুনিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিতেছিলেন। এইবার উভয়ে

লা-কেরীটার গলদেশ লম্বিত অর্দ্ধ লুক্কায়িত চেইনটার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিলেন। লা-কেরীটা বলিতে লাগিল,—"সে যা যা বল্‌লে আমি 'তাই বলেই শপথ কর্‌লুম; মুক্তটা হাতাবার তখন আমার একান্ত ঝোঁক হয়েছিল। দু'চার মিনিটের মধ্যেই একটা বাক্স এনে আমার হাতে দিলে। এই যে সেটা!" উভয় বন্ধুতে বিপুল আগ্রহে হৃতমুক্তা দেখিবার জন্য বাক্সটা ত্বরিতে রমণীর হাত হইতে লইয়া খুলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এ কি?—বাক্সশূন্য!

কৌতূহলপূর্ণনেত্রে লা-কেরীটা তাঁহাদের উত্তেজনাপূর্ণ মুখের দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। ফিলিক্সকে সেটা বারম্বার নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতে দেখিয়া ধীরস্বরে রমণী বলিল,—"ঐ হচ্ছে—সেই বাক্স। ওর ভেতর যে মুক্তটা ছিল সেটা আমার গলার চেইনে বাঁধা আছে। এই দেখুন!"—ত্বরিতহস্তে গলা হইতে চেইনটা বাহির করিয়া সে মাথার উপর উঁচু করিয়া রহিল।

উভয় বন্ধুতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেটার দিকে চাহিলেন। না—কোন সন্দেহই থাকিতে পারে—এ মুক্তা, এমন সৌসাদৃশ্য-সম্পন্ন মুক্তা কিছুতেই নকল হইতে পারে না!—এ নিশ্চয়ই সেই গ্রেসাম মুক্তা! কয়েক মুহূর্ত্ত অবধি সকলেই নীরব রহিলেন। তাহার পর ফিলিক্স বিস্ময় দমন করিয়া পকেট হইতে চেক বহিখানা বাহির করিলেন।

"আপনি খুব খলিফা মেয়ে বটে! আমি স্বেচ্ছায়, সানন্দে আমার বাজীর টাকা দিচ্ছি। আর আজ রাত্রের মত ওটা যদি আমায় ধার দেন তা হলে আরও একশ' পাউণ্ড দেব।"

"আপনাকে এটা ধার দেব? ক্ষেপেছেন? তারপর আপনি এটা নিয়ে দেশত্যাগী হয়ে কোথাও গিয়ে বেচে দিন আর কি! আর বুড়ো শুকুনি আমায় খুন করুক!"

"তাকে বলবেন কেন? সে ত আর এখানে নেই?"

"না, সন্ধ্যের সময় একখানা টেলিগ্রাম পেয়ে সে উইণ্ডসর গেছে।"

"তবে ত কথাই নেই! আপনি কিছু আর ওটা গলায় পরে শোবেন না? রাত এখন একটা বেজেছে, আপনি আজকের মত যদি ওটা আমায় দেন তবে আমি কথা দিচ্ছি কাল সকালে বেলা ন'টার ভেতর নিশ্চয় ফেরৎ পাবেন।"

"উহুঁ—হুঁ! আমি কারো কথা দেওয়া টেওয়া ভাল বুঝি না। আর তা ছাড়া মুক্তটা নিয়ে আপনি করতে চান কি?"

"মাস কতক আগে আমার এক বন্ধুর ঠিক ঐরকম একটা মুক্ত চুরি গেছে, তাকেই একবার দেখাবার জন্যে চাইছি।"

"বেশ গাল-গপ্প বটে! তা লোকটাকে একখানা বড় চেকবই সঙ্গে করে দেখা করতেই বলবেন না হয়? তা ছাড়া আপনার চুরির গল্প যদি সত্যি হয় তা হলে ডাক্তারকে যে আবার গোলমালে পড়তে হবে! লোকটাকে আমি দুচক্ষে পড়ে দেখতে পারি না সত্যি তা বলে তার কাছ থেকে অনেক দামী দামী জিনিষ পাই সেটাও ত অস্বীকার করতে পারি না! না পেঁচা মশায় আর বোবা মশায়, আপনারা পথ দেখুন।"—বলিয়া কেরীটা গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বাধা দিয়া ডিমেন বলিলেন,—"অত অধৈর্য্য হচ্ছেন কেন ম্যাডেম্ কেরীটা। যদি ওটা সত্যিই সেই চোরা মাল হয় তা হলে আপনার তাতে কি এসে যাবে? আর ডাক্তার মাইকেলের মত লোক চুরির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন একথা কেইবা বিশ্বাস করবে? তিনি হয় ত এটা আর কারো কাছ থেকে কিনে থাকবেন, এর ইতিহাস কিছুই জানেন না! আর এটা যে আসল মুক্ত, নকল নয়, তাইবা কে জানে? তা সে যাই হকগে, কাল সকালে মুক্তটী আপনি নিশ্চয় ফেরৎ পাবেন

—এতে আপনার লাভ বই ক্ষতি নেই, আমি আরও একশ’ দিয়ে সবশুদ্ধ তিনশ’ পাউণ্ড দিচ্ছি, দিন ওটা আজ রাত্তিরের মত ?”

ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া লা-কেরীটা বলিল,—“আচ্ছা, সবশুদ্ধ চারশ’ দিলে, আজ রাত্রের মত এটা আপনাদের দিতে পারি।”

“না না, আমরা বড় গরীব, আমাদের পথে বসাবেন না, সাড়ে তিনশয় রফা করে ফেলুন !”

“বেশ, আপনারা যখন নাছোড়বান্দা, তখন তাই হক !”

ফিলিক্স দ্রুতহস্তে চেক লিখিয়া নাম সহি করিয়া দিলেন। সহাস্যে কেরীটা বলিল,—“এতদিন নামটা ভাঁড়ান হচ্ছিল ?”

“তাতে আর আপনার ক্ষেতি কি ?”

“না, আমার তাতে কোন ক্ষতিই হয়নি বরং একটা লোকের একটা নেকলেস, আর তিন শ’ পাউণ্ড লাভ হল।”—বলিয়া সে সাবধানে চেকখানি জামার পকেটে রাখিয়া মুক্তাটী বাক্স বন্দী করিয়া ফিলিক্সকে দিয়া বলিল,—“এই নিন, কাল সকালেই যেন ফেরৎ পাই। আপনারা তা হলে এখন উঠুন !”

পথে আসিয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া উভয়ে তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় ফিলিক্স ডিটেক্‌টিভ গ্রেহামকে টেলিফোন করিয়াছিলেন। উভয় বন্ধু কালভার্ট ষ্ট্রীটে পৌঁছিয়া দেখিলেন, গ্রেহাম তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। উভয়ে ডিটেক্‌টিভকে লইয়া সো-রুমে উপস্থিত হইলেন। কক্ষে তখন বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতেছিল এবং মধ্যের মখমলের পরদাটা ফেলা ছিল, বিপুল উত্তেজনায় তিনজনের কেহই তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

“গ্রেহাম, তুমি ত ডাক্তারের পেছু নিয়েছ, এদিকে আমরা তার বাড়ী থেকে চোরা মুক্ত বার করেছি, সেটা এখন আমাদের কাছে।”

"সৌভাগ্যের বিষয় নিশ্চয়ই, সত্যি মুক্তটা এখন আপনার কাছে আছে নাকি ?"

"হ্যাঁ, মিঃ হাণ্টের পকেটে আছে, এখুনি দেখতে পাবেন।"

"কি করে পেলেন ?"

"স্পেনীয় নর্ত্তকী লা-কেরীটার নাম শুনেছেন ত ; হাণ্ট তাকে নাচিয়ে আজ ডাক্তারের কাছ থেকে সেটা আদায় করিয়েছে। তারপর আমরা এক কাঁড়ি টাকা ঘুস দিয়ে আজ রাত্তিরের মত সেটা হাত করেছি। আজ রাত্তিরেই ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করান দরকার। তুমি ত তার অনুসরণ করেছিলে, কোথায় সে এখন ?"

"এখানে যখন আসি তখন অবধি সে উইণ্ডসর থেকে ক্রেভান্ হাউসে ফেরেনি।"

"আজ তা হলে সে ক্রেভান হাউসে এসেছিল ?"

"হ্যাঁ, এগারটার সময় বাড়ী থেকে রুগী দেখতে গেছেন, একটার সময় ফিরে আসেন। তারপর তিনটের সময় গিয়ে কোথা থেকে দুটো মালাকে নিয়ে আসে ; সাড়ে চারটের সময় মালীগুলো চলে গেলে ডাক্তার উইণ্ডসর যায়।"

"আর লেডী কেরী দুজনের কোন খোঁজ পেলেন ?"

"না। বড়কেরী সকালে ঝিকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন আর তাঁর বউএর কাল থেকে কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।"

ফিলিক্স মুক্তাটা গ্রেহামকে দেখাইয়া বলিলেন,—"এই বামালও দেখলেন, এখন একখানা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে ক্রেভান হাউসের ওপর নজর রাখুন, ডাক্তার ফিরলেই তাকে বন্দী করবেন !"

সহসা কে বলিয়া উঠিল,—"এখুনি আমায় বন্দী কর না ?"

গভীর বিস্ময়ে তিনজনেই চমকিয়া উঠিলেন। সবিস্ময়ে ফিরিয়া

দেখিলেন, কক্ষমধ্যে পরদা অপসৃত করিয়া ডাক্তার মাইকেল দাঁড়াইয়া আছেন। অবিচলিতস্বরে ডাক্তার বলিলেন,—এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে আমায় মাপ করবেন, একটা জরুরী কাজের জন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যেই আমি ষ্টেশন থেকে সটান এখানে এসেছিলুম মিঃ হাণ্ট! আপনার চাকরের মুখে শুনলুম যে আপনারা দু'জনেই বেরিয়েছেন তাই আলো জ্বালিয়ে এই ঘরেই বসে আমি আপনাদের অপেক্ষা করছিলুম। তখন আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলুম আপনারা আমার সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক, সুতরাং আমার এখানে আসাটা অন্যায় হয়নি!"

তিনজনের মধ্যে কাহারই মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। ডাক্তার ফিলিক্সের নিকট হইতে একটা দেশালাই লইয়া চুরুট ধরাইলেন তাহার পর গ্রেহামের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আপনারই নাম গ্রেহাম বটে! ক'দিন ধরে দেখছি আপনি আমার পেছু নিয়েছেন। তাই দেখে আপনার নামটা জানতে আমার ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল। এই ভদ্দর লোকরা বোধহয় তাঁদের অদ্ভুত চুরীর আসামী খাড়া করবার জন্যে আপনাকে আমার পেছু লাগিয়েছেন? কিন্তু আপশোষের কথা এই যে, এঁরা কোনকালে একথা প্রমাণ করতে পারবেন না।"

গ্রেহাম ডাক্তারের কথায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কোন কথা বলিলেন না। তখন ডাক্তার ফিলিক্সের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি ম্যাড্‌মসেল লা-কেরীটাকে যে মুক্ত দিয়েছিলুম সেটা আপনারা এনেছেন? একবার দেখতে পারি কি? কেরীটার মত রমণীর কথায় বিশ্বাস কি? সে যে আপনাদের ঠকায়নি তা জানলেন কি করে?"

প্রত্যুত্তরে ফিলিক্স বাক্সটা খুলিতেই চিল যেমন করিয়া ছোঁ মারে তেমনি তড়িত-হস্তে ডাক্তার বাক্স হইতে মুক্তাটা তুলিয়া লইয়া

সক্রোধে মাটীতে ফেলিয়া পায়ের চাপে সহস্র খণ্ডে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। হতবুদ্ধি, ভীত ডিমেন ও ফিলিক্স ডাক্তারের উভয় হস্ত ধরিলেন কিন্তু তখন বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার উভয়কে ঝাকুনি দিয়া সরাইয়া দিয়া ঘৃণা ব্যঞ্জক হাস্য করিয়া বলিলেন,—"বাঁদর তোমরা, কচি ছেলের চেয়েও বোকা তোমরা, তাই তোমাদের মত গোবর ভরা মাথা নিয়ে আমার পেছনে লাগতে সাহস করেছ। গোড়া থেকেই তোমরা যা কিছু করেছ সব আমি জানি। লা-কেরীটাকে টাকা দিয়ে বশ করতে গেছলে, এ কথাটা তোমরা ভেবে দেখনি যে আরও বেশী টাকা দিয়ে আর কেউ তাকে বশ করতে পারে? তোমরা যেমন জানোয়ার তেমনি জানোয়ারের মত চার পায়ে ভর দিয়ে আমি চলে যাবার পর মেঝের মুক্তোর টুকরোগুলো দেখো—দেখ্‌বে গ্রেসাম মুক্তর একটা জঘন্য নকলকে তোমরা কত টাকা দিয়ে কিনেছ? ওটার দাম কত জান? দু'পাউণ্ডও নয়, আর তা ছাড়া ওটা আমার নিজের সম্পত্তি! ওটা যেমন করে গুঁড়িয়ে দিলুম আবার যদি তোমরা আমার পেছনে লাগ তা হলে তোমাদেরও ঠিক অমনি করে গুঁড়িয়ে দেব।"—তাঁহার চক্ষু দিয়া নীল দীপ্তি বাহির হইতেছিল। হিংস্র পশুর মতই তীব্র দৃষ্টিতে উভয় বন্ধুর দিকে একবার চাহিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে তিনজনে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে ফিলিক্সের কথা ফুটিল,—"ওঃ কি ঠকানটাই ঠকিয়েছে। এটা যে নকল মুক্ত তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।"

জুনমাসের একটী সৌর-করোজ্জ্বল প্রভাতে এলম্ হাউসে ডিমেন ও ফিলিক্স একত্রে বসিয়া প্রাতঃরাশ করিতে করিতে সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন্। সহসা ডিমেন পত্রিকার একস্থান দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। সেটা এই,—

"অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে, যে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা লেডী কেরীর সামাজিক মজলিস হইতে সহসা অন্তর্ধ্যান দেখিয়া আমরা সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলাম তিনি এক্ষণে দারুণ মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত। তাঁহার আত্মীয়গণ বিপুল যত্ন ও সতর্কতার সহিত তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা সুশ্রূষা করিতেছেন। তাঁহার সকল বন্ধুই ভগবানের নিকট তাঁহার সত্বর আরোগ্যলাভের জন্য আন্তরিক কামনা করিতেছেন, কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে এ বৎসরে তাঁহার সামাজিক নিমন্ত্রণে যোগ দিবার আশা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়।"

ডিমেন এই অংশটা ফিলিক্সকে পড়িয়া শুনাইলেন তাহার পর অর্দ্ধ ভুক্ত আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তিনি উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার পর হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"এ নিশ্চয়ই সেই সয়তানের কাজ! সয়তানটা এই খবর দিয়ে বোঝাতে চায় যে আমার লিণ্ডা পাগল হয়ে গেছে!"

"না ডিমেন, আমার মনে হয় লিণ্ডা এতদিনে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। সেদিন যে ঘটনা ঘটেছিল তাতে অতিশয় শক্ত লোকও সত্যি সত্যি ক্ষেপে যায়।"

ডিমেন পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বিকল দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আচ্ছা; লোকটা রুগীগুলোকে নিয়ে করে কি? কি সয়তানি কারখানায় তাদের পাগল করে শেষে আত্মহত্যায় বাধ্য করে বলত? আর সহরের সমস্ত বড় বড় ডাক্তারের বিরুদ্ধবাদিতাসত্বেও লোকটা রোজ রোজ এমন নতুন নতুন কোটীপতি রোগী জোগাড় করে কি করে? এই কাগজখানাতেই লিখেছে ডাক্তার কোন এক রাজকুমারীর রোগ সারিয়েছে, আর এইজন্যে শীগ্‌গিরই সে ব্যারণ উপাধি পাচ্ছে! আমিই কি পাগল হলাম নাকি?—সারা সংসারটা ক্ষেপেনি ত? তার রোগী গুলোর কথাই ভেবে দেখ না;—আমার প্রিয়তমার যৌবনের পূর্ব্বেই স্নায়ুবিকার করিয়ে দিয়ে এখন কোন এক দুর্গম্য স্থানে লুকিয়ে রেখেছে; সার জিরাল্ড ম্যাকিননের রাজনৈতিক প্রতিভা বিকসিত হতে না হতেই শুকিয়ে গেল। রাসট্‌ন গ্রেভিস স্মৃতিশক্তি হারিয়ে অভিনয়ের সমস্ত ভুলে গেল; লর্ড ডানেডিন ত আত্মহত্যাই করে বসলেন। মিসেস্ বুলার যেন চলন্ত মড়া! বুড়ী-লেডী কেরী পক্ষাঘাত জীর্ণ; ড্যালরিয়াক সামরিক চাকরীর অযোগ্য হয়ে বিরাগী হয়ে মঠে আশ্রয়—".

"আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার যা কিছু দামী সখের জিনিষ ছিল সব ডাক্তারকে দিয়ে গেল! তা বটে, কথাগুলো ভেবে দেখবার উপযুক্ত। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, লোকটা সব কাজেই সফল হয়—সব কাজেই কিছু না কিছু মেরে দেয়! ডাক্তারের অজ্ঞাত দুর্ব্বোধ্য চিকিৎসা রোগীদের শারীরিক আর মানসিক দু'টোর ওপরই যথেষ্ট প্রতিপত্তি বিস্তার করে! তার সাক্ষী এই ডেনটন সেভিলের কথাই ধর না; লোকটা আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ লিখিয়ে ছিল; তার শেষ বই 'ড্রিমার'খানা পড়েছ? সমালোচকরাত সবাই সেখানাকে ছ্যা ছ্যা করছে একেবারে।"

"না, আজকাল আমি কোন কিছুই পড়ি না।"

"কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমার পড়ে দেখা উচিত। ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তাতে ডাক্তারের সংস্পর্শ যুক্ত যা কিছু বেরুচ্ছে সবগুলোই গভীর মনোযোগের সহিত দেখা উচিত—বইএর উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে বলা উচিত, স্রোত কোন দিকে বইছে।"

"তাতে কি ফল হবে ?"

"কি ফল হবে ? আমরা যা পেতে চাচ্ছি তাই ! আমরা চাচ্ছি রোগের গোড়া খুঁজতে—ডাক্তার প্রতিদিন আমাদের সমাজের মধ্যে যে অনিষ্ট ব্যাপ্ত করছে তার মূল অন্বেষণ করতে। এই যদি আমাদে উদ্দেশ্য হয় তাহলে কোন কিছুই আমাদের বাদ দিলে চলবে না। 'ড্রিমার'খানা আমি পড়ে দেখেছি ; আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি অতি বড় পাগল, অতি বড় অসচ্ছন্দচিত্ত লেখকও এমন কষ্টদায়ক, এমন বিরক্তিকর উপন্যাস আজ অবধি লেখেননি।"

"তোমার কি মনে হয় এটা ডাক্তারের চিকিৎসার ফল ?"

"নিশ্চয়, তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। বইখানার একটা জায়গা শুধু ভাল হয়েছে তা ছাড়া বাকী অংশটার ভাব ভাষা যেমনি আড়ষ্ট কল্পনাও তেমনি কষ্ট-কল্পিত। ডাক্তার মাইকেলের সংস্পর্শে আসবার আগে লোকটা যে সব উৎকৃষ্ট বই লিখেছে সেগুলো না পড়া থাকলে আমি বইখানা আর গ্রন্থকার দু'জনকেই জাহান্নমে পাঠাতুম।"

সহসা পুনরায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া ডিমেন বলিলেন,—"এই সব দেখে শুনে মনে হয়, আমরা শুধু বাঁজা খাটুনি খেটে মরছি, কেমন নয় কি ? গত একমাস ধরে আমরা কি ছাই করলুম ? সেদিন রাত্রে ডাক্তার আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির কথা যা বলেছিল সেকথা বড় মিছে নয় দেখছি। যা করলুম তাতে ত কোন কাজই হল না। লোকটার এখন বৃহস্পতির দশা যাচ্ছে বলতে হয় ; যেন সয়তানের সঙ্গে লেখাপড়া করা আছে যে ধুলো

মুটো ধর্‌লে সোণা মুটো হবে—যা করে তাই ন্যায্য—তাই ঠিক! প্রতি-বারেই সে আমাদের হারিয়ে দিয়ে বিজয়-গর্ব্বে ঘৃণার হাসি হাসছে। এই ক'মাস ধরে আমি লিণ্ডার বাসস্থান আবিষ্কার করবার জন্যে কি না করছি? কত খুঁজেছি, কত দেশে ঘুরে দেখে বেড়িয়েছি, কত বিজ্ঞাপন, দিয়েছি আর, ডিটেক্‌টিভ লাগিয়েছি ঘুস দিয়েছি কিন্তু ফল হল কি? আজকের এই খবরের সংবাদটুকু পাবার আগে লিণ্ডার সম্বন্ধে একবর্ণও কিন্তু আছে। জানতে পারিনি। আমার খুব বিশ্বাস, ভেতরে একটা গূঢ় রহস্য লুকান; যেন স্বয়ং সয়তান লোকটার পক্ষ নিয়ে বার বার আমাদের পরাস্ত করছে।"

"তা বটে, কিন্তু ডাক্তারেরও পাপের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, ইদানীং তার শরীরের প্রতি লক্ষ্য করেছ?"

"রক্ষে কর ভাই! সেদিন রাত্রে কালভার্ট ষ্ট্রীটের ঘটনার পর আমি আর লোকটার মুখের দিকে চেয়েও দেখিনি। লিণ্ডার সন্ধান পাবার আশায় অনেকদিন ট্রেনে বা ঘোড়ার গাড়ীতে আমি তার অনুসরণ করেছি বটে কিন্তু কোনদিন তার সঙ্গে আমার চোখচোখি হয়নি; তাহলে এতদিন হয়ত তাকে খুন করেই বসতুম।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ফিলিক্স বলিলেন,—"এখুনি আমার সঙ্গে লণ্ডনে চল, আমার মনে একটা মৎলব জেগেছে; সেটা অতি ভয়ানক, অতি অবিশ্বাস্য হলেও এক্ষেত্রে সম্ভব বলে মনে হয়। সেটা যে কি তা তোমায় বলবার আগে আমায় আরও কিছু কিছু লক্ষ্য করতে হবে। আজ আমরা সহকারীর হাতে দোকানের ভার দিয়ে ডাক্তারের কাজে নজর রাখিবার জন্যে ছুটি নেব। আমার আন্দাজ যদি সত্যি হয় তাহলে ঠিক বিষাক্ত সাঁপের সঙ্গে লোকে যে রকম ব্যবহার করে ডাক্তারের সঙ্গেও আমাদের সেই রকম ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে লিণ্ডার অদৃষ্টের কথা ভেবে আমি অস্থির হয়ে উঠছি।"

"লিণ্ডা এতদিন চোখের আড়াল হয়েছে তবু কেন যে এখনও আমি তার আশা ছাড়িনি তা শুনলে হয়ত তুমি হাসবে; কিন্তু তুমি যাই বল, লিণ্ডার আর আমার মনের সঙ্গে এমন টেলিগ্রাফের তার লাগান আছে যে, মানুষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে সহস্র বাধা, শত শত ক্রোশ ব্যবধান তুচ্ছ করে, আমরা পরস্পরের মনের কথা জানতে পারি। গত ক' সপ্তাহ ধরে আমি কেবলই তাকে মনে মনে আমার কাছে আসবার জন্যে ডেকেছি কিন্তু আজকাল আর ডাকি না। তার কারণ আমি জানতে পেরেছি যে সে এখন আমার ইচ্ছে পূরণ করতে অক্ষম। আমি যদি এখন তাকে আমার কাছে আসবার জন্যে বেশী জেদ করি আর সে তা করতে না পায় তবে হয়ত আগ্রহাতিশয্যে জানালা থেকে পথের ওপর লাফিয়েই পড়বে। সে যে বেঁচে আছে সে বিষয়ে আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই; আর তার পাগলামীর কথাও আমি বিশ্বাস করি না, তবে এটা সম্ভব যে সে হয়ত সত্যিই অতি সাংঘাতিক পীড়িত।"

"তোমার খেয়াল আর স্বপ্ন যদি এত কথাই তোমায় জানায় তবে আরো বেশী অর্থাৎ কাজের কথা জানতে পারে না কেন? এই ধর; লিণ্ডা এখন কোথায় আছে—গ্রেসাম মুক্তই বা এখন কোথায় লুকান আছে, আর কি পন্থা ধরলে আমরা সহজে ডাক্তারকে মুঠোর মধ্যে পুরতে পারব এসব কথা বুঝতে পার না কেন? আমার যদি কিছুমাত্রও আদিভৌতিক শক্তি থাকত তাহলে সেটাকে এই সব কাজের করে লাগাতুম।"

উভয়ে তখন গাড়ী করিয়া লণ্ডন যাত্রা করিতেছিলেন। চলন্ত ট্রেনের জানালার মধ্য দিয়া আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ডিমেন বলিলেন,—"কাল রাত্রে আমি তাকে দেখিছি; মুখখানি তার পাংশুবর্ণ, শরীর শীর্ণ কিন্তু এর আগেরবার স্বপ্নে তাকে যেমন অসুস্থ দেখেছিলুম, এবার তার চেয়ে অনেক ভাল বলেই মনে হল। লিণ্ডা বল্লে, সে এখন

বন্দিনী। বাহু বিস্তার করে সে আমার বুকে ছুটে আসতে চাইলে কিন্তু একটা পাথরের প্রাচীর আমাদের দু'জনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করলে; প্রাচীরের পরপারে দাঁড়িয়ে লিণ্ডা আমার বুকে আসবার জন্যে কাঁদছে আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। ফিলিক্স শীগ্‌গির যদি তাকে খুঁজে বার করতে না পারি তা হলে লিণ্ডার বদলে আমিই পাগল হব দেখছি।"

"তুমি ত এর মধ্যেই আধ্ পাগল হয়েছ। সেদিন ক্রেভান হাউসের নেমন্তন্নে না গেলে এতগুলো বিপদের ঝড় কিছুতেই আমাদের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যেত না। আর আমাদের—"

শান্তস্বরে ডিমেন বলিলেন,—"লিণ্ডার প্রেমের জন্য সকল বিপদই আমি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিতে পারি। তা ছাড়া এসব ত হতই— এ যে ভাগ্যলিপি।"

ষ্টেসনে নামিয়া সর্ব্বপ্রথম তাঁহারা দোকানে গেলেন। সেখানে ডিটেক্‌টিভ গ্রেহাম তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

প্রথম আদর আপ্যায়নের পর গ্রেহাম বলিলেন,—"আমার বক্তব্য বেশী কিছু নেই, তবে ডাক্তারের নতুন রোগীর দলে আজ একটা ঘাগী বদমায়েসের আবিষ্কার করেছি। আজ ক'বছর ধরে আমরা এই লোকটার সন্ধান করছিলুম কিন্তু কোন রকমেই তার সন্ধান পাইনি, যদি বা কোনবার পেয়েছি, ত লোকটা অমনি কলা দেখিয়ে সরে পড়েছে;—তার নাম হচ্ছে পল কাইজার, এর মত চোরাই মালের কারবার সারা ইংলণ্ডে আর কেউ করতে পারেনি। লোকটার এখনও বয়স বেশী হয়নি, কিন্তু পেজোমো বুদ্ধিতে সয়তানের সেরা। অনেকবার অনেক চোরামাল তার কাছে আছে সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু একবারও তাকে হাতেনাতে ধরতে পারিনি। গত বসন্তকালে যে সেণ্ট মেরী ক্যাথিড্রাল থেকে সোনার বাসন চুরি যায় তাতেও লোকটা সংশ্লিষ্ট ছিল। একটা চো

ধরা পড়েছিল, সেই লোকটার মুখে জানা যায় যে কাইজারের মৎলব মতই তারা বাসন চুরি করে আর সে চোরামালের খদ্দেরও ঐ কাইজার! লোকটা কিন্তু আমাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়েই চম্পট দেয়। সেই যে পালাল, আমরা সমস্তলোক সারা সহর তোলপাড় করেও আর তার চুলের টিকিটী অবধি দেখতে পাইনি। এই ত গেল তার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ, এছাড়া যে আরও কত আছে তার ইয়ত্তা নেই। লোকটা কাল একখানা ব্রুহামে চড়ে নিরীহ ভদ্রলোকটীর মত গিয়ে ডাক্তারের দোর গোড়ায় নাবল, কিন্তু আমার চোখে ধূলো দেবে কি করে?— চোখ পড়তেই আমি তাকে চিনতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস ডাক্তারের শুধু টাকার দিকেই নজর, কে কেমন লোক তা তিনি খোঁজ রাখেন না।"

"না গ্রেহাম, আমার ঠিক তা মনে হয় না; তোমার এই আবিষ্কারটা হয়ত আমাদের কাজে লাগিবে। এই ডাক্তারের সৌন্দর্য্য জ্ঞান অসীম, যে কোন জিনিষে শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ দেখলে বা কোন বড় রকম মণিমাণিক্য দেখলে সেটা ও হাতাবেই হাতাবে; কিন্তু এ সব কাজের উপযুক্ত একজন লোকও ত দরকার। তা ছাড়া রোগীদের ওপর ডাক্তারের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তোমার এই মক্কেল যদি ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই তাকে দিয়ে ডাক্তার বিস্তর কাজ আদায় করে নেবে। লোকটাকে দেখে কি অসুস্থ বলে মনে হল?"

"হ্যাঁ, আগেকার চেয়ে তার মুখখানা ম্লান দেখলুম। আধঘণ্টা পরে সে যখন ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এল তখন সে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত মোহাচ্ছন্ন; আপনার মনে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে যাচ্ছিল, দেখে আমার মনে হল, যেন মদের নেশায় লোকটা মজগুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু ডাক্তারখানা থেকে যখন বেরুল তখন এ রকম সন্দেহ করা অন্যায়।"

গ্রেহাম চলিয়া গেলে ফিলিক্স ডিমেনকে বলিলেন,—"আমরা স্বচক্ষে একবার ডাক্তারের রোগীগুলো দেখিগে চল। তারপর ডাক্তারকেও একবার ভাল করে দেখা দরকার। আমার সন্দেহ সত্য হলে আজ ডাক্তারের অনেকটা পরিবর্ত্তন দেখতে পাব।"

উভয় বন্ধু ক্রেভান হাউসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তারের দ্বারপ্রান্তে তখন চারিখানি গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। বিশেষ জরুরী ডাকে বাহিরে যাইতে না হইলে ডাক্তার বেলা এগারটা হইতে একটা এবং বেলা তিনটা হইতে পাঁচটা অবধি বাড়ীতে বসিয়া রোগী দেখিতেন। দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া ডিমেন ও ফিলিক্স দেখিলেন, ক্রেভান হাউসের ফটক দিয়া একটা লোক টলিতে টলিতে বাহির হইল, সে বিটের কনষ্টবল কৌতূকদৃষ্টিতে লোকটার দিকে চাহিয়া বলিল,— "গাড়ী চাই আপনার ?"

লোকটা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া রেলিংএর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। লোকটার মুখখানা পাংশুবর্ণ, লালিত্যহীন দেহ যেন শৈথিল্যভরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, নিম্ন ওষ্ঠ ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধমুদ্রিত ; দুইটী বন্ধু যে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন লোকটা তাহা জানিতেও পারিল না ; তাঁহারাও প্রথম দৃষ্টিতে লোকটাকে চিনিতে পারেন নাই। ডিমেন করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তারের রোগীগণের দুরবস্থার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সহসা বলিয়া উঠিল,—"ফিলিক্স, ইনি যে দেখছি স্যার জিরাল্ড ম্যাকিনন্ !"

লোকটী চোখ চাহিল। তাহার চোখের তারাগুলা অসম্ভবরূপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ অবধি তন্দ্রাচ্ছন্নের মত সে উভয় বন্ধুর দিকে চাহিয়া থাকিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অবশেষে নিদ্রালসস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কে যেন আমার নাম করলে না ?"

যেখানে ম্যাকিনন রেলিংএর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ফিলিক্স দ্রুতপদে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তীব্র অনুজ্ঞা-ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন—"হ্যাঁ, আমার বন্ধু মিঃ ডিমেন সায়ার আপনার নাম করলেন। আমি হচ্ছি ফিলিক্স হাণ্ট। সার জিরাল্ড, আমাদের ভুলে যাননি ত? গত এপ্রেল মাসে সেই যা হাউস-অব-কমানে আপনার সঙ্গে দেখা, তারপর থেকে আর আপনার সঙ্গে দেখায় হয়নি! সেখানে এখন আর যান না কেন? আপনার মত লোকের সেবা দেশ-মাতৃকার পক্ষে এখন যে একান্ত আবশ্যক।"

"দেশ-মাতৃকা?—সেবা? ওসব আমার জন্যে নয়।" তাহার পর অসচ্ছন্দ মনে আঙুল মোচড়াইতে মোচড়াইতে এমনিভাবে তিনি কথা বলিতে লাগিলেন যে মনে হইল যেন, তিনি স্বপ্নে কথা কহিতেছেন!

"দেশ-মাতৃকা আমার জন্যে কি করলেন? দিনরাত্রি সমান করে অনিদ্রার রাত কাটিয়ে আমি দেশ-মাতৃকার জন্যে খেটেছিলুম। আমার মেধা,—আমার জীবন—আমার অর্থ—দেশ-মাতৃকার চরণে আমি উৎসর্গ করেছিলুম 'কিন্তু কি তাতে লাভ হল? লাভ হল এই যে, বিরুদ্ধদলের লোক আমার অপমান করলে, হিংসেয় বন্ধু সহপাঠীরা ত্যাগ করে গেল, কাগজওয়ালারা জন্তু জানোয়ারের ছবিতে আমার নাম দিয়ে তামাসা করলে এই ত? সে তামাসা আমার বুকে বিষের ছুরি বসিয়ে দিলে; কি গুখুরী করেই উচ্চাভিলাষ বুকে পুরেছিলুম! ফলে দাঁড়াল, দিনে স্নায়ুবিক বেদনা, আর রাত্রে অনিদ্রা! তারপর মহানুভব মাইকেলের সঙ্গে আমার দেখা হল—সত্যিই উনি যাদুকর। আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট মর্ম্ম-যাতনা ঘুচিয়ে অপূর্ব্ব সুখ, অনাস্বাদ তৃপ্তি ও শান্তি দিইয়ে দিলেন।"

"আপনি শান্তি পেয়েছেন ?—হা ভগবান, এমন ভুলও মানুষে করে ? আপনার মত প্রতিভাবান লোক যিনি ইচ্ছে করলে সংসারের উচ্চতম সোপানে অনায়াসে উঠতে পারতেন তিনি আজ লোক দৃষ্টির সামনে হেয় মাতালের মত, তন্দ্রাবিষ্টের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন ; যারা একদিন আপনাকে সম্মান করত তারাই আজ বিদ্রূপ-দৃষ্টিতে আপনার দিকে চেয়ে আছে ;—এ সব দেখেশুনেও কি আপনার মনে ঘৃণা হচ্ছে না ? আপনার এ জীবন্মৃত অবস্থার চেয়ে মরণ যে শতগুণে ভাল ছিল !"

স্বপ্নাবিষ্টের মত মুদ্রিত-নেত্রে মৃদু হাস্য করিয়া সার্ জিরাল্ড বলিলেন,—"আমি বাঁচতে চাই না, চাই শুধু স্বপ্ন দেখতে !"

এই সময় কনেষ্টবলের গম্ভময় কণ্ঠস্বরে উভয়ের কথোপকথোনে বাধা পড়িল,—"এই আপনার গাড়ী এসেছে, ধরে তুলে দেব কি ?"

"হ্যাঁ, তুলে দাও, এই সভারিণ নাও, তোমার বখশিস। গাড়োয়ান-টাকে বলে দাও এম্পায়ার ক্লাবে নিয়ে যেতে ;—সেখানের চেয়ার, বিশেষ আরাম কেদারাগুলো ভারী সুন্দর।"—কনেষ্টবল সার্ জিরাল্ডকে ধরিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলে গাড়ী চলিয়া গেল।

এইবার পুলিসটা ফিলিক্সের নিকট আসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল—ভারী ঝক্‌মারীর কাজ এসব মশায়। রোজ এমন কতজন যে ডাক্তারখানা থেকে বেরুচ্ছে তার ঠিক নেই ! কি বলব, এদের যদি ভদ্দরলোক বলে চিনতে না পারতুম তাহলে পাঁচশিলিং জরিমানা বা পাঁচদিন জেল না হয়ে যেত না। আমি ডাক্তারকেও এ সম্বন্ধে বলেছিলুম—লোকটা যেমনি ভদ্র তেমনি দাতা। তবে কি জানেন, কোন হল্লা না হলে মাতালই হোক আর যাই হোক আমার তাতে মধ্যস্থতা করবার কোন দরকার নেই। কিন্তু ডাক্তারের অষুধকে অদ্ভুত বলতে হয়, লোকগুলোর কি পরিবর্ত্তনটাই করে ছেড়ে দেয়। এঁরা যদি বড়লোক না হতেন

তাহলে দু'শিলিংএ আমি কাজ হাসিল করবার মত মামার দোকানের সন্ধান বলে দিতে পারতুম!" এই সময় ক্রেভান হাউসের গেট দিয়া একখানা গাড়ী বাহির হইয়া গেল এবং একখানা প্রবেশ করিল।

পুলিশ বলিল,—"ঐ ব্রুহামে ডিউক অব্ অলষ্টার রয়েছেন; শুনলুম উনি ডাক্তারকে ব্যারণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। ওঁরও ত চেহারাটা যাচ্ছে তাই রকম দেখাচ্ছে!"

যেস্থানে উভয় বন্ধুতে দাঁড়াইয়াছিলেন, স্থূলকায় বিবর্ণমুখ ডিউককে সেস্থান হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, বয়সে তিনি যুবা হইলেও কেশগুলায় অকালপক্কতা দেখা দিয়াছিল; নেত্রে তাঁহার ভাবহীন দৃষ্টি।

পাতালপুরীর দ্বার সন্নিদ্ধে স্বয়ং ডাক্তার মাইকেল উপস্থিত হইয়া এই রোগীটীর অভ্যর্থনা করিলেন। ডাক্তার ডিউককে অভিবাদন করিলে ডিউক বন্ধুর মত তাঁহার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। সমবেত অন্যান্য রোগীগণ অভিভূতের ন্যায় এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

লোকটার কি বিপুল সৌভাগ্য! ছয় মাসের মধ্যে তিনি লণ্ডন জয় করিয়াছেন। অসীম বিত্ত তাঁহার চরণপ্রান্তে সঞ্চিত, সম্মুখে উপাধি লাভের আশা জ্বল জ্বল করিতেছিল। লণ্ডনের অনেক বিখ্যাত ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও অনেক সময় তাঁহার দ্বার প্রান্ত হইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। সৌর করোদীপ্ত প্রভাতে তীব্র ঘৃণা ও সমালোচনার বিশ্লেষণি-দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চাহিতেই ফিলিক্স বুঝিতে পারিলেন যে, যদিও অর্থ রাশিকৃত হইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে সঞ্চিত রহিয়াছে তথাপি মনে তাঁহার শান্তি নাই।

ডাক্তারের দেহের উপর একটা ছায়া পড়িয়াছিল,—কে বলিবে সেটা কালের ছাপ কি মৃত্যুর ছায়া? তাঁহার তরঙ্গায়িত কেশের অধিকাংশই

ধবল হইয়া গিয়াছিল; শ্মশ্রুগুম্ফের কেশেও ধবলতা দেখা দিয়াছিল। চোখ তাঁহার তেমনি দীপ্তিময় থাকিলেও সেগুলা যেন কোঠরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শুভ্র সুন্দর বর্ণ যেন তাম্রাভ হইয়া গিয়াছিল। এখনও তিনি পুরুষের মধ্যে রাজার মতই মহিমময় প্রতীয়মান হইলেও তাঁহার দিন যে শেষ হইয়া আসিয়াছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। হাত দুইখানাও ইদানীং কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ডাক্তার তাঁহার মহাসম্ভ্রান্ত রোগীকে লইয়া অদৃশ্য হইলে ফিলিক্স ডিমেনের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"আমার সন্দেহ সত্যি বলেই মনে হচ্ছে ডিমেন! আজ বিকেলটা আমি একজন ডাক্তারের কাছে কাটাব, তারপর বন্ধু মার্সডেনের কাছে যাব। এলম্ হাউসে ফিরতে আজ আমার অনেক রাত হবে। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কর; রাত্রে আমি নিশ্চয় তোমায় বলতে পারব কি সে গোপনীয়-শক্তি যা দিয়ে ডাক্তার তার রোগীদের এমন করে বশ করে।"

## ( ২৭ )

সেদিন ফিলিক্স যখন এলম্ হাউসে ফিরিয়া আসিলেন তখন রাত্রি দুইটা। একখানা আরাম কেদারার উপর শয়ন করিয়া ডিমেন তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। একাকী বসিয়া কত যে কষ্ট-কল্পনা ও দুঃস্বপ্ন তাঁহার মনে জাগিতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

মনে করিয়াছিলেন লিণ্ডার মধুর মুখখানি মানস্-নয়নের সম্মুখে ধরিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িবেন; কিন্তু তন্দ্রা আসিবামাত্র তাঁহার মানস-নেত্রের সম্মুখ হইতে লিণ্ডার মোহিনীমূর্ত্তি মুছিয়া দিয়া মাইকেলের ক্রূর কঠোর-দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। তন্দ্রা ছুটিয়া গেলেও সে মূর্ত্তি মুছিল না; এক মুহূর্ত্তের

জন্যও তিনি মন হইতে বৈরীর ক্রূর কঠোর মূর্ত্তি মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। হাণ্ট যে সেইরাত্রেই ডাক্তারের রহস্যজাল ভেদ করিবেন এই আশাতেই তিনি উন্মুখ হইয়া ছিলেন। যতবার ডিমেন চক্ষু মুদ্রিত করিলেন ততবারই চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলেন শুধু ডাক্তারের ক্রূর হাস্য-রঞ্জিত মুখখানি আর চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে আগুণে আকৃষ্ট পোকার মত রোগীর দল।

ডিমেনের বুকে যেন পাষাণ ভার চাপিয়াছিল, একটা নিগূঢ় রহস্য যেন পার্ব্বত্য সর্পের মত তাঁহাকে টিপিয়া মারিতে চাহিতেছিল; অদ্ভুত ভয়াবহ দৃশ্য সকল তাণ্ডব-নর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার মানস-নয়নের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছিল—দৃশ্যগুলার প্রত্যেকটাতেই ডাক্তারের মূর্ত্তি বিরাজিত। মাইকেল তখন একটা সুবৃহৎ ঊর্ণনাভের ন্যায় ঊর্ণাবদ্ধ রোগীর দলকে ধীরে ধীরে হত্যা করিতেছেন, কখনও বা ভুজঙ্গাকৃতি মাইকেল দেহ বেষ্টনে লিণ্ডাকে নিষ্পেষিত করিতেছেন, কখনও বা রক্ত পিপাসু বাদুড়ের ন্যায় লোকের জীবন-শোণিত শোষণ করিয়া আপাতরম্য শাস্তিদান করিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুর কবলে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন —এমনি শত শত অদ্ভুত দৃশ্য ডিমেনের উষ্ণ-মস্তিষ্কে একটার পর একটা করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ তাঁহার স্কন্ধে হস্তস্পর্শ অনুভব করিয়া তিনি চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেন। সহাস্যে ফিলিক্স বলিলেন,— "কিহে, তুমি ভূত দেখে লাফিয়ে উঠলে নাকি? আমি এইমাত্র টানাগাড়ীতে ফিরছি—এখন কত রাত্তির জান?— দুটো হবে?"

ডিমেন বলিলেন—"তোমার অপেক্ষায় বসে বসে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—না ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রা এসেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কত যে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখছিলুম তার ইয়ত্তা নেই। মাইকেলই সমস্ত দৃশ্যে জাগছিল; কত-রকম ভীষণ জন্তুর আকারে যে মাইকেলকে দেখলুম তা বলতে পারি না;

আঃ! সে দৃশ্যগুলো দেখে এখনও আমার গা কাঁপছে! মনে হচ্ছিল, সত্যিই যেন সে এই ঘরে এসেছে!"

"সে যে ভীষণ জন্তু সে কথা বড় মিথ্যে নয়! আমায় এক গেলাস হুইস্কিসোডা দাও, তুমি এক গেলাস খাও, তারপর আমার বক্তব্য শুনবে। ডাক্তারের গোপন-রহস্য ভেদ করতে না পারলে আমরা তার কিছুই করতে পারব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ রাত্রে আমি সে রহস্য ভেদ করতে পারব।"

"আজ আর তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি ?

"না, আমি ত তোমায় বলেছিলাম যে, একজন স্নায়ুবিকার বিশেষজ্ঞের কাছে পরে ডাক্তার মার্সডেনের সঙ্গে আমার সমস্ত সময়টা কেটে যাবে। কিছুদিন আগে এই ডাক্তারের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মনে একটা অসম্ভব—ভয়াবহ সন্দেহ জেগে ওঠে। আজ অবধি ডাক্তারের সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানতে পেরেছি সেই সব কথার বিশ্লেষণ করে আমার সন্দেহের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করছিলুম। দেখলুম সন্দেহটা মিথ্যে নয়; যদিও কথাটা অতি ভয়ানক তথাপি এটা না হয়ে যায় না। হয়ত আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না কিন্তু আমি বড়গলা করে বলতে পারি যে, একথা সত্যি! মাইকেল মনুষ্য মূর্ত্তিতে সয়তান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস লোকটা, নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এমন একটা অশ্রুতপূর্ব্ব পাপ কাজের অনুষ্ঠান করছে যাতে লণ্ডন-সমাজের ভিত্তি অবধি শিথিল হয়ে পড়ছে—সে অনুষ্ঠান এতই ভয়াবহ যে তার তুলনায় মরফিয়া খাওয়ার বাতিকও অতি সৎ ইচ্ছা বলে মনে হয়।"

বিহ্বল-দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া ডিমেন বলিলেন, "দোহাই তোমার ফিলিক্স, কথাটা খুলে বল, তোমার এত লম্বা ভূমিকার মানে কি ?"

"কথাটা বুঝিয়ে বলতে হলে আমায় একটু আগে থেকে আরম্ভ করতে হবে, তা না হলে বুঝতে পারবে না কি করে আমি এ রহস্য ভেদ করলুম। তোমার মনে থাকতে পারে, কলেজ ছাড়ার পর আমি নানাদেশের ভাল ভাল স্কুলে বিশেষ করে ভিয়েনায় ডাক্তারী বিদ্যের আলোচনা করেছিলুম; সেই সময় স্নায়ুতত্ত্বই আমি বিশেষ করে আলোচনা করেছিলুম। সেখানে এমন কতকগুলা পরীক্ষা দেখেছিলুম আর বইয়ে প্রতিপাদ্য পড়েছিলুম, যা থেকে আমি মনস্তত্ত্বের কতকগুলো নতুন কথা জানতে পেরেছিলুম; আমাদের ইংরেজ স্নায়ুতত্ত্ববিদেরা সে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শুধু অজ্ঞ নয়, সে সব বিষয়ের আলোচনা করতে বিশেষ নারাজও বটে! কতকগুলো লোকের পৈত্রিক আমল থেকেই স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য দেখা যায়—এগুলো অবশ্য আধুনিক সভ্যতা আর নিত্য নূতন উত্তেজনাময় ঘটনার আলোচনার ফল। উত্তেজক ঘটনার আলোচনার ফলে একটা দুরারোগ্য ব্যাধির উদ্ভব—নানা আকারে সেটা আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সর্ব্বদাই তার সঙ্গে অতি কল্পনা-শক্তির বিকাশ আর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এই দুই উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে;—ক্রমে তা থেকে রোগী পাগল অবধি হয়ে যায়। এই মত্ততার সময় তার সদ-সদ জ্ঞান একেবারেই থাকে না। কখনও কখনও এই মত্ততার বহির্বিকাশ দেখা যায় না কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অন্তরে অন্তরে ঠিকই থাকে এবং রোগীর কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।"

"বেশ তা যেন হল, কিন্তু ডাক্তার মাইকেলের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি তাত বুঝতে পারলুম না।"

"কি নয় তাই বল! ডাক্তারের অতীত জীবন আলোচনা করে, তার সঙ্গে আলাপ করে আর তার চিকিৎসাগার, রোগীর শারীরিক আর মানসিক অবস্থার আলোচনা করে আমি যা বুঝেছি তাতে আমার দৃঢ়

বিশ্বাস সে লোকটা লণ্ডনে এই মহামারীর বিস্তার করছে। আরও বিপদের কথা এই যে, এখানের কেউ এ রোগের অস্তিত্ব অবধি জানে না কাজেই সাবধান হয়ে আত্মরক্ষা করবার কল্পনা অবধি তাদের মনে আসেনি, কোন আইনও এখন ডাক্তারকে ঠিক এই কারণেই বাধা দিতে অক্ষম। এখন যা বলি মন দিয়ে শোন। 'মিরিয়াচিটের (Miryachit)* নাম শুনেছ কখনও?"

"না, সে আবার কি?"

"আমিও তাই মনে করছিলুম। অতি অল্প ইংরাজই এ নাম শুনেছে। মিরিয়াচিট্ অতি অদ্ভুত স্নায়বিক ব্যাধি; সাধারণ রুষ দেশেই এটার প্রকোপ দেখা যায়; নামটাও রুসীয়; রুষ ছাড়া আরও দুই এক বায়গায় অল্পাধিক পরিমাণে এটা দেখা দিয়েছে; প্রধানতঃ কেনাডা, যুক্তসাম্রাজ্য, জাপান এবং আফ্রিকার আদিম নিবাসীদের মধ্যে এই রোগ হয়। রোগী সম্মোহকের কোন আদেশ অমান্য করতে পারে না। মারিয়াচিট আক্রান্ত রোগী খুন আত্মহত্যা, প্রজ্বলিত আগুণে প্রবেশ, পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়া প্রভৃতি কোন কিছু করতে ভয় পায় না। কোন বিপদের অস্তিত্ব তার কাছে থাকে না, সম্মোহক ছাড়া আর কারো কোন কথা শুনতে অবধি পায় না। গত দশ বৎসরের মধ্যে এই রোগাক্রান্ত রোগীর হাতে দুজন খুন হয়েছে। তার মধ্যে ফরাসী অধিকৃত কেনাডায় যে ঘটনাটা হয়েছিল তাতে হন্তারক যে সম্পূর্ণ অজ্ঞানে একাজ করেছে তা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও বিচারক তার প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। রোগের অজ্ঞতার ভাণ আইন শুনবে কেন?"

---

* "Miryachit—(a Rusian word) a nervous desease in which the patient involenterily minucs what ever is said or done to him. It accurs in apidenies & in contagious or hereditary"—A, Duen's Medical Dictionary.

"কিন্তু ডাক্তার মাইকেল—"

"ব্যস্ত হয়ো না, দাঁড়াও। ডাক্তার একজন রুষ; ক্যানাডায় সে অনেককাল ছিল কাজেই মারিয়াচিট তার কাছে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তার চেয়েও ভয়াবহ কিছু তার জানা আছে। সেটা কি জান? ডাক্তারের মত একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত লোক হয়ত স্নায়বিক ব্যাধি আরোগ্যের অছিলায় এই মাচিয়াচিটের সৃজন করিতেও জানে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ডেণ্টন সেভিল, রাষ্টন গ্রেভিস, সার জিরাল্ড ম্যাকিনন, মিসেস বলওয়ার ও তোমার লিণ্ডার ওপর ডাক্তার এই ভয়াবহ ব্যাধির চালনা করেছে।"

"ফিলিক্স, এ যে অতি ভয়ানক কথা!"—বলিতে বলিতে ভীষণ উত্তেজনাভরে ডিমেন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন—"এ কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সয়তানটাকে আর একঘণ্টাও বেঁচে থাকতে দেওয়া উচিত নয়—একঘণ্টা কি, এক মিনিটও না! কিন্তু কি থেকে তুমি এ ভয়াবহ কথা প্রতিপাদন করলে? এ সন্দেহ যে সত্যি তা তুমি বুঝলে কি করে?"

"ফলাফল দেখে আমি কাজের বিচার করি। ডাক্তারের রোগীগুলির কথা স্মরণ কর; প্রত্যেকের রোগেরই এক রকম লক্ষণ—ইচ্ছাশক্তির দৌর্ব্বল্য, হিতাহিতজ্ঞানের বিনাশ, সকল জিনিষে অনাসক্তি, স্বপ্নাবিষ্ট ভাব, আত্মদমনের অক্ষমতা ও অস্থিরতাপূর্ণ বিরক্তি। তারপর তাদের চেহারা—বিবর্ণ মুখ, বিকশিত অক্ষিগোলক, স্খলিত পদ, কম্পিত দেহ,"—

"কিন্তু এ সবের একটাও ত লিণ্ডাতে দেখা যায় না।"

"ঠিক বলেছ, লিণ্ডার কথাটা আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি। প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি, তারপর সিদ্ধান্ত করলুম নর-রূপী সয়তান কোন একজন বিশেষ ব্যক্তিতে লক্ষণের তারতম্য করবার

কায়দাও জানে। লেডী কেরী যে মিরিয়াচিটে সম্পূর্ণভাবে আক্রান্ত সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই। লিণ্ডা যে রকম ক্ষীণজীবি আর কোমল স্নায়ুবতী তাতে ডাক্তার তার ওপর বড় রকম অত্যাচার করতে সাহস পায় না। লিণ্ডার সাহায্যেই ডাক্তার প্রথমে লণ্ডনের সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে; লিণ্ডার দৈহিক-সৌন্দর্য্য ডাক্তারের উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অস্ত্র বলেই মিসেস বলওয়ারের মত তাকে শ্রীহীন করেনি। তবুও আমরা যতদূর দেখেছি তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে ডাক্তার লিণ্ডার ওপরও আপনার শক্তি কতকটা চালনা করেছে—আর কৃতকার্য্যও হয়েছে। এ শক্তির মোহ ছাড়া লিণ্ডা আপনার বিপদের কথা ভুলে কখনই সেই জ্বলন্ত ঘরে ঢুকে মুক্ত চুরি করে আনতে পারত না। একমাত্র মিরিয়াচিট ছাড়া কিছুতেই এ রকম হতে পারে না।"

"এখনও যে রোগটার প্রকৃত অবস্থা আর কি করেই বা তার সৃজন করা যায় সেটা ঠিক করে বুঝে উঠতে পারছি না। এ রোগ আরাম করবার কি কোন উপায় নেই—কোন চিকিৎসায় রোগীকে মুক্ত করিতে পারা যায় না কি?"

"সাধারণতঃ এ রোগে আক্রান্ত রোগীর দিন দিন অবনতিই হয়। একটা নিদারুণ স্নায়ুদৌর্ব্বল্য দিন দিন তাদের চেপে ধরতে থাকে, প্রায় সর্ব্বদাই হাতে পায়ে স্পন্দন হতে দেখা যায় এবং কোন জোর শব্দ শুনলে থর থর শব্দ করে কাঁপতে থাকে। আমি এর প্রতিবিধানের বা আরোগ্যের কোন উপায় ভেবে পাইনি। ক্যানাডায় একে "লাফান-জ্বর" বলে; এর শেষদশায় অজ্ঞতা দেখায় কিন্তু রুষদেশে প্রতিভাবান লোকেদের এ রোগ হলে স্নায়ু বিকারে দাঁড়ায়। খুব সম্ভব এ রোগের একমাত্র ওষুধ দৃশ্যপরিবর্ত্তন, স্বাস্থ্যকর বাতাস, আর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমাধিক্য। ইংলণ্ডে কেহই প্রায় এ রোগের অস্তিত্ব জানে না।

এক ডাক্তার মাইকেল ছাড়া এ রোগের সঞ্চালন রহস্যও কারো জানা নেই।”

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ডিমেন বলিলেন,—“তোমার এ রহস্য উদ্ঘাটনে বিশেষ ফল হবে বলে মনে হয় না তার কারণ একটা বিশেষ দরকারী কথাই তুমি জান্‌তে পারনি;—ডাক্তারের এই অদ্ভুত লোক-রঞ্জন ক্ষমতা কিসে হল? এ রোগের পরিণাম যদি এতই ভয়ানক তবে নিত্যি রাশি রাশি লোক ডাক্তারের বাড়ীর দোরে গিয়ে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকে কেন! বল্লে না যে এই ব্যাধির সৃজন করে ডাক্তার তার রোগীদের ক্রীতদাস করে ফেলে? কিন্তু লোক যখন রাশি রাশি টাকা দিয়ে স্বেচ্ছায় এই রোগ শরীরে নিতে যায় তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে যে, যে উপায়ে ডাক্তার এই রোগের বীজ শরীরে চালনা করে সেটা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। কিন্তু কি করে যে সেটা এমন প্রীতিপ্রদ হয় তাত আমি বুঝে উঠতে পারছি না, কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ বিপরীত। তার রোগীদের মাইকেল বলতে মুখ দিয়ে জল পড়ে, ডিউক্ অব্ অল্‌ষ্টার ত তাকে ব্যারণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, ড্যালবিয়াক তার সমস্ত সখের জিনিষ ডাক্তারকে দান করে গেল, লর্ড ডানেডিন নিজেও জেড পাথরের সমস্ত সংগৃহীত জিনিষ দিয়ে গেল; তা ছাড়া তুমিই স্বচক্ষে মিসেস বলওয়ারকে অনুনয় করতে দেখে এসেছিলে;—কি কুহকবলে ডাক্তার যাদের সর্ব্বনাশ করছে তাদেরই কাছ থেকে এমন আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা পায়? এ প্রশ্নের সমাধান না হলে আমরা লোকটার কিছুই করে উঠতে পারব না।”

“আমি নিজেও এ কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ডাক্তার মাইকেল ইতিপূর্ব্বে অসভ্য জাতের ওপর এই পরীক্ষার অত্যাচার করার জন্য দু'বার বিতাড়িত হয়েছিল এ কথাটা ভুললে চলবে না। আজকাল

কিন্তু সেণ্টপ্রিটার্সবার্গে আধুনিক (প্রেট্রোগার্ডে) জনকতক ডাক্তার ঠিক মাইকেলের মতই বড়দলের ওপর এই অত্যাচার করছে। লণ্ডনে বা সেণ্টপিটার্সবার্গে নিত্য নূতন উত্তেজক ঘটনা ম্যাকিন, সেভিল বা ঐ শ্রেণীর অন্যলোকে পায় না, ডাক্তার যে কি করে তাঁদের উত্তেজনার ক্ষিদে মেটায় তা সেই জানে। আমি আন্দাজে কতকটা বুঝেছি কিন্তু ডাক্তারের কোন রোগী ছাড়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারা অসম্ভব। এ ব্যাপার কিন্তু আমাদের কাছে চির দুর্ব্বোধ্যই থাকবে, কারণ ডাক্তার কোন রোগীর চিকিৎসা করবার আগে তাকে শপথ করিয়ে নেয় যে ঘুণাক্ষরেও সে কোনলোকের কাছে কোনকথা বলবে না।”

“একথা জানবার উপায় নেই বলে কি লণ্ডনের সমাজ দিন দিন এই রকম করে ধীরে ধীরে অধঃপতিত হবে? ডাক্তারের সঙ্গে লড়বার সাহস বা বুদ্ধি নেই বলে কি লিণ্ডাকে চিরদিন আমি তার কবলেই ফেলে রাখব মনে কর? ডাক্তারের চিকিৎসাধীন রোগী ছাড়া আমাদের ঈপ্সিত কথা আর কেউ বলতে পারবে না? বেশ তবে তাই হোক; আমি নিজে তার একজন রোগী হয়ে তার চিকিৎসা-রহস্য সমাধান করব।”

“সে কি তুমি যাবে? সে যে অসম্ভব!”

“আমি যেমন লিণ্ডাকে ভালবাসি তেমন ভালবাসা যে বেসেছে তার কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয় ফিলিক্স!”

“কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ। এতে কিন্তু তুমি তার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয়ে পড়বে, আর নিঃসন্দেহ ডাক্তার তোমায় খুন করবে।”

“না, সে আমায় চিন্‌তে অবধি পারবে না। এখন আর এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলব না। এখন রাত্তির তিনটে বেজেছে একটু বিশ্রাম

করে আমি মৎলবটা পাকা করে নিই, কাল বেলা আটটার ভেতর তুমি সব কথা জানতে পারবে।"

"এটা কিন্তু বড় বিপদ-সঙ্কুল অসমসাহসিক কাজ হচ্ছে।"

"শক্ত রোগে শক্ত অষুধ না হলে সারে কই? বিশেষ নিকোলা মাইকেলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে জীবনের ভয় করলে চলবে না।"

## ( ২৮ )

পরদিন সন্ধ্যা আটটার সময় ফিলিক্স একাকী কালভার্ট ষ্ট্রীটের দোকানে বসিয়া আহার করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে তাঁহার ভৃত্য গ্রেগরী একখানি কার্ড আনিয়া তাঁহাকে দিল। কার্ডখানার উপর লেখা ছিল, —Comte de-la-motte. এই লোকটা ডিমেনের বন্ধু ও ফরাসী রাজদূতের আত্মীয় ফিলিক্স তাহা জানিতেন। লোকটা যেমন অর্থবান তেমনি খরচে; ফরাসী সৌখীন-সমাজে তাঁহাকে চিনিত না এমন লোকই ছিল না।

গ্রেগারী বলিল,—"ভদ্দর লোক সো-রুমে অপেক্ষা করছেন ইংরিজি তিনি একবর্ণও বলতে পারেন না; তবু তাঁর কথাবার্ত্তা থেকে যতদূর বুঝেছি তাতে মনে হয় কালই তিনি লণ্ডন ত্যাগ করবেন সেইজন্যেই কোন জরুরী বৈষয়িক কাজে তিনি আপনার সঙ্গে এখুনি দেখা করতে চান।"

"এবড় মুস্কিল দেখছি। লোকটা ডিমেনের বন্ধু, আমি কস্মিন্-কালেও তাকে দেখিনি পর্য্যন্ত! সায়ার এখনও ফেরেনি সে কথা তাকে বলেছ?"

"হ্যাঁ, আমি বলেছি যে, আপনারা দু'জনে একই সঙ্গে দোকানে এসেছিলেন তারপর বেলা এগারটা থেকে যে মিঃ সায়ার বেরিয়েছেন, এখনও অবধি ফেরেননি। তাতে তিনি বল্লেন যে মিঃ সায়ারের সঙ্গে দেখা করবার তাঁর বিশেষ দরকার নেই, শুধু লণ্ডন-ত্যাগের আগে দোকান থেকে কি একটা জিনিষ কিনতে চান।"

"ও, কেনাবেচার কথা হলে আমি দেখা করতে রাজী আছি—" ফিলিক্স অনিচ্ছাসত্ত্বেও খবরের কাগজখানা রাখিয়া দিয়া চশমাটা মুছিয়া লইয়া নীচে যাইতে উদ্যত হইলেন।

সো-রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন আগন্তুক তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে ফরাসী পরিচ্ছদ, চুলগুলা তাম্রাভ, এবং ফরাসী রুচি-অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ছাঁটা; দক্ষিণ চক্ষে একখানি মাত্র চসমা আঁটা। কাউণ্টের মুখখানি শ্মশ্রু-গুম্ফ-বিবর্জ্জিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হস্তে তাঁহার হরিদ্রাভ দস্তানা, একটী সোণা দিয়া বাঁধান হীরা বসান বেতের ছড়ি; জুতার মুখটী সুচাল, গুম্ফাগ্রভাগ যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম করা এবং সর্ব্বাঙ্গ দিয়া পুষ্পসারের সৌগন্ধ বাহির হইতেছিল। ফরাসী ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া ফিলিক্স কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠস্বর তীব্র, কথা কহিবার ভঙ্গি অসহনীয় এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ইংরাজি ভাষাজ্ঞান এতই সংক্ষিপ্ত যে ফিলিক্স তাঁহার একটা কথা শুনিয়াই তাঁহাকে ফরাসী ভাষায় আলাপ করিতে অনুরোধ করিলেন।

আগন্তুক খুসী হইয়া বলিলেন—"আপনি তাহলে ফরাসী ভাষা জানেন? আপনাদের দেশের দোকানদারেরা ভারি চমৎকার লোক, সব ভাষায় তাঁরা কথা কইতে পারেন। এজন্য কিন্তু আপনাদের শিক্ষা-প্রণালীর সুখ্যাতি করতে হয়।

"তা বটে! তা যাক্ সে কথা, এখন অনুগ্রহ করে বলুন আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হতে পারে।"

"ধন্যবাদ, আপনার কাছে যা দরকার ছিল তা আমি পেয়েছি।"

এবার আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফিলিক্স চমকিয়া উঠিলেন। এ স্বর যে ডিমেনের! কিন্তু ইহাও কি সম্ভব যে এই ঘৃণ্য ফরাসীটা ছদ্মবেশী ডিমেন ব্যতীত অন্য কেহ নহেন? সেই কবিত্বময় বপু, স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ডিমেন শুধু চুলে রং করিয়া গোঁফদাড়ী কামাইয়া চেহারার এতটা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন?

ডিমেন বলিলেন,—"তোমায় যখন ঠকাতে পেরেছি- মাইকেলকেও তখন নিশ্চয় ঠকাতে পারব। ফিলিক্স আজ আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের চির শত্রুর সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে—তার চিরসুহৃদ সয়তান আজ আমায় সাহায্য করতে উদ্যত হয়েছে। সকালে তোমায় বলে গেছলুম, একাজে আমায় সাহায্য করতে পারে এমন একজন বন্ধুর সন্ধানে আমি যাচ্ছি। এক সপ্তাহ আগে এই কাউণ্টের সঙ্গে আমার ক্লাবে দেখা হয়েছিল; সেইদিন তার মুখে শুনেছিলুম সে ডাক্তারের সঙ্গে তার চিঠিতে পরিচয় হয়েছে, শীঘ্রই সে তাকে দিয়ে স্নায়ু চিকিৎসা করাবে। আমি তাকে পুনঃপুনঃ একাজ করতে নিষেধ করেছিলুম! আজ সকালে বরাবর তার বাড়ী গিয়ে তাকে বল্লাম যে এখুনি একখানা টেলিগ্রাফ করে ডাক্তারকে জানাও যে এখুনি তুমি তার সঙ্গে দেখা করিবে। সেইখানেই আমি কাউণ্টের পোষাকপত্তর পেয়ে ছদ্মবেশী কাউণ্ট সেজে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত হলাম।"

"বেশ, বেশ! কাউণ্ট কিছু অমত করেননি?"

"করেননি আবার! প্রথমে ত কথাটা কাণেই তোলেননি। আমি অনেককরে বুঝিয়ে যখন তাকে বল্লুম যে এ না হলে আমার প্রণয়িনীকে

উদ্ধার করবার আর কোন আশাই নেই, তখন সে রাজী হল। তারপর একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে আমরা ডাক্তারের উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলুম। কাউণ্ট তার চাকর বাকর জিনিষ পত্তর সব আমার নিজের ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে অনুমতি ত দিলেই উপরন্তু তখনই তার পরিচিত একটা লোককে ডাকতে পাঠালে; এই লোকটার ছদ্মবেশ করাবার ক্ষমতা অদ্ভুত। ইতিমধ্যে ডাক্তারের কাছ থেকে উত্তর এল। ডাক্তার লিখেছে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে ওঠায় বাধ্য হয়ে সে তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে তবে নাকি কাউণ্টকে তার একজন বড় দরের খদ্দের পরিচয় পত্র দিয়েছেন। আর কাউণ্টের অসুখটা বাড়াবাড়ি হয়েছে তাই আজ রাত ন'টার সময় সে কাউণ্টকে দেখবে। ক্রেভান হাউসে গিয়ে কাউণ্টকে দেখা করতে হবে; আর সঙ্গে যেন ডাক্তারের দর্শনী পঞ্চাশ পাউণ্ড আনতে না ভোলেন। তারপর যতবার দেখা করবেন প্রত্যেকবার কুড়ি পাউণ্ড হিসেবে দর্শনী দিতে হবে;—ধারে কারবার হয় না।"

"লোকটা টাকার পাহাড় করছে নাকি হে?"

"গুজবে বিশ্বাস করতে হলে বলতে হয় লা-কেরীটা ডাক্তারের টাকার সদ্ব্যয় করছে। শুনলুম এখন নাচবার সময় প্রতিরাত্রে এক একটা নূতন

পোষাক পরে, তা ছাড়া সে যে সব চুণি-পান্না ব্যবহার করে থাকে সারা লণ্ডন সহরে তার জোড়া নেই। চুণি-পান্নার দর ত আমাদের জানতে বাকি নেই! যাক্, আমার এখন বেশী কথা কহিবার সময় নেই"— বলিয়া ঘড়িটার দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন,—"সাড়ে আটটা বেজেছে, ন'টার সময় ডাক্তারের কাছে হাজির হতে হবে। ডি-লা-মোটির লোকটা শিল্পী বটে!

ঠিক কাউণ্টের মত করে আমার চুল আর ভ্রূ রং করে দিয়েছে।

আড়ে লম্বে কাউণ্ট আর আমি প্রায় সমান। সেইজন্যেই আরো আমায় এত কাউণ্টের মত দেখিয়েছে। এটা বিশেষ দরকারী; ডাক্তার কাউণ্টকে কখনও দেখেনি বটে, কিন্তু তা হলেও হয়ত কোনদিন চকিতের মত দেখে থাকতে পারে বা কারো মুখে তার আকার প্রকারের কথা শুনে থাকতে পারে।"

"তা হলে সত্যিই তুমি একা সিংহ-বিবরে ঢুকতে যাচ্ছ ডিমেন? আমার বিশ্বাস, এটা নিতান্ত অবিবেচকের কাজ হচ্ছে। পাতালপুরী কি রকম নির্জ্জন জায়গা জান ত? মাইকেলের মত লোক সেখানে একহাতেই তোমার টুটি টিপে মেরে রেখে দিতে পারে, বাইরে থেকে তোমার টুঁ-হুঁটী অবধি শোনা যাবে না। আমি যখন সেখানে গেছলুম তখন ডাক্তারের পাপের সহচর সয়তান ডেট্রিচ্ ছাড়া আর কোন চাকর বাকরকেও সেখানে দেখিনি। ডেট্রিচের গায়েও অসীম বল, গরিলার মত দীর্ঘ দীর্ঘ তার হাতগুলো। এরকম দুজন সয়তানের হাতে আত্ম-সমর্পণ করলে কি রকম বিপদেই যে পড়তে হবে একবার ভেবে দেখ। ডাক্তারের যে রকম ধূর্ত্তমী তাতে সে হয়ত তোমায় আঙুলটী অবধি তোলবার অবসর দেবে না; যে মুহূর্ত্তে সে তোমায় চিনতে পারবে তখনই একেবারে দফা রফা করে ছেড়ে দেবে; সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় এমন কোন একটা উপায় উদ্ভাবন করে তোমায় মেরে ফেলবে, তারপর যেন কোন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এমনি গুজব রটিয়ে দেবে। দোহাই ডিমেন, আমার কথাগুলো বুঝে দেখে এ পাগলামী ছেড়ে দাও।"

হাসিয়া ডিমেন বলিলেন,—"খুব উপদেশ দিলে ত আমায়! আজ কিন্তু কোনমতেই আমি তাকে আমার স্বরূপ জানতে দেব না দেখো! তুমিই যখন আমায় চিনতে পারনি তখন সেইবা পারবে কিসে? ছদ্মবেশ আমার নিখুঁত হয়েছে। গোঁফ দাড়ীওয়ালা লোক কামালেই নূতন হয়ে

যায়, আমি ত তার ওপর আবার মাথার চুল অবধি রঙ করেছি তার ওপর এখন রাত্রিকাল।”

“সেইজন্যেই ত আরও ভয়ের কথা! তুমি যদি একান্তই যাও তাহলে ক্রেভান স্কোয়ারে আমি তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকব! এগারোটা পর্য্যন্ত তুমি যদি না ফের তাহলে আমি গিয়ে তোমার খোঁজ করব।”

“আমি বলছি, তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই। তা ছাড়া সঙ্গে আমার রিভলভার রইল।”

“আর একটা কথা ডিমেন! তোমার স্নায়ু বড় কোমল, এ লোকটা মানুষের স্নায়ুর নাড়ী নক্ষত্র সব জানে! সুস্থ শরীরে এর হাতে আত্ম-সমর্পণের ফল কি দাঁড়াবে তা কে জানে? তাই বলছি এ পাগলামী ছেড়ে দাও।”

দৃঢ়স্বরে ডিমেন বলিলেন,—“ডাক্তারের চিকিৎসা-পদ্ধতি আমায় দেখতেই হবে; কি করে সে লোককে বশ করে, তুষ্ট করে সেটা দেখে সাধারণে প্রকাশ করতেই হবে আমায়! আসছে সপ্তাহে এমন সময় সমস্ত লণ্ডনবাসী জানতে পারবে কি পশু প্রকৃতির লোক এই ডাক্তার!”

“কাল এমন সময় যে তোমার মৃত্যু সংবাদও প্রচার হতে পারে!”

“লিণ্ডার জন্যে আমায় যেতেই হবে।”

অর্দ্ধঘণ্টা পরে ডিমেন মঁসিয়ে ডি-লা মোটির মোটরে করিয়া ডাক্তারের পাতালপুরীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডেট্রিচ দ্বার খুলিয়া চকিত-দৃষ্টিতে একবার ডিমেনের আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইয়া সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে তাঁহার প্রদত্ত নামের কার্ডখানা দেখিতে লাগিল। ডিমেনকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া প্রভুর আদেশের জন্য সে নীচে চলিয়া গেল; কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া ডিমেনকে

তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। পুরুগালিচা পাতা সিঁড়ি দিয়া নামিবার পূর্ব্বে ডিমেন মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন কিন্তু তখন আর ফিরিবার সময় নাই—সে ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না। ডাক্তারের সহিত সাক্ষাত করিবার কক্ষের দ্বার সান্নিদ্ধে উপস্থিত হইয়া ডেট্রিচ নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া বলিল,—"মঁসিয়ে-লি-কমট-ডি-লা মোটি!"

"ভেতরে পাঠিয়ে দাও তাঁকে!"—এ স্বর যে ডাক্তারের তাহা বুঝিতে ডিমেনের কিছুমাত্রও বিলম্ব হইল না।'

পরমুহূর্ত্তেই উভয় বৈরী পরস্পরে সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন।

## ( ২৯ )

মুহূর্ত্তের জন্য ডাক্তারের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হইবামাত্র ডিমেনের সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিল। এ লোকটার চক্ষের সমক্ষে কোন ছদ্মবেশই যে খাটিবে না এতক্ষণ পরে ডিমেনের মনে এই আশঙ্কটা প্রবল হইয়া উঠিল। ডাক্তার ততক্ষণ সমালোচকের তীব্র দৃষ্টিতে ডিমেনের আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিতে করিতে ফরাসী ভাষায় চিরপ্রচলিত মধুরস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। "মঁসিয়ে ডি-লা-মোটী, আমার একজন পুরাণ মক্কেল ডাক্-ডি-মারলেস আপনার পরিচয় পত্র লিখে দিয়েছেন দেখলুম; আমার চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁর কাছে কোন কথা শুনেছেন নাকি?"

"না মঁসিয়ে। তবে আমি শুনেছি যে আপনার চিকিৎসায় শুধু যে রোগ সারে তা না, উপরন্তু বিপুল আনন্দ পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীতে নিত্য নূতন আনন্দ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য।"

ডিমেন উচ্চকণ্ঠস্বরে ঠিক তাঁহার বন্ধু কাউণ্টের অনুকরণে নির্দ্দোষ

ফরাসী ভাষায় কথা কহিতেছিলেন। ডাক্তার ডিমেনের কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে কিয়ৎক্ষণ অবধি কি ভাবিয়া লইলেন। অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"চিঠিতে আপনি স্নায়বিক ব্যাধির কথা লিখেছিলেন ; তাই যদি আপনার প্রকৃত রোগ হয় তাহলে এখুনি আমি সেটা সারিয়ে দিতে পারব। আচ্ছা, এই যে আপনি আনন্দ পাওয়ার কথা বল্লেন এ সম্বন্ধে আপনার বন্ধু মিঃ ডাক কি কি বলেছেন ?"

"কিছুই না, শুধু ঐ টুকুই। শুনলাম আপনি ব্যবসাটা এক চেটিয়া করতে এতই উৎসুক যে চিকিৎসা করবার আগে রোগীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নেন যাতে সে কোনকথা কারো কাছে প্রকাশ না করে। এ বিষয়ে কিন্তু আপনি একটু স্বার্থপরের মত ব্যবহার করছেন কেমন নয় কি ? কেমন আনন্দ পাওয়া যায় লোককে সেকথা বললে দোষ কি ?"

নীরস অভিবাদন করিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"সকল কথা প্রকাশ করতে দেয় এমন কোন ডাক্তারের কাছে মঁসিয়ে ত ইচ্ছে করলেই যেতে পারেন !"

ঈষৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া ডিমেন বলিলেন,—"হ্যাঁ, দেখুন বন্ধু, ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরব বলে আমি এতটা পথ আসিনি। যেমন করে ইচ্ছে আমায় আরাম করুন আর অন্ততঃ আজকের মত আনন্দটা উপভোগ করতে দিন আমায় ! আপনার চিকিৎসার গোপন-রহস্য প্রকাশ করবার আমার একটুও ইচ্ছে নেই।"

"মঁসিয়ে, আপনি শপথ করুন।"

"ডি-লা-মোটার আত্ম-সম্মানের নামে আমি শপথ করছি ডাক্তার।"

"ঐ হলেই হবে। এখন আমার সঙ্গে আসুন।" ডিমেনকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার পরবর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি নাতি উচ্চ গদি-আঁটা আরাম কেদারায় তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।"

"ঐ চেয়ারটায় বসে একটু জিরুন। মনটাকে এখানে যা দেখবেন-বা যা শুনবেন তা ছাড়া আর অন্য কোনদিকে যেতে দেবেন না।"

ধীরে ধীরে ডিমেনের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া ডাক্তার তাঁহাকে চেয়ারে শয়ন করাইয়া দিলেন। এক মুহূর্ত্তে ডিমেন বুঝিতে পারিলেন ডাক্তারের হাতখানা কি তীব্র চুম্বক-শক্তিবান! কথা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। চোখ তুলিতেই তাঁহার মনে হইল ডাক্তারের আকৃতি যেন সহসা দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। গতরাত্রে ডিমেন যে সব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল ডাক্তারের আকৃতি একটার পর একটা করিয়া সেই সব শ্বাপদ জন্তুতে পর্য্যবসিত হইতেছে। তাঁহার মনে হইল ডাক্তারের ওষ্ঠদ্বয় বিজয়-হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, শত্রুকে করতলগত দেখিয়া উভয় চক্ষে নীলাভ দীপ্তি বাহির হইতেছে।

এইবার প্রথম ডিমেনের প্রাণে ভয় জাগিল। এই মৃদু আলোকে ডাক্তারকে আপনার এতটা নিকটে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল; সে মুখে যেন কি একটা দুষ্টভাব ছিল যাহা এই মৃদু আলোকেও ডিমেনের দৃষ্টি এড়াইল না। একটা দারুণ নিষ্ঠুরতা, একটা চাঞ্চল্য, একটা নিদারুণ আগ্রহ, একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য ডাক্তারের মুখ চোখ দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। ডিমেনের মনে হইল পূর্ব্বে তিনি কোথাও এই সবগুলির একত্র সমাবেশ দেখিয়াছেন—কিন্তু সেই স্থান ও ব্যক্তিটীকে মনে পড়িতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন;—মনে পড়িল পশুশালায় পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রকে রক্ষক যখন খাদ্য দিতে আসিয়াছিল তখন তাহাতে ঠিক এইগুলির এমনি একত্র বিকাশ দেখিয়াছিলেন!

কথাটা মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে আর একটা কথা ডিমেনের মনে পড়িল;—লোকটা পাগল নহে ত! রত্ন সংগ্রহের যেরূপ

বিপুল আগ্রহ, পাপানুষ্ঠানে যেরূপ কুণ্ঠাহীন প্রবৃত্তি তাহাতে পাগল বলিল মনে হয় ইহাকে! ডাক্তারের সহজ শান্ত মিষ্টস্বর ডিমেনের এই জাগ্রত স্বপ্ন ভাঙিয়া দিল। "আপনার বাঁ হাতের আস্তিনটা গুটিয়ে হাতখানা চেয়ারের এই হাতলের ওপর রাখুন—হ্যাঁ, এই ঠিক হয়েছে।"

ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত ডিমেন বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

ডাক্তার বলিলেন,—"এইবার এই কালো রুমাল দিয়ে আপনার চোখ বেঁধে দেব। যখন চোখের বাঁধন খুলে দেব তখন দেখিবেন রোগের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

চকিত-দৃষ্টিতে ডিমেন ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিলেন।

ডাক্তার তখন রুমাল হাতে লইয়া তাহার অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। ক্ষণেকের জন্য ডিমেনের মনে হইল, উদ্যত পিস্তলে ডাক্তারকে ভয় দেখাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তিনি তখনই পলায়ন করিবেন; পরক্ষণেই কিন্তু মনের সে ইচ্ছাটা দমন করিয়া লইলেন এবং প্রাণপণ বলে ভয় ও উৎকণ্ঠা দমন করিয়া পূর্ব্বস্বরে বলিলেন,—"এই চোখ বাঁধাটা কি আপনার চিকিৎসার একটা বিশেষ অঙ্গ?"

"হ্যাঁ, বিশেষ আবশ্যকীয় অংশ এটা! ভয় পাচ্ছেন কেন মঁসিয়ে ডি-লা-মোটী?" ডাক্তারের স্বরে যে বিদ্রূপের ভাব মিশ্রিত ছিল ডিমেনের সে কথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু এ বিদ্রূপটা কি রোগীর দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া না ডিমেনের ধূর্ত্ততা বুঝিয়া তিনি ব্যবহার করিলেন?

ডিমেন পুনরায় আপত্তি করিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার তাঁহার চোখ বাঁধিয়া ফেলিলেন। তাহার পর অনুজ্জ্বা ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন,—"এইবার স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন; শুধু আমার কাজে বাধা দেবেন না, তা ছাড়া আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না। হাতটা নাড়াবেন না বা সরিয়ে নেবেন না বুঝেছেন? এই এখুনি হয়ে যাবে।"

কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরবে কাটিয়া গেল। বদ্ধ চক্ষু, মুক্ত হস্ত অবস্থায় নিঃসহায়ভাবে তাঁহার প্রবলতম শত্রুর দয়ার উপর নির্ভর করিয়া চেয়ারে শায়িত ডিমেন মনে করিলেন, তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত সমাগত। চন্দন কাষ্ঠের মৃদু গন্ধ, ধূপের মিষ্ট সৌগন্ধ, ক্ষুদ্র ফোয়ারার ঝির ঝির রব তাঁহার জীবনের শেষ ক্ষণটাকে বড় মধুর করিয়া তুলিল। ইহার সহিত আরও একটা অনুভূতি দেখা দিল; প্রথমে সেটা ডিমেন অনুভবই করিতে পারেন নাই; তাহার পর তাঁহার মনে হইল উন্মুক্ত হাতের উপর কে যেন পারদ ঢালিয়া দিয়াছে। এ অনুভূতিটায় প্রথমে তিনি কোন সুখ বা কষ্ট অনুভব করিতে পারিলেন না;—যেন নিরর্থক কি একটা কিছু! কিন্তু ধীরে—অতি ধীরে অনুভূতিটা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। সেটা যে ঠিক কি তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, কিন্তু ঠিক নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে এই অনুভূতিটা যাতায়াত করিতে লাগিল। স্থিতি তাহার মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। তাঁহার মনে হইতে লাগিল হস্ত ও গলার মধ্যদিয়া মাঝে মাঝে যেন কি একটা ব্যথা চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু সেটা ব্যথা হইলেও তাহাতে সুখ আছে। আবার সে ব্যথা সহ্য করিতে ইচ্ছা হয়।

ক্রমে ব্যথার অস্তিত্বটা যতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই যেন, একটা স্বপ্নময় জড়তা আসিয়া তাঁহার দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিতে লাগিল। তাঁহার ছদ্মবেশ ধারণের উদ্দেশ্য, ডাক্তারের চিকিৎসা-রহস্য আবিষ্কার করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প, ডাক্তারের স্বরূপ জনসমাজে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা, লিণ্ডাকে উদ্ধার করিবার কথা প্রভৃতি যেন তাঁহার নিকট অনাবশ্যক কার্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ফোয়ারার তান তাঁহার কর্ণে অধিকতর মধু বর্ষণ করিতে লাগিল, সৌগন্ধময় নীরবতা তাঁহাকে অধিকতর প্রীতি প্রদান করিতে লাগিল। মস্তিষ্ক যেন তাঁহার তন্দ্রাবেশে অসার হইয়া আসিল। ক্রমে বেদনা বৰ্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে আনন্দের অনুভূতি আরও গাঢ় আরও মধুর হইয়া উঠিল; অবশেষে আনন্দাতিশয্যে তিনি যেন পাগল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, ডাক্তার কুচক্রী তাহাতে তাঁহার কি? কে হাণ্ট? বন্ধু সে? বিপদে আপদে বুক দিয়া রক্ষা করে?—তা করুক না, তাই কি? কে লিণ্ডা?—তাহার জন্য তিনি কষ্ট ভোগ করিতে যাইবেন কেন? এখন তাঁহাকে বহুদূরে অবস্থিত ছায়া ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া মনে হইল না! তাঁহার মনে হইল, পত্র পুষ্প শোভিত একটা ফুলদানির মধ্য হইতে মুখ তুলিয়া সহাস্য-মুখে লিণ্ডা তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে ভয় ও উৎকণ্ঠার মধ্যে তাঁহার সময় কাটিয়াছে সেটাও এখন তাঁহার স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। না—নিশ্চয়ই সেগুলা বাস্তব নহে; সেই স্বপ্নের কষ্ট স্মরণ করিয়া এখন আর দুঃখ পাইয়া লাভ কি? ক্রমে শারীরিক সমস্ত ইচ্ছা এই একটা সুখের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিপুল আগ্রহে পুনরায় এই সুখানুভূতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ক্রমে অনুভূতিটা দ্রুততর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া উঠিতেছিল, অবশেষে তাঁহার মনে হইল, প্রাণ যেন তাঁহার সুখ-সমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে। এ তিনি কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছেন?—কোথায় কে জানে! জানিবার কোন আগ্রহও তাঁহার মনে জাগিল না। সমস্ত আশা ও ভীতি, প্রেম ও ঘৃণা, দুঃখ ও কষ্টের হাত হইতে আজ তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন; পৃথিবী তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়াছিল—তাহার অস্তিত্বের কথা অবধি তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যেন কোন নন্দনের উপকূলে বসিয়া যাদুকরের যাদু স্পর্শের অপেক্ষা করিতেছিলেন; সে স্পর্শ এখুনি তাঁহাকে সুখের সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দিবে। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দানুভূতি থামিয়া গেল। একি?—যাদুকর কি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে? কয়েক সেকেণ্ড কাটিয়া

যাইবার পর সহসা বিদ্যুৎদীপ্তির মত ডিমেনের স্মৃতি ফিরিয়া আসিল ;—মনে পড়িল তিনি কে আর কি উদ্দেশ্য লইয়া কোথায় আসিয়াছেন ! উন্মত্ত ঊর্ম্মীর মত সুপ্ত-স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। কেমন করিয়া, কোন কুহকবলে ডাক্তার তাঁহার রোগীদের স্বাধীন ইচ্ছা হরণ করিয়া আপনার ক্রীতদাস করিয়া ফেলেন ডিমেন তাহা এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। এই উন্মত্ত আনন্দ দিয়া, ডাক্তার লোকগুলকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কবলে টানিয়া আনেন তাহা তিনি স্পষ্ট অনুধাবন করিলেন। লোকটা যে ঘাতকেরও বেহদ্দ ! তাঁহার অপরাধের তুলনায় কোন সাজাই যে যথেষ্ট নহে !

একটা দারুণ ক্রোধের ঊর্ম্মী ডিমেনের দেহ হইতে ডাক্তারের কৃত শেষ আনন্দানুভূতিটুকুও মুছিয়া দিল। এক লম্ফে তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া চক্ষের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। একটা ক্ষুদ্র ইস্পাতের যন্ত্র হাতে লইয়া ডাক্তার তাঁহার অতি সন্নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। সহসা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ডিমেন চক্ষের নিমেষে ডাক্তারের উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া তাঁহার মুখের উপর সজোরে একটা মুষ্টাঘাত করিলেন। অতর্কিতে আহত হইয়া ডাক্তার আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া একটা ইবনি কাষ্ঠের পুতুলের নিকট পড়িয়া গেলেন। তাঁর মুখ ও নাসিকা দিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল। বারেকের জন্যও পশ্চাতে না ফিরিয়া ডিমেন দ্রুতপদে সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। দ্বার প্রান্তে কে একজন—বোধহয় সে ডেট্রিচ—তাঁহার পথরোধ করিতে চেষ্টা করিল। হিংস্র পশুর ন্যায় পিস্তলের কুঁদার দ্বারা তাহাকে আহত করিয়া তিনি অর্দ্ধোন্মত্তের ন্যায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। ডেট্রিচ সাংঘাতিক আঘাতে তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

ডিমেন আত্মজীবন বিপন্ন করিয়া ডাক্তারের নিকট গেলেন, সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করিয়া তাঁহার চিকিৎসার অত্যাচার সহ্য করিলেন, মাইকেলের সেরা শত্রুরা তাঁহার চিকিৎসা রহস্য-জানিয়া লইলেন ; কিন্তু এত করিয়া ফল হইল কি ? লণ্ডনের সামাজিক আনন্দোৎসব শেষ হইয়া আসিতেছিল। উভয় বন্ধুতে জুলাই মাসের শেষ অবধি চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছুই ডাক্তারের বিরুদ্ধে করিতে পারিলেন না। সত্য বটে, ক্লাবে, হোটেলে যেখানে সুবিধা পাইয়াছিলেন সেই সেইস্থানেই জ্বলন্ত ভাষায় ডাক্তারের অত্যাচারের কাহিনী বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন; ডাক্তারের নৃশংস আচরণের কথা বুঝাইবার জন্য রাশি রাশি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন কিন্তু পাছে কোন বিপদে পড়িতে হয় এই ভয়ে কোন সম্পাদকই সাহস করিয়া সেগুলা পত্রস্থ করিতে পারেন নাই। ছাপাখানার আইনে না বাধে এমন ভাবে সংশোধন করিয়া দেখা গেল অভিযোগগুলা নিতান্ত মূল্যহীন প্রলাপের মতই দেখাইতেছে। তাহার পর উভয় বন্ধুতে আপন খরচে প্রবন্ধগুলা পুস্তকাকারে ছাপাইয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। লোকে যখন শুনিল ডাক্তার তাঁহার রোগীদের অপূর্ব্ব আনন্দানুভূতি দিতে পারেন তখন বেশী করিয়া দলে দলে লোক নিকোলার ডাক্তারখানার দিকে ছুটিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ লিখিয়া অবশেষে বন্ধুদ্বয় ডাক্তারের বিরুদ্ধবাদ লণ্ডনের চিকিৎসক মহলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন মাত্র।

ডাক্তার কিন্তু তাঁহার শত্রুদের এই অনিষ্ট চেষ্টা গ্রাহ্যই করিলেন না। তাঁহার আকার ইঙ্গিতেও কোনদিন প্রকাশ পায় নাই যে বাস্তবিকই কাউণ্ট ডি-লা-মোটী চিকিৎসা করাইতে আসিয়া তাঁহাকে আহত করিয়া

গিয়াছিল বা সত্যই তিনি লণ্ডন সমাজের কোনরূপ অনিষ্টসাধন করিতেছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে নিযুক্ত ডিটেক্‌টিভগণ দিনের পর দিন ব্যর্থ অনুসন্ধান করিয়া ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

রোগীরূপে পল কাইজার প্রত্যহই ডাক্তারের নিকট গতায়াত করিতেছিল; কিন্তু রোগী সচ্চরিত্র কি দুশ্চরিত্র কোন ডাক্তারই সেকথা অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করেন না, বা কোন ডাক্তারকেই সেজন্য কেহ দায়ী করিতে পারে না। পল কাইজার ছিল পাকা বদমাইস পুলিশ তাহার টিকিটী অবধি ধরিতে পারিল না।

ডাক্তার দুই হস্তে অর্থব্যয় করিতেন কিন্তু তাঁহার আয়ের তুলনায় সে ব্যয় অকিঞ্চিৎকর। আর তিনি যদি স্বেচ্ছায় লা-কেরীটাকে মণি মাণিক্যে মণ্ডিত করেন তবে তাহাতে কাহার কি বলিবার আছে?"

জুলাই মাসের শেষাশেষি নাগাইদ লিণ্ডা কেরীর কথা লণ্ডন সমাজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইল। মাত্র এইটুকু জনসাধারণে জানিত যে বিকৃত মস্তিষ্ক অবস্থায় তিনি কোন পল্লীভবনে বাস করিতেছেন। ব্যস, ঐ পর্য্যন্ত! বৃদ্ধা লেডী কেরী দিন দিন অধিকতর অথর্ব্ব হইয়া পড়িতেছিলেন; তাঁহার পরিচারিকাগণ চাকা দেওয়া চেয়ারে বসাইয়া কচিছেলের মত তাঁহাকে পার্কের মধ্যে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত; সুতরাং চেষ্টা করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইবার আশা একান্ত দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আরও বিপদ হইয়াছিল এই যে, ডাক্তার মাইকেলের অনুসরণ করিয়াও লিণ্ডার গুপ্তস্থানের কোন তত্ত্বই আবিষ্কৃত হইতেছিল না।

সহসা একটা সংবাদে সমস্ত লণ্ডন সহর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ডিউক্-অব্-অল্‌ষ্টার প্রায় চল্লিশজন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আপন আলয়ে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সে ভোজে নিমন্ত্রিত হইলে যে কোন ব্যক্তি

আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিত; ডাক্তার মাইকেল সমগ্র লণ্ডন চিকিৎসক সমাজের বিরুদ্ধবাদিতা সত্ত্বেও মহাসমাদরে এই ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই ভোজে ডিউক তাঁহার পিতামহ প্রদত্ত বহুমূল্য স্বর্ণ পাত্রগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং একটী অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত রৌপ্য 'কাপ' টেবিলের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল।

পরদিন সারা লণ্ডন সহর শুনিয়া বিস্মিত হইল যে, রাত্রে ডিউকের সমগ্র স্বর্ণপাত্র চুরি গিয়াছে। জগৎ বিখ্যাত সেলিনীকাপও সেই স্বর্ণ-পাত্রগুলার সহিত অদৃশ্য হইয়াছে। কে যে কি করিয়া চুরি করিল তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বাসনগুলা ডিউকের শয়ন কক্ষের নিম্নে গুম্‌টীর মধ্যে রাত্রি দুইটা হইতে চারিটার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল; তাহার পর বাড়ীর সকলেই নিদ্রামগ্ন হয়। বেলা প্রায় নয়টার সময় গুমটীর দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া মদ্য-রক্ষকের মনে সন্দেহ হয়; তাহার পর অনুসন্ধানে জানা যায় যে, যে ফায়ারপ্রুফ সিন্ধুকের মধ্যে বাসনগুলা রক্ষিত হইয়াছিল তাহাতে একখানিও বাসন নাই।

সন্দেহটা চাকরদিগের উপরেই পড়িয়াছিল; পুলিশেরও এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। দ্বিপ্রহরে ভোজন করিতে বসিয়া সমস্ত লণ্ডনবাসীই এই চুরির কথা আলোচনা করিতেছিল কিন্তু কেবলমাত্র ডিমেন সায়ার ও ফিলিক্স হাণ্ট ব্যতীত অন্য কেহ ডাক্তার মাইকেলকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মনে করিবার কল্পনাও করেন নাই।

উত্তেজনাভরে সংবাদপত্রখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ডিমেন বলিলেন,—"এ অতি সোজা কথা, চোর কে তা আর আমায় বলে দিতে হবে না; তবে বিস্ময়ের কথা এই যে, আর কেউ এত স্পষ্ট কথাটাও বুঝতে পারলে না। সেলিনী কাপটী নেবার মাইকেলের বিশেষ ঝোঁক হয়েছিল, তা সে নিয়েওছে। পৈত্রিক সম্পত্তি বলে ডিউক সেটা প্রাণ ধরে ডাক্তারকে

দিতে পারেনি ; কাজেই ডাক্তার স্থির করলে যে চুরির মৎলববাজ আর চোরামালের কারবারী এই পল কাইজার সমস্ত জিনিষ চুরি করে মাত্র সেলিনী কাপটী ডাক্তারকে দেবে। এখুনি আমি গ্রেহামকে গিয়ে বলছি যে, এই দু'জন লোকের কাছে সন্ধান করলেই এখুনি সমস্ত চোরা মাল বেরিয়ে পড়বে।”

চিন্তিতমুখে ফিলিক্স বলিলেন,—“গ্রেহাম তোমার কথা বিশ্বাসই করবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ডিটেকটিভ—বিশেষ করে, ইংরেজ ডিটেক্‌টিভের দ্বারা আমাদের কোন কাজই হবে না। যা কিছু করতে হয় আমাদের নিজেদের মধ্যে করে তারপর পুলিশকে সে কথা জানাতে হবে। ডাক্তারের মত কুবের, যার অত বড় বাড়ীতে বাস, রাজ রাজোয়ারা অবধি যার হাতধরা, ইংরেজ পুলিশের কাছে যে মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—সে কোনপাপে লিপ্ত হতে পারে না এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের দেশের পাহাড়াওয়ালার শারীরিক সামর্থ্য দেখে ডিটেক্‌টিভ পদে উন্নিত করা হয়,সুতরাং ডাক্তারদের মত ধূর্ত্ত সয়তান যে এক এক তুড়িতে তাদের হটিয়ে দেবে তার আর আশ্চর্য্য কি ? আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেলিনী কাপ ডাক্তারের কাছেই আছে ; কিন্তু দেখে নিয়ো ডিমেন আমি বলে রাখছি কিছুতেই তুমি একথা গ্রেহামকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। তার বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে লোকটার সৌভাগ্য দেখে হিংসেয় আমরা এসব কাজ করছি।” ফিলিক্সের কথাই সত্য হইল। গ্রেহাম কথাটা শুনিয়া করুণভাবে হাস্য করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

“আপনারা দু'জনে কি জানি কেন ডাক্তারের পেছনে উঠে পড়ে লেগেছেন। এ চুরির ভেতর পল কাইজারের যে হাত নেই এমন কথা বলি না কিন্তু আপনাকেই জিজ্ঞেস করি বলুন দেখি, ডাক্তারের এর ভেতর থাকা কি সম্ভব মশায়?”

দুইদিন পরে এই চুরি সম্বন্ধে একটা বিস্ময়কর সংবাদ শোনা গেল। সেলিসবারীর নিকটবর্ত্তী উইল্টসায়ারের একটা থানার মধ্যে হৃত বাসনের মধ্যে স্বর্ণ লবণাধারটা পাওয়া গিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যার কাগজে এই সংবাদটা যখন প্রচার হইল তখন কালভার্ট ষ্ট্রীটের দোকানে ডিমেন একা ছিলেন। ফিলিক্স লণ্ডনের উত্তরাংশে একজন সম্ভ্রান্ত মৃত ব্যক্তির সখের জিনিসগুলা খরিদ করিতে গিয়াছিলেন। সাড়ে চারিটার সময় ফিলিক্সের নামে একখানা টেলিগ্রাফ আসিল; ফিলিক্সের অনুপস্থিতে ডিমেন সেখানা খুলিয়া দেখিলেন সংবাদ জরুরী। বার্লিনে হাণ্ট-সায়ারের এজেণ্টের নিকট হইতে সেটা আসিয়াছিল; তাহাতে লেখা ছিল যে, সম্রাটের আত্মীয় একজন রাজকুমার জন্মতিথি উপলক্ষে উপহার দিবার জন্য মণিমুক্তা খচিত প্রসাধন সজ্জা কিনিতে চাহেন। ফিলিক্সের নিকট সে দ্রব্য আছে জানিয়া সে ব্যক্তি তাঁহাকে জানাইতেছে যে, অবিলম্বে যেন ফিলিক্স সেটি লইয়া বার্লিন যাত্রা করেন। ডিমেনের মনে হইল এমন একটা দাঁও কিছুতেই হাতছাড়া করা উচিত নহে। ফিলিক্স এ বিষয়ে কি বলিবেন তাহা তাঁহার ভালই জানা ছিল সেইজন্য তখনই তিনি ভৃত্যকে বন্ধুর বিদেশ যাত্রার উদ্‌যোগ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন এবং পাচককে সত্বর আহার্য্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। তিনি যখন এই সকল কার্য্যে ব্যস্ত এরূপ সময়ে একটি বালক "ডিমেন সায়ার স্কোয়ার" শিরোনামাযুক্ত একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। চিঠির এককোণে লালকালি দিয়া "জরুরী" লেখা ছিল এবং বালককে উত্তর লইয়া যাইবার জন্য প্রেরক বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল। খামের উপরের লেখা দেখিয়া ডিমেন লেখককে চিনিতে পারিলেন না। পত্রখানা খুলিয়া দেখিলেন ফ্লিট ষ্ট্রীটের একটা হোটেল হইতে পত্রখানা আসিতেছে তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—

"মহাশয়,—

"একজন অপরিচিত ব্যক্তির ধৃষ্টতা দেখিয়া বিরক্ত হইবেন না,—আমি আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ লাভের জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি। হুইটলিংটনের নিকটবর্ত্তী উইণ্টসায়ারে আমার বাস। আপনি যদি দয়া করিয়া একবার হোটেলে পদার্পণ করেন তবে নির্জ্জনে আমরা প্রাণ খুলিয়া সকল কথার আলোচনা করিতে পারি। আমি স্বয়ং কেন যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম না সে কথা সাক্ষাতে বলিব। চিঠিতে আমি সকল কথা খুলিয়া লিখিতে পারিতেছি না তবে শুনিলাম জনৈক দীর্ঘাকৃতি বিদেশী ভদ্রলোকের সম্বন্ধে কোন কোন কথা আপনি জানিতে চাহেন, আমি তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিতে পারি। আমার বিশেষ অনুরোধ এ পত্রের কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখিবেন। আমার দ্বারা যদি আপনি পাপীর সাজা দিতে পারেন তবে তাহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত হইব। তবে আমি নিরীহ ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে শান্তিতে দিন কাটাইতেছি; এ সময় আর শত্রু বাড়াইবার ইচ্ছা নাই। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আপনি চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নাও আসিতে পারেন অথবা দয়া করিয়া আসিতেও পারেন—যেমন আপনার অভিরুচি। সাড়ে ছয়টা অবধি আমি এখানে থাকিব তাহার পর ট্রেনে বাড়ী ফিরিব। একটা কথা আপনাকে বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি—কাল হয় ত আর এ বিষয়ে সাহায্য করিবার ক্ষমতা আমার নাও থাকিতে পারে।"

বশম্বদ—হার্ভিমঙ্ক

প্রগাঢ় মনোযোগ সহকারে ডিমেন পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহার পর পত্রবাহক বালকের দিকে চাহিয়া প্রেরকের আকৃতি প্রকৃতি জানিতে চাহিলেন। "ভদ্দর লোকের মাথার সব চুল পাকা, গোঁফদাড়ী

কামান, প্রায় আপনার মতই মাথায়। তাঁকে ঠিক ভদ্দর বলে মনে হয় না, কেমন একটু পাড়াগেঁয়ে অসভ্য অসভ্য ভাব।"

"লোকটা একা, না সঙ্গে আর কেউ আছে ?"

"না মশায়, সঙ্গে আর কেউ নেই। একরাশ খবরের কাগজ নিয়ে চা খেতে খেতে চিঠিখানা লিখে দিলেন, আমি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে।"

ডিমেন কিয়ৎক্ষণ অবধি কি চিন্তা করিলেন। তাঁহার মনে হইল, লোকটার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার বক্তব্য শুনিয়া আসিতে দোষ কি ?—তাহাতে ত আর কোন বিপদের সম্ভবনা নাই। এ পত্রখানা বিশেষ রহস্যপূর্ণ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, তবে ইহাতে যে দীর্ঘাকৃতি বিদেশী ভদ্রলোকের উল্লেখ আছে সেটা যে ডাক্তার মাইকেলকেই উদ্দেশ করিয়া লেখা ডিমেনের সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না; সুতরাং এ সংবাদটা হেলায় হারাণো কোনমতেই বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এ লোকটার নিবাস হুইটলিংটনে; এইস্থানেই ডিউকের হৃত বাসনের একখানা পাওয়া গিয়াছে। ডিমেনের স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ডাক্তার মাইকেলের রোগী এবং চোরামালের খরিদ্দার পল কাইজারের দ্বারাই এ চুরি সংঘটিত হইয়াছে। লোকটা ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকায় সম্পূর্ণভাবেই তাহার আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; তাহার পর ডাক্তার গোল্লিনী কাপ হস্তগত করিতে উৎসুক হইলে কাইজারকে চুরিতে লাগাইবে বা যথাসাধ্য সে চৌর্য্য ব্যাপারে সাহায্য অবধি করিবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে ?

ডিটেক্‌টিভ গ্রেহাম ত কথাটা কাণেই তুলিলেন না; ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে ডাক্তারের অপরাধ সপ্রমাণ করা একরূপ অসম্ভব কার্য্য! তবে এখন এই যে একটা লোক হুইটলিংটন হইতে

আসিয়া ডাক্তারের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা বলিতে চাহে এটা শুনিতে ক্ষতি কি? পুলিশের সাহায্য না লইয়া; এমন কি তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ফিলিক্সকে অবধি না জানাইয়া একাই তিনি যদি কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন তবে তাহা অপেক্ষা তৃপ্তির কথা আর কি হইতে পারে?

কথাটা মনে হইতেই উত্তেজনায় তাঁহার বক্ষস্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল। একবার কোনরূপে ডাক্তারকে তাঁহার আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে হয়, তাহার পর জবরদস্তি করিয়া তাহার নিকট হইতে লিণ্ডার গুপ্ত আবাসের সন্ধান বাহির করিয়া লইবেন। সময়টা তখন বড়ই মূল্যবান বলিয়া মনে হইতেছিল;—এই অপরিচিত পত্র লেখক মঙ্ক সাতটার সময় বাড়ী ফিরিবে। ডিমেন অস্থিরচিত্তে ফিলিক্সের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনই তাঁহার মনে পড়িল ফিলিক্স এক্ষণে ফিরিলেই বা তাঁহার লাভ কি? ফিরিয়াই বার্লিন যাত্রার জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইবে—কোনকথা আলোচনা করিবার অবসরমাত্র থাকিবে না। তদপেক্ষা বরং লোকটার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার বক্তব্য শুনিয়া তাহার পর ফিলিক্সকে সকল কথা বলা যাইবে। এই সংকল্প স্থির করিয়া ডিমেন চিঠিখানা পকেটের মধ্যে রাখিয়া দিয়া পত্রবাহককে বলিয়া দিলেন যে, তিনি স্বয়ং গিয়া পত্রের উত্তর দিবেন। বালক চলিয়া গেলে ডিমেন ফিলিক্সের অবগতির জন্য তাড়াতাড়ি একখানা কাগজে লিখিলেন যে, বিশেষ কার্য্যানুরোধে তিনি বাহিরে যাইতেছেন, ফিরিয়া আসিয়া আর তাঁহার সহিত খুব সম্ভবতঃ সাক্ষাৎ হইবে না। গ্রেগারী ইতিমধ্যে তাঁহার জন্য গাড়ী আনিতে গিয়াছিল।

গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে ডিমেন ভৃত্যকে বলিলেন,—"আমি যে কাজে বেরুচ্ছি সেটা সেরে বরাবর রিচমণ্ডে যাব, আজ আর এখানে ফিরিব না।"

মঙ্ক যে হোটেল হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন সেস্থানে ডিমেন পৌছিয়া দেখিলেন ছয়টা বাজিতে বিশ মিনিট বাকী। হোটেলটা সাবেক ধরণের, ঘরগুলা কাঠের প্রাচীর দ্বারা কুঠুরীতে বিভক্ত, ছাদ অত্যন্ত নীচু। ডিমেন যখন প্রবেশ করিলেন তখন তিনটী দল বসিয়া আহার করিতেছিল। একজন পল্লীবাসী তাহার তিন পুত্র ও পত্নীকে লইয়া একটা টেবিল জুড়িয়া বসিয়াছিল। অনতিদূরে সয়ম্প্রণয়-নিযুক্ত যুবক যুবতী আহার করিতে করিতে প্রেমালাপ করিতেছিল। অপর টেবিলে একজন মাত্র লোক ছিল; পত্রবাহক বালকের বর্ণিত মঙ্কের সহিত ইহার আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ডিমেন তাঁহাকে চিনিয়া লইলেন।

ডিমেন তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, লোকটা চুরুট টানিতে টানিতে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছে। চায়ের বাটীটা অদূরে পড়িয়াছিল, তাহাতে তখনও আধ বাটী চা মজুত, কিন্তু লোকটা কাগজ পড়িতে এতই উন্মত্ত যে সে কথা তাহার মনেই ছিল না। ডিমেনের আগমনটাও সে প্রথমে জানিতে পারে নাই। অগত্যা ডিমেনকে তাঁহার টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া সাড়া দিয়া আপনার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতে হইল। কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া ডিমেন কাসিয়া বলিলেন,—"আপনিই কি মিঃ মঙ্ক?"

কথাটা বলিতে বলিতে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার তাঁহার নয়নগোচর হইল; মঙ্ক হাত দিয়া কাগজখানা তুলিয়া ধরিয়া পড়িতেছিল, সে হাত দেখিলে হাতের অধিকারী যে কোনদিন শারীরিক শ্রম করিয়াছে একথা কিছুতেই মনে হয় না। তাঁহার মুখখানির মত হাতের বর্ণ লাল নহে পরন্তু দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মসীজীবির হাতের মত সুগঠিত। পত্রবাহক বালক মঙ্ককে পল্লীবাসী কৃষকশ্রেণীর লোক বলিয়াই স্থির করিয়াছিল কিন্তু তাঁহার হাত দেখিয়া ডিমেন কোনমতেই তাহাকে কৃষক

বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। লোকটা ডিমেনের মুখে আপনার নাম শুনিয়া কাগজখানা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া মনোযোগের সহিত ডিমেনের আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিতে লাগিল।

ঈষৎ গ্রাম্যদোষে দুষ্টস্বরে অবশেষে লোকটা উত্তর দিল,—"হ্যাঁ, তাই বটে! আর আপনি বোধ হয় মিঃ ডিমেন সায়ার?—কেমন, আমার অনুমান ঠিক নয় কি? বসুন না মিঃ সায়ার, দাঁড়িয়ে রইলেন যে! হঠাৎ আমার চিঠিখানা লেখবার কারণ বুঝতে না পেরে আপনি খুব বিস্মিত হচ্ছেন নিশ্চয়ই?"

"তা হচ্ছি বইকি! না কথাটা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়।"

উত্তর দিবার পূর্ব্বে কক্ষটার চতুর্দ্দিকে মিঃ মঙ্ক একবার সাবধানে দেখিয়া লইল। তাহারপর নিম্নস্বরে বলিল,—"সম্প্রতি আপনি কোন কারণে ষ্টিফেন গ্রেহামকে নিযুক্ত করেছিলেন, কেমন নয় কি?"

"যদি বলি হ্যাঁ—"

"না না, আমার কাছে আপনার কোনকথা গোপন করবার দরকার নেই মশায়!"—বলিয়া মিঃ মঙ্ক হাসিতে লাগিল,—"গ্রেহাম আমার মৃতাপত্নীর খুড়তুত ভাই, আমারও অন্তরঙ্গ বন্ধু সে।—আমার কাছে সে কোনকিছুই গোপন করে না। লণ্ডনে আমি প্রায়ই আসি না, কিন্তু যখনই আসি তখনই গ্রেহামের সঙ্গে আমার এইখানে দেখা হয়—অনেকক্ষণ ধরে গল্প গুজবও হয়। গতবার যখন তার সঙ্গে দেখা হয় তখন সে সেই সোণার বাসনগুলোর খোজ করতে বিশেষ ব্যস্ত। সেই সময় তার কাছে শুনলাম—অবশ্য আমি তার বিশেষ আত্মীয় বলেই গোপনে সে কথাটা আমায় বলেছিল—যে দুইজন ভদ্রলোক বিশেষ গায়ের জ্বালায় তাকে ডাক্তারের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেছেন, তারপর সে আপনার নাম করে বলে যে, আপনি নাকি এই চুরিতে যে ডাক্তারের

হাত আছে তা তাকে স্পষ্টই বলেছেন; এই ডাক্তার নিকোলাস মাইকেল যে লণ্ডনের একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত অতিথি তাও তারই মুখে শুনলাম। আরও শুনলুম ডাক্তারের ওপর আপনার এই সন্দেহটা হবার কারণ পল কাইজার নামক একটা চোরামালের ব্যবসায়ী ডাক্তারের চিকিৎসাধীন আছে বলে, কেমন ঠিক কি না? গ্রেহামের কাছ থেকেই এসব কথা আমার শোনা, তা নইলে এতকথা আমি জানবইবা কি করে। গ্রেহাম ত আপনার ধারণার কথা বলে হেসেই কুটি কুটি! গ্রেহাম বল্লে,—এই ডিমেন ভদ্দরলোক ডাক্তারের ওপর কি জানি কেন জাতক্রোধ হয়েছেন; যা কিছুই হচ্ছে সবেরই কর্ত্তা এই ডাক্তার—এইটেই তাঁর ধারণা!' এখন আমার বক্তব্য শুনুন। বিদেশী লোকদের আমি এতটুকুও বিশ্বাস করি না। দিন সাত আট আগে আমি একজন বিদেশীর একটু কাজে লেগেছিলুম, তাই ষ্টিফেনকে জিগেস করলুম,—'ডাক্তারের চেহারাটা কি রকম বলতে পার?'—যদি আমার পরিচিত লোকটার সঙ্গে এর মিল হয় তাই কথাটা জিগেস করলুম। তাই বল্লুম,—'ডাক্তার কি তালগাছের মত ঢেঙা, মুখে ধূসরবর্ণ দাড়ী গোঁফ আছে, চোখগুলো যেন জ্বলন্ত কয়লার মত?' সম্বন্ধী বল্লে,—"হ্যাঁ সেই বটে!'—তখন বুঝলুম, তবে ত আমি ঠিক ধরেছি!"

কথাটা বলিয়া সজোরে টেবিলটা চাপড়াইয়া মিঃ মঙ্ক চেয়ারে হেলিয়া পড়িল। বিজয়-গর্ব্বে সে ডিমেনের দিকে চাইল, যেন একটা সঙ্কটময় কার্য্য সে নিরাপদে উদ্ধার করিয়াছে, এমনি তাহার ভাবটা!

ডিমেন বলিলেন,—"কিন্তু এর সঙ্গে ডিউক অব অলষ্টারের বাড়ীর চুরির কি সম্বন্ধ তা ত বুঝতে পারলুম না?"

"আরে মশাই দাঁড়ান, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, বলছি। কিন্তু তার আগে আমার নিজের সম্বন্ধে দু'একটা কথা আপনাকে বলা দরকার মনে

করি। যৌবনে একটা চশমার দোকানে আমি কাজ শিখতুম কিন্তু আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে আমি আর কোন কাজ-কর্ম্ম করিনি। স্ত্রীধন—সে অতি সামান্য জিনিষ—তার মৃত্যুর পর আমারই হাতে পড়ে, তার সঙ্গে একখানা অতি প্রাচীন বাড়ীও পাই; সেটা উইল্টসায়ারে 'ব্রেডলি টাওয়ার' বাড়ীখানার নাম। অনেকদিন ধরে সেখানে আমি বাস করছি। আমার জীবনে একটা বাতিক আছে, সেটা পরে বলছি। ছন্নছাড়াভাবেই এতদিন জীবন কাটাচ্ছিলুম। মাসখানেক আগে দেখলুম হাতের রেস্ত কমে এসেছে; তাই আর কি ভাবলুম বলি,—'হার্বি আর কেন, এইবার ভবঘুরে হও।' কিন্তু ভাবনা হল ব্যাডলি টাওয়ারটাকে নিয়ে করি কি? আমার চাকর বাকর কেউ নেই, নিজেই দেখেশুনে সব কাজকর্ম্ম করি তাই ভাবলাম দু' এক বছর বেরুলে বাড়ী ঘর দেখবে কে? সম্প্রতি আমার বাড়ীর কাছেই একটা গোলফ্ খেলবার জায়গা করেছে, মাছধরা বা শিকার খেলার মত জায়গাও যথেষ্ট আছে। এই সব দেখেশুনে ভেবে চিন্তে শেষকালে আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম। জায়গাটা কেমন নির্জ্জন, কত বড় বাড়ী, তার সঙ্গে একটা জ্যোতিষ মঞ্চ (observatory), বাগান প্রভৃতি—"

"আপনার বাড়ীতে জ্যোতিষমঞ্চ আছে নাকি?"

প্রলুব্ধ নেত্রে ডিমেনের মুখের দিকে চাহিয়া লোকটা সহাস্যে বলিল—"আজ্ঞে তা আছে বইকি! ঐ বাতিকের কথাই ত বলছিলুম। জ্যোতিষীশাস্ত্রের মত আর শাস্ত্রই নেই—যতই পড়ুন পড়া আর শেষ হবে না; চেয়ে দেখুন, সেই ক খ গ নিয়েই ঘস্ড়াচ্ছেন্! আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, জগতের যত জ্যোতিষী আছেন তাঁদের জিগেস করে দেখুন, দেখবেন সব শেয়ালেরই ঐ এক ডাক—'জ্ঞান সমুদ্রের ধারে উপলখণ্ড সঞ্চয় করছি মাত্র!' যাক্ সে কথা, এখন যা বলছিলুম তাই বলি।

বিজ্ঞাপন দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চিঠি পেলুম। চিঠিখানা ওয়েষ্ট এণ্ড ক্লাব থেকে এসেছিল, লেখক ই, নিকোলাস।”

“কই দেখি, সেখানা আপনার সঙ্গে আছে নাকি?”

“হ্যাঁ, আছে বোধ হয়।”

মঙ্ক পকেট হইতে একখানা চর্ম্মনির্ম্মিত পকেটবুক বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে অনুসন্ধান করিয়া একখানা পত্র বাহির করিয়া ডিমেনের হাতে দিল। পত্রখানার হস্তলিপি দেখিয়াই সেখানার লেখক যে মাইকেল সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। চিঠিখানা খুলিয়া দেখিলেন প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বের লেখা; পত্রের একস্থানে লেখা আছে,—‘একজন চলচ্ছক্তিহীন রোগীর জন্য স্বাস্থ্যকর নির্জ্জন স্থানের আবশ্যক সুতরাং আপনি বাড়ীটার বিশদ বিবরণ দিতে ভুলিবেন না।’—সর্ব্বশেষে লেখা ছিল পত্রখানি যেন গোপনে রাখা হয়।

পত্রখানা যথাস্থানে রক্ষা করিতে করিতে মিঃ মঙ্ক বলিল,—“আর দু’খানা চিঠি লেখালেখির পর ভদ্দর লোকের সঙ্গে ওয়াটারলু রেল ষ্টেসনে আমার দেখা হয়। আমি তাঁকে বল্লুম যে আমার আসবাব পত্তর বা ছবিটবি কিছুই নেই, আর সে সবের জন্যে পয়সাও খরচ করতে পারব না; আর তা ছাড়া এতদিন একটা কুকুর নিয়ে বিপত্নীক অবস্থায় আমি সেখানে থাকতুম, মেয়েমানুষ থাক্‌বার মত ঘরদোর পরিষ্কার ঝরিষ্কারও করা নেই;—কারণ শুনলুম এই চলচ্ছক্তিহীন রোগীটী স্ত্রীলোক।”

“সেটী স্ত্রীলোক!”

“হ্যাঁ, স্ত্রীলোক, শুনলুম নাকি তাঁর মাথা খারাপ। ব্রেডলি টাওয়ারে একজন ঝি, একটা রাঁধুনী অপর একজন সখী নিয়ে তিনি বাস করবেন। ভদ্দরলোক—নামটী তাঁর কি ভাল?—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিঃ নিকোলাস—তিনি ত তিন বছরের জন্যে বাড়ীটা ভাড়া নিলেন, ভাড়া দিলেন আমি

যা আশা করেছিলুম তার দ্বিগুণ। এগুলো ত বেশ নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল ; ছ'মাসের ভাড়া আগে পেয়েছি। ডাক্তার কাল তাঁর রুগীকে নিয়ে বাড়ীতে এসে বাস করতে আরম্ভ করবেন। সকাল ছটায় তাঁদের আসবার কথা।"

"ভোর ছ'টায় ?"

"সময়টা বড় বেশ্রী, না ? পাছে লোকে পাগলা স্ত্রীলোকটীকে দেখতে পায় এই ভয়েই অমন সময় আসবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আসবাব পত্তর আর ঝি দু'জন পরের ট্রেনে আসবে কথা ছিল। সকলে এসে পৌঁছিলেই আমি বেড়াতে বেরুব স্থির করেছিলুম। এইবার আমার কথাটা মন দিয়ে শুনে যাবেন। এইবার যা হল তাই দেখেই আমার আপনাকে চিঠি লেখবার কথা মনে হল। কিছুদিন পরে ডাক্তারই আমায় চিঠি লিখে জানতে চাইলেন আমার কোন বাসন কোসন আছে কিনা ? আমি বাসন কোসন পাব কোথায় মশায়, থাকবার মধ্যে আছে আমার থান কতক ছুরি আর কাঁটা চামচে, কাজেই ডাক্তারকেও তাই লিখে দিলুম। তারপর তিনি লিখে পাঠালেন, এক সিন্দুক বাসন তিনি পাঠাবেন সেটা তাঁদের না আসা অবধি কোন একটা ভাল ঘরে রেখে দিতে হবে। সেগুলো এল কবে জানেন ত, সেই ডিউক অফ অলষ্টারের বাড়ীর চুরির পরদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে !"

প্রগাঢ় আগ্রহভরে ডিমেন প্রশ্ন করিলেন "কি ভাবে এলো সেগুলো ?"

"শেষ ট্রেনে বাক্স বন্দী হয়ে এসেছিল। সেও বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমি গাড়ীখানা হাজির রেখেছিলাম। একটা ছোকরা আর মুখময় দাড়ীওয়ালা সয়তানের মত চেহারার এক বেটা গুণ্ডা বাক্সটার সঙ্গে এসেছিল ; মিন্সেটার বপুখানা যে রকম ষণ্ডা মার্ক চোখ দুটো ঠিক সেই পরিমাণেই ছোট ছোট। সারা পথটা বেটা টুঁ হাঁটী অবধি করেনি।"

"সে হচ্ছে মাইকেলের পেয়ারের চাকর ডেট্রিচ।"

"বাক্সটা ভয়ানক ভারী তাই আস্তে আস্তে গলির ভেতর দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছিলুম। তা বাক্সটা এমনি বিশ্রী ভারী যে মাঝ রাস্তায় গাড়ী কাত মারলে আর আমরা সবাই খানার মধ্যে চিৎপটাং! জায়গাটা ভয়ানক অন্ধকার, ছোকরা আবার পড়ে পড়ে কি কতকগুলো শপথ করতে লাগল। বাক্সটা পড়ে যাওয়ায় তার একটা কোন ভেঙে কি দুই একটা জিনিষ বেরিয়ে পড়েছিল—অন্ততঃ সেই লোক দুটোর ত তাই বিশ্বাস; একটা টিমটিমে লণ্ঠন হাতে নিয়ে তারা ঠায় একঘণ্টা ধরে জায়গাটা খুঁজলে, কিন্তু পেলে না কিছু।"

"তাই বোধহয় ডিউকের সোনার নুনের পাত্তরটা কাল সেখান থেকে পাওয়া গেছে?"

"আপনি ঠিক ধরেছেন মশায়! বাড়ীতে পৌঁছে একটা ভাল ঘরে সিন্দুকটাকে পোরবার জন্যে লোক দুটো কি ব্যস্তই হয়েছিল। লোক দুটো মহা ধূর্ত্ত, কিছুতেই আমায় বাক্সটায় হাত দিতে অবধি দিলে না, নিজেরাই যা করবার সব করতে লাগল। তা তারা যত চালাকই হোক, আমি যা দেখবার দেখে নিয়েছি।"

"কি দেখেছেন আপনি?"

"বাক্সর এক কোণে একটা কিসের ছাপ ছিল সেটা তুলতে না পেরে, খানিকটে পুড়িয়ে দিয়েছিল। কাল যে রকম দেখলুম, আর আজ যা জানতে পেরেছি তাতে আমি শপথ করে বলতে পারি যে, সেখানে রয়লি আরমের ছাপ ছিল।"

"আপনি যা বল্লেন এর প্রত্যেক কথাটাই জরুরী; আপনি এ খবরটা পুলিশে দেননি কেন?"

"ঐ ত মশায়, কেন বলিনি? কারণ কাল বিকেলে এইখানে বসেই

প্রথম গ্রেহামের মুখে শুনলুম যে, আপনি যে ডাক্তার মাইকেলকে সন্দেহ করেছেন সে লোকটা হুবহু আমার মক্কেল মিঃ নিকোলাসের মত! একথাটা না জানা অবধি ত আমার করবার মত কিছুই ছিল না। তারপর আপনার স্মরণ থাকতে পারে ডিউকের হৃত লবণদানী খুঁজে পাওয়ার কথা আমরা সবে আজ জানতে পেরেছি। আপনিই বলুন না, যে লোক বছরে আট্ পাউণ্ডের জায়গায় দু'শো পাউণ্ড করে দিচ্ছে তার কি গায়ে পড়ে অনিষ্ট করতে আছে মশায়?"

"গ্রেহামকেও তোমার সন্দেহের কথা বলনি?"

"না মশায়, কাউকে বলিনি। কারণ কাল ঠিক এমনি সময় তার সঙ্গে আমার বচসা হয় সেই থেকে আর তার দেখাই পাইনি। বচসার কারণটা আবার শুনুন, অপরাধের মধ্যে আমি বলেছিলুম মিঃ সায়ারের সন্দেহ হয় ত একেবারে অমূলক নাও হতে পারে। এই কথা না শুনে ছোকরা ত মহা ক্ষাপ্পা, বলে কিনা তারা গুণে গুণে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, সে আর আমার সঙ্গে কথাই কইবে না। আমায় ত বুড়ো নির্ব্বোধ বলে গালাগালি দিয়ে গেল, এখন আপনিই বলুন ত মশায়, আমার এই ভাড়াটেটা যদি সত্যিই চোর হয়, আর আপনি যদি তা প্রমাণ করে দিতে পারেন তবে বেশী নির্ব্বোধ হবে কে?"

অধিকতর উত্তেজনাভরে ডিমেন বলিলেন,—"আপনি শপথ করে এ কথা বলতে পারেন যে, একথা আমায় ছাড়া আর কাউকে বলেননি?"

সরল হাস্যের সহিত মঙ্ক বলিল,—"বলতে যাব আর কাকে মশায়? লণ্ডনে আমি চিনি কাকে যে বলব? এক গ্রেহামকে জানতুম, তা তার সঙ্গেও ঝগড়া হয়ে গেছে, বাড়ীতে ত জনপ্রাণীও নেই যে একটা কথা বলি। একটা ছোঁড়া আমার ঘোড়ার কাজ করে, তা সেও আবার রাত্তিরে থাকে না।"

কিয়ৎক্ষণ অবধি মঙ্কের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, ডিমেন বলিলেন,—"স্পষ্ট কথা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনি এইমাত্র বল্লেন যে, আপনার ভাড়াটেব ক্ষতি করে আপনার কিছুমাত্র লাভ নেই তবে আবার কি উদ্দেশে আপনার ভাড়াটের চিরশক্রর কাছে এসব কথা বলছেন ?"

মিঃ মঙ্ক উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে সহাস্যমুখে ডিমেনের দিকে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—"প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রেহাম যে-আমায় বুড়ো নির্ব্বোধ বলে গালাগাল দিয়ে গেছে তার শোধ নেওয়া, তারপর মশায় সত্যি কথা বলতে দোষ নেই, একাজে যে পুরস্কারও আছে !"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডিউক অব-অলষ্টার কি একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন না ?"

"হ্যাঁ, পাঁচশ' পাউণ্ড পুরস্কার। কিন্তু এর ভেতর পুলিশ ঢুকলে তার সিকির সিকিও আমি পাব না পক্ষান্তরে আপনার মত ভদ্দর লোক যদি দেখেন যে ভাড়াটে উঠে গেলে আমার ঠিক পাঁচশ' পাউণ্ডই ক্ষেতি—"

"অবশ্য তোমার খবর থেকে আমি যদি লোকটাকে ধরিয়ে দিতে পারি তা হলে ও পাঁচশ' পাউণ্ড তোমারই হবে; আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, এ বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

এই সময় মিঃ মঙ্ক পকেট হইতে একটা সুবৃহৎ রৌপ্য-নির্ম্মিত ঘড়ি বাহির করিয়া সময় দেখিলেন।

"কি সর্ব্বনাশ, সাতটা বাজতে বিশ মিনিট যে! আমার ট্রেনটা ঠিক সাতটায় ছাড়ে। ওরে ওই খানসামা, আমার বিলটা নিয়ে এসে যা পাওনা হয় নে বাপু মিটিয়ে! আচ্ছা মশায়; আসি তাহলে, একখানা ভাড়াটে গাড়ী নিতে হবে দেখছি।"

তড়িৎপদে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া ডিমেন বলিলেন,—"আপনি একা যাবেন, আমিও যে আপনার সঙ্গে যাব। এখন আমরা একযোগে কাজ করছি সুতরাং আপনার যদি অসুবিধে না হয় তাহলে হুইটলিংটনটা অবধি আপনার সঙ্গেই যাই।"

"খুব—একশবার! আমার আবার অসুবিধে কি? বরং আপনি গেলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাব! কাজে এই রকম আটাই ত দরকার, আমি হলে ঠিক এমনি করতুম। শুধু আমার একটা অনুরোধ আছে—সেটা হচ্ছে এই যে, যদি আমাদের চেষ্টা নিস্ফল হয় বা যদি আমরা ভুল করে থাকি তাহলে আজকের এই সাক্ষাতের কথা কাউকে বলবেন না।"

"এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"—বলিয়া একখানা খালিগাড়ী ডাকিয়া উভয়ে তাহাতে চড়িয়া বসিলেন। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে তিনি তাঁহার নয়নানন্দদায়িনীকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন এইকথা মনে হইতেই তাঁহার বক্ষ-স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল। আবেগ মিশ্রিত স্বরে তিনি বলিলেন,—"দেখুন মিঃ মঙ্ক, আমাদের আজকের চেষ্টা যদি সফল হয়—না হবার ত কোন কারণ দেখি না, নিশ্চয়ই আমরা কৃতকার্য্য হব—তাহলে আজীবন আমি আপনার বন্ধু থাকব।"

"আপনি বড় দয়ালু! এই বিদেশী ভদ্দরলোক যে রকম দুর্দ্দান্ত তাতে যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের পিস্তল ব্যবহার করবার দরকার হতে পারে। আপনার কাছে পিস্তল আছে ত?"

ডিমেন বক্ষস্থল নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এইখানে আমার পিস্তল লুকোন আছে, আর তার চেয়েও ভাল অস্ত্র হচ্ছে মনের জোর, তাও আমার আছে খুব।"

"মনের জোরই ত সব! এখন ভগবান আমায় দয়া করলেই বাঁচি;

তিনি দয়া করলে মিঃ নিকোলা বা ডাক্তার মাইকেল যাই তার নাম হক, আপনার সে কিছু করতে পারবে না।”

চকিত-দৃষ্টিতে ডিমেন একবার তাঁহার দিকে চাহিল। বারেকের জন্য তাঁহার মনে হইল, লোকটা বুঝি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই এ সন্দেহ কাটিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই ট্রেনে তিনি হুইট-লিংটন যাত্রা করিলেন—সহযাত্রী মঙ্ক!

## ( ৩১ )

৭টার ট্রেনখানা ছিল এক্সপ্রেস। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিলে তিনি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একটা চুরুট ধরাইলেন।

একটা নিঃসন্দেহ সাফল্যের আনন্দে তাঁহার সারা দেহ ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। তাঁহার নিঃসন্দেহ বোধ হইল মঙ্কের সহিত আজিকার এই যে সাক্ষাৎ এটা ভাগ্যের খেলা, সুপ্রসন্ন ভাগ্য আজ আপনা হইতে তাঁহার নিকট এই কার্য্যোদ্ধার মন্ত্রটী আনিয়া দিয়াছে! মঙ্ক তখন পাইপ ধরাইয়া চলন্ত দৃশ্যগুলা একমনে দেখিতেছিল।

এই তিনকাল কাটান নিরীহ বৃদ্ধ প্রেমের মর্ম্ম কতটুকু জানে? ডিমেন যে প্রেমের যাতনায় কাতর, ঔৎসুর্ক্য ও নৈরাশ্যে লীন, বৃদ্ধ কোনদিন কি সে ব্যথা অনুভব করিয়াছে? প্রণয়ের ব্যাকুল-আগ্রহ তাঁহার হৃদয়ে যে যাতনার সৃজন করিয়াছে বৃদ্ধ কি কোনদিন সে যাতনার মর্ম্ম বুঝিয়াছে?—কোনদিন বুঝিবার অবসর পাইয়াছে?

লিণ্ডাকে আবার ব্যাকুল-আগ্রহে বক্ষে চাপিয়া ধরিবার সুযোগ পাইবেন,—আবার তাহার প্রণয়-দৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ স্নাত করিতে পারিবেন এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব্ব পুলকাবেশে তিনি যেন বৈরী-নির্য্যাতনের কথাটাও ভুলিয়া গেলেন।

লিণ্ডা যে নিরাপদে জীবিতা আছেন একথা তিনি:প্রাণে স্পষ্ট অনুভব করিতেন। তাঁহার পাগল হওয়ার কথাটা যে ডাক্তারের স্ব-কপোল-কল্পিত সে বিষয়ে ডিমেনের অনুমাত্র ও সন্দেহ ছিল না বলিয়া একদিনের জন্যও সেকথা মনের মধ্যে স্থান দেন নাই। আজিকার মাইকেলের সহিত সাক্ষাতের ফল যে কি দাঁড়াইবে তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না, পারিবার অভিলাষও তাঁহার ছিল না। হয় ত ডাক্তারের মুখের উপর তাহাকে ভয় দেখাইতে হইবে,—ডিউকের বাসন চুরির কথা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া হয় ত তাহার নিকট হইতে লিণ্ডার গোপন স্থানের সন্ধান লইতে হইবে। হয় ত মাইকেল যতক্ষণ না লণ্ডন ফিরিয়া যায় ততক্ষণ অবধি তাঁহাকে বাড়ীটার মধ্যে কোথাও আত্ম-গোপন করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে—হাঁ, এ মৎলব মন্দ নহে! ডাক্তার চলিয়া যাইবামাত্র গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি লিণ্ডাকে হ্যামষ্টেডে তাঁহার মাসীর নিকট রাখিয়া আসিবেন।

এমনি সব নানা চিন্তা একটার পর একটা ডিমেনের অন্তরে জাগিতে-ছিল; সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় কথা, সকল আনন্দের সেরা আনন্দ এই যে, আজ যে তিনি লিণ্ডাকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিবেন, তাহার পর মরণকাল অবধি আর কেহ তাঁহার হৃদয় হইতে তাঁহার প্রিয়তমাকে ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। মাইকেলের উপর প্রতিহিংসা লইতে তিনি যে বহুদিন হইতে ব্যস্ত, সেই বহুদিনের ঈপ্সা আজ পূর্ণ হইবে, পূর্ণমাত্রায় তিনি তাঁহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবেন। তাঁহার ও লিণ্ডার উপর সে যে দারুণ অবিচার করিয়াছে, চিকিৎসা ব্যবসা চালাইবার ছলে সারা লণ্ডনে সে যে মৃত্যুর বীজ ছড়াইতেছে—ফ্রেজারকে নিষ্ঠুর মৃত্যু যে দান করিয়াছে—এ সমস্তগুলার প্রতিশোধ পূর্ণমাত্রায় লইতে হইবে। লোকটা বাঁচিয়া থাকিবার অযোগ্য; ডিমেন তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে

ঘৃণা করিতেন। এখন কিন্তু বেশী করিয়া তাঁহার একটা কথাই মনে জাগিতেছিল—আর দশ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি লিণ্ডাকে দেখিতে পাইবেন, তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তৃপ্ত হইতে পারিবেন। মিঃ মঙ্ক একবারও তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা দেয় নাই। তিনি যে বাজে কথা কহা অপেক্ষা সান্ধ্য-তারকার প্রথম উদয় লক্ষ্য করিতেই অধিক আগ্রহান্বিত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল; এইভাবে বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন সহযাত্রী হইয়া একই কামরায় বসিয়া একটীমাত্রও বাক্যালাপ না করিয়া সেলিসবেরী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন। এইস্থানে আসিয়া তাঁহাদের গাড়ী বদল করিতে হইল। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে পথপ্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র হুইটলিংটনে যখন তিনি পৌঁছিলেন তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পল্লীখানিতে মাত্র কয়েকখানি কুটীর ছিল;—তাহাও পরস্পরের নিকট হইতে অতি দূরে দূরে অবস্থিত; চতুর্দ্দিক জঙ্গলে পূর্ণ, স্নিগ্ধ নৈশ বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল; ষ্টেশনের ফুলের গন্ধে মুখরিত বায়ু ডিমেনের মুখে লাগিতে তিনি যেন নবজীবন লাভ করিলেন। সে ষ্টেশনে যাত্রী মাত্র তাঁহারাই দুইজন; শীঘ্রই ষ্টেশন মাষ্টার কর্ত্তব্য সারিয়া সরিয়া পড়িলেন; যে গুমটীর মধ্য হইতে তিনি বাহির হইয়াছিলেন, কোনমতে টিকিট দুইখানি সংগ্রহ করিয়া তিনি পুনরায় সেই গুম্‌টীর মধ্যেই অদৃশ্য হইলেন।

"হুইটলিংটন গ্রামখানি নিতান্ত ছোট, দেখছেন ত?"—বলিতে বলিতে মিঃ মঙ্ক অগ্রসর হইয়া ডিমেনকে লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিল। বাহিরে একটী বালক একখানা টম্‌টম্ লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল,—"রাত ন'টার পর গ্রামের আর কোন জনপ্রাণীকেও দেখতে পাবেন না। উঠে পড়ুন মশায়; গাড়ীখানা মোটেই ভাল না, তাত দেখতেই পাচ্ছেন, তবে কি জানেন, কোন রকমে কাজ চলে গেলেই হল।"

"গাড়ীখানার খুব ঝাঁকানী খাওয়া অভ্যাস আছে দেখছি তা ছাড়া খুব ভারী মাল পত্তরও বইতে পারে বলে মনে হচ্ছে!"

একবার চকিৎ-দৃষ্টিতে ডিমেনের দিকে চাহিয়া মঙ্ক অশ্ববলগা তুলিয়া লইল,—"রাস্তা খারাপ মশাই, তাই গাড়ীখানা একটু মজবুত না হলে চলে না।"—বলিয়া সে ঘোড়ার পৃষ্ঠে চাবুক বসাইয়া দিতেই ঘোড়াটা গ্রাম্য পথের মধ্য দিয়া দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিল।

ক্রমে গাড়ীখানা বড় রাস্তা ছাড়িয়া একটা ক্রমোচ্চ মেটে গলিতে প্রবেশ করিল। অদূরে পাহাড় দেখা যাইতেছিল। পথের দক্ষিণে বামে ঘন সন্নিবিষ্ট বন, তাহার পরপারে ময়দান, কোথাও বা যতদূর দৃষ্টি চলে সবটাই বনে পূর্ণ। দ্রুতগামী শকটে বসিয়া স্নিগ্ধ নৈশ-বাতাসে অভিসিক্ত হইয়া ডিমেন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন ; অদূরবর্ত্তী সাফল্যের কথা চিন্তা করিয়া একটা বিপুল পুলোকোচ্ছ্বাসে তাঁহার সারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। গ্রামের সীমাপ্রান্তে পৌঁছিতে আর বিলম্ব নাই—যে পুরস্কার লাভের জন্য এতদিন তিনি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছেন আজ সেটা কর-তলগত প্রায়! কতক্ষণ তিনি এই আনন্দ-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সহসা মঙ্কের কণ্ঠস্বরে তাঁহার সে স্বপ্নাবেশ টুটিয়া গেল। সহসা একস্থানে অশ্ববলগা আকর্ষণ করিয়া চাবুক দিয়া পুরোভাগ নির্দ্দেশ করিয়া মঙ্ক বলিল,—"এই জায়গাটায় সেদিন ডিউকের বাসনটা পাওয়া গেছল আর দু'একদিন আগে এই গাড়ী থেকেই মিঃ নিকোলাসের বাসনের সিন্দুকটা ঠিক এই জায়গাতেই পড়ে গিয়ে একটা কোন ভেঙে গেছল। কি আশ্চর্য্য মিল।"

উত্তেজনাভরে ডিমেন বলিলেন,—"আমি নিঃসন্দেহ বলতে পারি, চোরা মাল এখন তোমার ঘরেই আছে।"

প্রত্যুত্তরে মঙ্ক ধীরে ধীরে বলিল,—"কই আমি ত কিছু দেখি টেখিনি। আর তা ছাড়া পরের জিনিষ না জানিয়ে ঘাটবই বা কি করে?"

পুলিশ সে সব ঠিক করবেক্ষণ। ব্র্যাডলি টাওয়ার এখান থেকে আর কতদূর ?”

“আর বড় জোর মাইলটাক হবে। এ রাস্তা দিয়ে গেলে মোট পাঁচ মাইল দূর পড়ে।” আর কয়েক মিনিট পরেই আবার তাহারা ক্রমোচ্চ পথে উঠিতে লাগিল। তাহার পর দুইটা পিল্‌পে গাঁথা একটা বাগানওয়ালা বাটীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিতেই বালক নামিয়া পকেট হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া গেট খুলিল।

বিস্মিত ডিমেন প্রশ্ন করিলেন,—“এত চাবিতালার ব্যবস্থা কেন ?”

উত্তরে মঙ্ক যে কি বলিল ডিমেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। গাড়ীখানা দ্রুত গেটের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়া একটা ধ্বংসোম্মুখ লতাপাতা ঢাকা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। বাড়ীটা যে অতি প্রাচীন তাহা দর্শকমাত্রেই বুঝিতে পারে। সম্মুখের গাড়ীর রাস্তাটার কোথাও কাঁকর কোথাও বালি আবার কোথাও ঘাস ও শৈবাল বিস্তৃত। গত বৎসরের শুষ্ক পত্রের একটা দারুণ পচা গন্ধ বাহির হইয়া স্থানটা যে লোকের বাসের অযোগ্য তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছিল।

বাটীর দ্বারটা ঠিক গেটের সম্মুখে নহে, একটা মোড় ফিরিয়া তবে দ্বারে পৌছান যায়। ডিমেনের মনে হইল, বাড়ীখানা যেন পর্ব্বতের উপত্যকাভূমির উপর স্থাপিত। তাহার চতুর্দ্দিক বৃক্ষে আচ্ছাদিত ; এক পার্শ্বের বৃক্ষগুলা যেন আকাশটাকে অবধি ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। বাটীর সম্মুখেই বাগান ; এককালে সেটার সৌন্দর্য্য ছিল কিন্তু এখন পলিতকেশা স্থবিরার ন্যায়ই শ্রীহীন—তাল বৃক্ষহীন তালপুকুরের ন্যায় আপনার উদ্যান নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিল। একদিন যেস্থানে সগর্ব্বে গোলাপের সারি মাথা তুলিয়াছিল এক্ষণে সেইস্থান বন্যবৃক্ষে ভরিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার উপর বন্যলতা উঠিয়া প্রকৃতি-হস্ত নির্ম্মিত নিকুঞ্জে

পর্য্যবসিত হইতেছিল। আর অর্দ্ধ শুষ্ক মৃতপ্রায় কাটি সার গোলাপ গাছগুলা বিজয়ীর পদ-দলনে দলিত হইয়া যেন পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল।

সারা বাড়ীটার মধ্যে আলোকের চিহ্ন অবধি দেখা যাইতেছিল না। চতুর্দ্দিকে জানালা বন্ধ, পাখীগুলা অবধি নামান ছিল। রন্ধন গৃহের ধূম নির্গমনের চিমনীতে ধূমের নাম গন্ধও ছিল না। সম্মুখের প্রবেশ দ্বারের উপর অতি দীর্ঘ আইভি লতাগুলা ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রবেশ পথ-রুদ্ধ করিয়াছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া মঙ্ক পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া, এক হাতে লতাগুলা ঠেলিয়া ধরিয়া দ্বার সান্নিদ্ধে উপস্থিত হইয়া দ্বার খুলিল। ঘরে ঢুকিয়া ত্বরিত হস্তে একটা বাতি জ্বালিয়া আনিয়া মঙ্ক অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে ডিমেনকে বলিলেন,—"এইবার আমরা বাড়ী পৌঁছেছি। এই আমার ক্ষুদ্র কুটীরে সর্ব্বান্তঃকরণে আমি আপনাকে অভ্যর্থনা করছি। জায়গাটা মোটেই আপনার উপযুক্ত হবে না, অতি মোটা চাল আমার। উইল, ঘোড়াটাকে ঘরে রেখে তুই বাড়ী যা। কাল আর তোর আসবার দরকার নেই। রোজকার মত বেরিয়ে গেটে চাবি বন্ধ করে চাবিটা বেড়া ডিঙ্গিয়ে ভেতর দিকে ফেলে দিয়ে যাস বাছা! এইবার তাহলে মিঃ সায়ার, দয়া করে বাড়ীর ভেতর আসুন!"

মঙ্ক একটা ছোট ল্যাম্প জ্বালিয়া আসবাব শূন্য হলঘরে কটা টেবিলের উপর রাখিয়াছিল। গৃহস্বামীর আহ্বানে ডিমেন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঠিক সেই সময় বর্হির্দ্দার বন্ধের শব্দ হইল। শব্দটা কাণে যাইতেই কেমন একটা ভয় ও অবিশ্বাসের ভাব তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। পাথর বসান হলের মধ্যে মঙ্কের পদশব্দের প্রতিধ্বনি শুনিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন কারা-রক্ষী তাঁহাকে কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিতে যাইতেছে!

এতক্ষণ পরে তাঁহার মনে প্রকৃতই ভয় হইল। এই যে একটা

লোকের সহিত রাত্রিকালে জনহীন পথ দিয়া আসিয়া এই প্রেতপুরীতে তিনি প্রবেশ করিলেন ইহার সম্বন্ধে ত তিনি কোন কথাই জানেন না, তবে কেন তাহাকে এতটা বিশ্বাস করিলেন, এখন যদি তিনি কোন বিপদে পড়েন তবে কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে ?—ত্রিসীমানায় জনমানব নাই যে! কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে লোকটাকে যে তিনি চির অপরিচিত মনে করিয়াছিলেন ;—তবে কোন দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া জনমুখর লণ্ডন ছাড়িয়া তিনি এই চিরঅপরিচিতের সহিত এই জনহীন মরুভূমিতে আসিলেন ?—কেন আসিলেন, কে তাঁহার মনে এ দুর্ব্বুদ্ধি জাগাইয়া দিল ?

প্রথম হইতেই মঙ্কের কথিত কাহিনীটা তাঁহার ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। একবারও সন্দেহের কথা তাঁহার মনে জাগে নাই। এতক্ষণ পরে তাঁহার প্রথম মনে হইল, কেন তিনি লোকটার কথা এমন করিয়া নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিলেন—কেন করিলেন ? যদিই বা বিশ্বাস করিলেন তবে নির্ব্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত পরিচয় দিবার জন্য লোকটার সহিত এতদূর আসিলেন কেন ?

মঙ্কের গল্প যে সত্য, তাহার একমাত্র প্রমাণ মঙ্কের প্রদর্শিত মাইকেলের পত্রখানা। পত্রখানার কথা মনে পড়িতেই আর একটা সন্দেহ তাঁহার মনের মধ্যে মাথা তুলিয়া উঠিল ;—এমনও ত হইতে পারে যে, এ লোকটা মাইকেলের নিযুক্ত, লোভ দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিবার জন্যই এভাবে গল্প রচনা করিয়াছে ? তাহা যদি সত্য হয় তবে মাইকেলের হস্তে বাগুরাবদ্ধ ডিমেনের আজ লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। মঙ্কের বন্ধু-জনোচিত আনন্দ-চঞ্চল কণ্ঠস্বরে ডিমেনের চিন্তাসূত্র টুটিয়া গেল। "এই আমার খাবার ঘর!"—বলিয়া মঙ্ক একটা কক্ষের দ্বার খুলিয়া দিল। আসবাবের মধ্যে ঘরে একখানা টেবিল, খানকয়েক চেয়ার এবং একটা সুবৃহৎ কাপবোর্ড ছিল ;—"দেখতেই পাচ্ছেন, বাবুগিরির ধার

দিয়েও আমি যাই না। ঘরে রুটি মাখন মাংস আর বিয়ার আছে, দরকার হয় ত উগ্র সুরাও একটু আধটু দিতে পারি। এতখানি গাড়ীতে আসার পর যদি হাত মুখ ধোবার দরকার বোধ করেন ত নাইবার ঘরটা আপনাকে দেখিয়ে দিইগে চলুন আর গ্যাসষ্টোবে এক কেট্‌লী জল গরম করতে দি না হয়।"

"না, না, এখন আর অত করতে হবে না, ঠাণ্ডা জলেই আমি কাজ সেরে নেবক্ষণ।"

"তবে আমার সঙ্গে আসুন মিঃ সায়ার! আপনি এদিকে হাত মুখ ধুতে থাকুন আমি ততক্ষণ খাবার সাজিয়ে ফেলিগে। বেশ ক্ষিধে হয়েছে ত আপনার, মিঃ সায়ার?"

এতক্ষণ অবধি ডিমেনের মনেই ছিল না যে সেদিন তাঁহার ডিনার খাওয়া হয় নাই। বেলা একটা হইতে একরূপ উপবাসেই কাটিয়া গিয়াছে। মঙ্কের সৌহার্দ্দ দেখিয়া তিনি মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; তাহার পর শীতল জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিবার পর তাঁহার ক্ষণপূর্ব্বের অকারণ ভয়ের কথা স্মরণ করিয়া আপনা আপনি হাসি আসিল।

দীর্ঘ ওক কাষ্ঠের সিঁড়ি ভাঙিয়া এবং ততোধিক দীর্ঘ দালান পার হইয়া তিনি এইবার যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন সেটাও বিশেষ আশাপ্রদ নহে। ঘরটা সুবৃহৎ। দেওয়ালগুলা চুণকাম করা; তাহার উপর ছাদের দিকে জল বসার দাগ গৃহস্বামীর অযত্নের কথা যেন চীৎকার করিয়া প্রচার করিয়া দিতেছিল। জানালার একটা ভাঙা অংশ দিয়া বাতাস ঢুকিয়া আলোটাকে প্রায় নিভাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল; সেই নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকে ডিমেন দেখিলেন, কক্ষের মধ্যে একখানি খাট, একখানি চেয়ার এবং হস্তমুখ প্রক্ষালনের একটী পাত্র রহিয়াছে। কক্ষের তুলনায় আসবাবগুলা ঠিক হাতীর গলার ঘণ্টার মতই নগণ্য

দেখাইতেছিল। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিয়া ডিমেন যেন কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া ত্বরিত হস্তে মাথা ও মুখ মুছিতে লাগিলেন! মনে মনে স্থির করিলেন, বহুক্ষণ অনাহারে আছেন, কিছু আহার করিবার পর স্থানটা নিতান্ত মন্দ লাগিবে না। তদ্ব্যতীত মঙ্ক ত পূর্ব্বেই ইহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিল তবে এখন আর অনর্থক বিরক্তি প্রকাশ করিয়া লাভ কি?

সহসা উত্তেজনাবশে লোকটার সহিত চলিয়া আসিয়া যে তিনি ভাল করেন নাই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন; অন্ততঃ আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার সুহৃদ ও পরামর্শদাতা ফিলিক্সের সহিত যে এবিষয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল এতক্ষণ পরে এই প্রথম সে কথাটা তাঁহার মনে পড়িল। ফিলিক্সের কথা মনে হইতেই আর একটা কথা তাঁহার মনে পড়িল, কিয়ৎক্ষণ অবধি তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এতক্ষণ ফিলিক্স বার্লিনের পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। ডিমেন যে কোথায় যাইতেছেন তাহার কোন ঠিকানা তিনি দিয়া আসেন নাই; এজন্য তাঁহাকেও বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। দোকান হইতে বাহির হইবার সময় তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে তাঁহাকে উইণ্টসায়ারে আসিতে হইবে। তিনি যে কোথায় গিয়াছেন তাহা কেহই জানে না। যদি সহসা তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন তাহা হইলেও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেহ তাঁহার অনুসন্ধান অবধি করিবে না।

একথায় কাহার মনেই বা তৃপ্তি আসে? ডিমেনের মনেও কিছুমাত্র তৃপ্তি আসিল না। মন হইতে তিনি এ দুশ্চিন্তা দূর করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন; কিন্তু কি একটা ভয় ও অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কা যেন থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার অন্তরের মধ্যে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। শত চেষ্টাতেও তিনি এ ভাবটা মন হইতে দূর করিতে পারিলেন না।

কক্ষটার ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ঘরে একটা মশারি বা কাপবোর্ড বা এমন কোন একটা আসবাব ছিল না যাহার পশ্চাতে শত্রু লুকাইয়া থাকিতে পারে। হাওয়ায় নাচিয়া নাচিয়া আলোটা দেওয়ালের গায়ে নানারূপ ছায়া ফেলিতেছিল তদ্ব্যতীত সারা ঘরটায় আর কুটাটি অবধি নড়ে নাই। সেই আলোকের ছায়াটা ডিমেনের চক্ষে ঠিক ডাক্তারের মত শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত মানব-মূর্ত্তি ধরিয়া যেন তাঁহাকে আঘাত করিতে আসিতেছিল।

ডিমেন-বুঝিতেছিলেন যে, এটা দৃষ্টি বিভ্রমের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে, বুঝিতেছিলেন যে তিনি শ্রান্ত ও অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, মস্তিষ্ক তাঁহার উষ্ণ হওয়াতেই এরূপ দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিতেছে কিন্তু তথাপি সেই ছায়াটাকে তিনি বারম্বার মাইকেল বলিয়া ভ্রম করিতেছিলেন, তাঁহার শরীরের প্রতি অণুপরমাণুতে যেন মাইকেলের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছিলেন। সেদিন ডাক্তারের চিকিৎসার পর হইতে ডাক্তারের উপর ডিমেনের কেমন একটা ভয় দাঁড়াইয়াছিল। লণ্ডনের পথে গাড়ী করিয়া যাইতে যাইতে কোনদিন যদি তিনি ডাক্তারকে পথের উপর দেখিতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে থর থর করিয়া কাঁপিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইত।—অতি কষ্টে সমস্ত মানসিকশক্তির প্রয়োগ করিয়া তিনি তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। এক্ষণে ডিমেন যখন চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে উৎকর্ণ হইয়া প্রত্যেক শব্দটী শুনিতেছিলেন, তখন ডাক্তার যে তাঁহার অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া আছে একথাটা এমনি নিঃসংশয়ে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহার মনে হইতেছিল শুধু পশ্চাতে ফিরিলেই তিনি তাঁহার চির শত্রুর মুখমুখী হইয়া পড়িবেন।

এটা যে বাতুলতা মাত্র, তাঁহার উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে সে কথাও তিনি জানিতেন; সেইজন্যই যে ভয়টা একটু

একটু করিয়া ক্রমে তাঁহার বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটাইতেছিল সেটাকে জোর করিয়া মন হইতে বিতাড়িত করিয়া তিনি বাতিটা তুলিয়া লইলেন। তাহার পর প্রতিধ্বনি মুখরিত দালান ও দীর্ঘ ওক কাষ্ঠের সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া মঙ্ক যে কক্ষে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল সেই কক্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন।

মঙ্ক ততক্ষণে টেবিলের উপর অনেকগুলা খাদ্যসামগ্রীপূর্ণ ডিস সাজাইয়া রাখিয়াছিল; এই সুখাদ্যগুলা দেখিয়া ডিমেনের স্বাভাবিক ক্ষুধা যেন দ্বিগুণ আকার ধারণ করিল। আহারে বসিয়া কিন্তু মোটেই তিনি আহার করিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র সামান্য জল মিশ্রিত করিয়া তীব্র হুইস্কি কিয়ৎপরিমাণে গলাধঃকরণ করিলেন, আহার্য্য দুই এক গ্রাসের অধিক উঠিল না।

মঙ্ক তাঁহাকে ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছিল,—"পেট ভরে না খেয়ে আপনি ভারী বোকামী করছেন। আমি ত' বুঝি, যতক্ষণ আছি পেটটা ভরে খেয়েনি। পৃথিবীতে কাল কি হবে তা যখন জানি না তখন উপোস করে যে কি লাভ তা ত মশায় আমি বুঝি না। ক্ষিদে পেলে পেট ভরে খাব, এই আমার মত। তারপর কাল আবার খাবার সময় খাদ্য জুটবে কি না তা কে বলতে পারে? আর খাবার মত মদ পেলে বোতলে ত আমি ছিটে ফোঁটাও ফেলে রাখি না মশায়! সংসারে এমন অনেক জিনিষ আছে যা ভুলে যেতে পারলেই ভাল, মদ আমাদের এ কাজে বড় বন্ধুর কাজ করে।"

কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে ডিমেন মঙ্কের মুখের দিকে চাহিলেন।

লোকটার শান্ত গম্ভীর ভাব যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, আর তাহার স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছিল দৌর্ব্বল্য ও উত্তেজনা। মদ্য ঢালিতে ঢালিতে তাহার হাত কাঁপিতেছিল, তাহার কথাবার্ত্তার ভাব ভঙ্গীর যেন

কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহাতে গ্রাম্য দোষ-দুষ্ট ভাব যেন আর ছিলই না। লোকটার বিদ্যা বুদ্ধি কতদূর এইবার তাহাই জানিতে ডিমেন উদ্যত হইলেন। "আপনি ওমারের শিষ্য দেখছি যে!"

মঙ্ক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। ডিমেন পুনরায় বলিলেন,—"ওমারের সে কবিতাটা জানেন না বুঝি? সেই যে"—

ঢাল, আরো ঢাল সুরা, ঢাল পাত্র ভরি,
নাহি জানি কোথা হতে এলে হেথা কেন,
যতদিন বেঁচে থাক পিয়' হৃদি ভরি,
নাহি জানি কোথা কবে যেতে হবে পুনঃ।"

গভীরভাবে মস্তক আন্দোলন করিয়া মঙ্ক বলিল,—"উঁহু, এটা আমি আর কখনও শুনিনি মশায়। তবে একথাটা বুঝি যে যতক্ষণ সময় আছে পেটপুরে খেয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি এইমাত্র একজন কবির বয়েজ আওড়াচ্ছিলেন, আমিও তবে একটা আওড়াই—"আজকের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কি ঘটবে তা আমাদের দুর্ব্বোধ্য!"

ডিমেন লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে মঙ্কের আহার্য্যগুলাও প্রায় সমস্তই মজুত ছিল। তিনি সেইটা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"তবে আপনিই বা খাচ্ছেন না কেন?"

ঈষৎ সন্ত্রস্তভাবে মঙ্ক বলিল,—"আমার কথা বলছেন? কি হয়েছে জানেন, আমার আজ ভাল ক্ষিদে নেই। সাড়ে পাঁচটার সময় হোটেলে আমি গাণ্ডে পিণ্ডে খেয়েছি।"

ঘড়িটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ডিমেন বলিলেন,—"এখন ত রাত সাড়ে এগারোটা, এতক্ষণে আবার ক্ষিদে পাবার কথা ত!"

ডিমেনের কথা শুনিয়া মঙ্কের দৌর্ব্বল্য যেন বাড়িয়া উঠিল; গভীর বিস্ময়ভরে সে বলিল;—"এত রাত্তির হয়ে গেছে বুঝি? ওঃ! সময়টা কি শীগ্‌গিরই কেটে গেল আজ!"

কক্ষের মধ্যে মাত্র দুইটা মোম বাতি জ্বলিতেছিল। বাতাসে কাঁপিয়া সেগুলা দেওয়ালের গায়ে নানারূপ বিচিত্র ছায়া ফেলিতেছিল। ভোজন কক্ষের দ্বারটা উন্মুক্ত ছিল। বাটীতে প্রবেশ করিয়া মঙ্ক প্রথম যে ল্যাম্পটা জ্বালিয়াছিল হলঘরের টেবিলের উপর সেটা তখনও জ্বলিতেছিল। চকিতে ডিমেনের মনে হইল, হলঘরের দেওয়ালের উপর গরিলার মত মুখ যণ্ডামার্ক একটা লোকের ছায়া পড়িয়াছে—সেটা যে ডাক্তারের ভৃত্য ডেট্রিচের ছায়া সে বিষয়ে তাঁহার অনুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু চক্ষের পলকে সেটা যেন অদৃশ্য হইয়া গেল, আর দেখিতে পাইলেন না।

সহসা রূঢ়কণ্ঠে মঙ্কের দিকে চাহিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"এ বাড়ীতে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই তুমি শপথ করে বলতে পার?"

ডিমেনের কথা শুনিয়া লোকটা চমকিয়া উঠিল; একবার সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর ডিমেনের দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া দেখিয়া সে উঠিয়া গিয়া ভোজন কক্ষের দ্বারটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। "আপনি বোধ হয় উপদেবতা দেখে ভয় পেয়েছেন। প্রথম প্রথম আমিও অমন ভয় পেতুম; সেইজন্যে এত রাত অবধি আমি কোনদিন এখানে থাকি না। জ্যোতিষ মঞ্চে আমি রাত কাটাই।"

"জ্যোতিষ মঞ্চটা আবার কোথায়?"

"এই বাগানের মধ্যে। এবাড়ীটা আজ প্রায় দু'শো বচ্ছর আগে তৈরী হয়েছিল। তারও আগে এখানে একটা ম্যানর-হাউস ছিল।

আদত ব্যাডলি টাওয়ার এর অদূরেই অবস্থিত। বহু বৎসর ধরে বাড়ীটা কালের হাতে ধ্বংস হচ্ছিল ; মাত্র তার একটা চূড়ো এখনও ঠিক খাড়া আছে। বাকী সব পড়ে ধড়ে গেছে। ঠিক এই বাড়ীটার পেছনেই সেই টাওয়ার—ভারী মজবুত গাঁথুনী। চারিদিকে তার বীচ গাছ একেবারে জঙ্গল করে রেখেছে। একা আমি ছাড়া রাত্তিরে সে জায়গায় যেতে আর কেউ সাহস করে না। গ্রামের লোকের বিশ্বাস এখানে ভূত আছে তাই শ্বশুর মশায় জায়গা জমি সমেত সবটা নামমাত্র দাম দিয়ে কিনতে পেরেছিলেন !"

"ভূত আছে মানে ?"

তৃতীয়বার গ্লাস পূর্ণ করিয়া ব্রাণ্ডি উদরস্থ করিয়া মঙ্ক বলিল, —"ব্যাপারটা কি জানেন ? লোকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে যে লোকটা এই-সবের মালিক ছিল সে নাকি সয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিল। ঐ মঞ্চে বসেই একাজ হয়, সেই থেকে মঞ্চটার নাম সয়তানের মঞ্চ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রামের কেউই এটা স্বচক্ষে দেখেনি, সবারই শোনা কথা।"

"এসব আবার কি কথা ?"

"গম্বুজটার চারদিক গাছে ঢাকা, শুধু চূড়টুকু বেরিয়ে আছে। বেশ উঁচু জায়গার ওপর বাড়ীটা থাকায় সেখানে আমি জ্যোতিষ মঞ্চ ফেঁদিছি। সেইখানে বসে তারা গুণে গুণে আমি রাত কাটাই। যা কিছু পয়সা বাঁচাতে পারি সব যন্ত্রপাতি কিনতেই বেরিয়ে যায়। বাজে খরচ আমি মোটেই করি না। নিজেই যন্ত্রপাতি বসিয়ে টসিয়ে সব ঠিকঠাক করেনি। আজকের রাত্তির জ্যোতিষ আলোচনা করবার ঠিক উপযুক্ত ; চাঁদ নেই অথচ তারায় আকাশ ভরা। অতএব এখন আপনার অনুমতি হলে আপনাকে শোবার ঘরে পৌছে দিই। আমি

একবার গম্বুজে গিয়ে নতুন টেলিস্কোপটা দিয়ে দেখেশুনে আসি। আপনি এমনিই যথেষ্ট ভয় পেয়েছেন, আপনার আর সে সয়তানের মঞ্চে গিয়ে কাজ নেই—সবাই ত আর সমান রুচির লোক নয় যে রাত্তিরের বিশ্রাম ছেড়ে ভূতের বাড়ীতে যাবে! তা ছাড়া কাল সকাল ছটায় সে লোকটার সঙ্গে আপনার দেখা হবে, তার আগে আপনার একটু বিশ্রাম করাও ত দরকার!"

কথা বলিতে বলিতে মঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইল। ডিমেনও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই জন-মানবহীন পুরীতে একাকী ছায়া লইয়া থাকিবার কথা মনে করিতেও তাঁহার আতঙ্কের সীমা রহিল না।

মঙ্কের ব্যবহারে কতকটা আন্তরিকতার পরিচয় ছিল। ডিমেনের মনে হইল খোলা হাওয়ায় যাইতে পারিলে তাঁহার মনের এই অহেতু ভয় ও অবিশ্বাসের ভাব এবং মাইকেলের উপস্থিতি সন্দেহ হয় ত দূর হইতেও পারে। আগ্রহভরে ডিমেন মঙ্ককে বলিলেন,—"আমি তোমার সঙ্গে যাব। ভূতের বাড়ীতে যেতে আমি কিছুমাত্রও শঙ্কিত নই; আর সত্যি কথা বলতে কি এখানে থাকার চেয়ে সেখানে থাকা শতগুণে শ্রেয়।"

"আপনার যেমন অভিরুচি, আমি আর কি বলব? তবে মঞ্চে বড় ঠাণ্ডা। আমার পরামর্শ শুনুন আর একটু মদ খেয়ে নিন, তাহলে ঠাণ্ডা লাগলেও তত বেশী ক্ষেতি হবে না।"

ডিমেন কিন্তু কিছুতেই আর মদ্যপান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। লোকটার ধৃষ্টতা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বোধহয় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হয় বলিয়া মঙ্ক কিছু অধিকমাত্রায় পানদোষে অভ্যস্ত ছিল।

মঙ্ক যখন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া সে নির্জ্জন পুরীর

দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিল ডিমেন তখন স্নিগ্ধ নৈশ বাতাসে দাঁড়াইয়া একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! তাঁহার এই আজিকার কার্য্যটা যে আগাগোড়া বোকামীর পরিচায়ক হইয়াছে এবং পরে যে এজন্য বিপদে অবধি পড়িবার সম্ভাবনা আছে, এই কথাটা পুনশ্চ তাঁহার অন্তরের মধ্যে মাথা তুলিতেছিল। এখন শীতল নৈশ বায়ু স্পর্শে তাঁহার মন হইতে এই ভাবটা ক্রমে বিদূরিত হইতে লাগিল; মুখে একটা চুরুট গুঁজিয়া আঁকাবাঁকা পথে তিনি মঙ্কের অনুসরণ করিয়া বাটীর পশ্চাৎভাগে বিচ-বনের দিকে অগ্রসর হইলেন। পচা পাতা ও শৈবাল-তৃণপূর্ণ পথে নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে হইতে সহসা একটা গাছের ডালের ফাঁক দিয়া ডিমেন আইভি লতা সমাচ্ছন্ন জ্যোতিষ মঞ্চ দেখিতে পাইলেন। মঙ্ক অগ্রবর্ত্তী হইয়া একটা লণ্ঠনের সাহায্যে আইভি-লতায় ঢাকা সুদৃঢ় কবাট আবিষ্কার করিয়া পকেট হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল; তাহার পর ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য সে ডিমেনকে আহ্বান করিল।

মুহূর্ত্তের জন্য ডিমেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মনে হইল লিণ্ডা যেন স্পষ্টস্বরে তাঁহাকে সাবধান করিয়া—গম্বুজের মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছেন। মঞ্চে প্রবেশ করিতে করিতে মঙ্ক ডাকিল,—"কই মশাই আসুন।"

এখন আর ফিরিবার পথ নাই। একবার ত্বরিত হস্তে পিস্তলটা ঠিক আছে কিনা দেখিয়া লইয়া সাহসে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন।

তিনি প্রবেশ করিতেই মঙ্ক ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে মেসিন অয়েলের একটা তীব্র গন্ধ ডিমেনের নাসিকায় প্রবেশ করিল। মঙ্কের লণ্ঠনের মৃদু আলোকে কৌতূহল পূর্ণ-দৃষ্টিতে একবার চতুর্দ্দিকে চাহিতেই ডিমেন দেখিতে পাইলেন কক্ষের মধ্যস্থলে

একটা ঘোরান লোহার সিড়ি, তাহার উপর একটা সুবৃহৎ দস্তুর চক্রের ধূরা দেখা যাইতেছিল।

ত্বরিত স্বরে মঙ্ক বলিল,—"এসবগুলো সম্প্রতি আমি মনোমত করে বসিয়েছি। টেলিস্কোপ পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে না ঘুরলে জ্যোতিষ আলোচনাই ঠিক মত করা হয় না। আসুন না আমার সঙ্গে, ওপরের সব জিনিষ আপনাকে দেখিয়ে আনছি।

ডিমেন মঙ্কের সহিত সেই ঘোড়ান সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে-লাগিলেন। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, এই শয়তান মঞ্চের মধ্যে কি যেন একটা সয়তানি গোপন করা আছে—কি একটা দুষ্য দুষ্ট ব্যাপার এখানে হইয়া থাকে। অর্দ্ধপথে উঠিয়া একটা দ্বারং-দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এককক্ষটাও ঠিক নীম্নের কক্ষের অনুরূপ এ কক্ষ হইতে নব-নির্ম্মিত আর একটা লোহার সিঁড়ি উপরে উঠিয়াছে। এটা যে কি তাহা বলিবার চেষ্টামাত্রও না করিয়া মঙ্ক ত্বরিতপদে উপরে উঠিয়া গিয়া একটা ক্ষুদ্র দ্বার উন্মোচন করিল তাহার পর ডিমেনকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিল। ডিমেন মঙ্কের কথামত ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া একটা কক্ষের মধ্যে উপনীত হইলেন।

এইবার ডিমেন যে কক্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন জীবনে তিনি এমন ঘর দেখেন নাই। হংস ডিম্বের খোলা উল্টাইয়া দিয়া প্রাচীর প্রস্তুত করিলে ঘরটা যেরূপ সংবৃতমধ্য আকার ধারণ করে এ কক্ষটার আকৃতি তদ্রূপ, মাথার উপর নাতি উচ্চ খিলান করা ডুমের মত ছাদ। কক্ষটার মধ্যে টেলিস্কোপ বা জ্যোতিষ আলোচনার উপযুক্ত কোনরূপ যন্ত্রাদির সমাবেশ ছিল না; এবং ডিমেনের চক্ষে কক্ষটার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক স্থান, ঠিক তাঁহার মাথার উপরের ছাদের নির্ম্মাণ-কৌশল,

বলিয়া মনে হইল। এস্থানটা উজ্জ্বল ধাতুদ্বারা আবৃত ; তাহা হইতে দারুণ ভারময় চারিটা হুকের মত মুখওয়ালা বোল্ট বেষ্টি ঝুলিতেছিল। প্রত্যেক বোল্ট হইতে তিনটা করিয়া চওড়া চওড়া ধাতু নির্ম্মিত দণ্ড ঝুলিতেছিল। এইরূপ আর চারিটা বোল্ট দ্বারা দণ্ডগুলা যথাস্থানে সংস্থাপিত ছিল। এই দণ্ডগুলার দ্বারা ডুমের মত কি একটা ঝুলিতেছিল, শেষ অবধি ডিমেন দেখিতে পাইলেন না। কোথা হইতে শীতল নৈশ বায়ু আসিয়া ডিমেনের পায়ে লাগিতেছিল।

বিপুল বিস্ময়ে ডিমেন চতুর্দ্দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটা কথা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে ঘরটা আর যে কোন রহস্যময় কার্য্যেই ব্যবহৃত হউক না কেন, কস্মিন্‌কালে ইহা জ্যোতিষতত্ত্বের আলোচনা কার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই।

মনের মধ্যে তাঁহার এই বিশ্বাসটা জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই ডিমেন মঙ্ককে প্রশ্ন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন, কিন্তু লোকটাকে আর দেখিতে পাইলেন না ;—সে যেন সহসা উবিয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র দ্বারটা বন্ধ হইবার শব্দ ডিমেনের কর্ণে প্রবেশ করিল ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি পলায়নপর মঙ্কের পদধ্বনির প্রতিধ্বনিও শুনিতে পাইলেন। তাড়াতাড়িতে লোকটা লণ্ঠনটা ভুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র দ্বারের পার্শ্ব হইতে লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া তিনি দ্বিতলে নামিয়া আসিলেন ; ঠিক সেই সময়ে মঙ্ক দ্বিতল হইতে নামিবার একমাত্র দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া দিল।

সহসা এইভাবে বন্দী হইয়া তিনি আকস্মিক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বারম্বার মঙ্কের নাম ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন। তাহার নিজেরই কণ্ঠস্বর বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল, মঙ্কের কোন সাড়া শব্দই তিনি পাইলেন না।

একমাত্র সান্ত্বনার কথা এই যে সঙ্গে একটা রিভলভার ও একটা আলো আছে! পার্শ্বে একটা নবনির্ম্মিত সিঁড়িও রহিয়াছে; কিন্তু এটা দিয়া যে কোথায় যাওয়া যায় তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার মনে হইল সিঁড়িটা যেস্থানেই তাঁহাকে লইয়া যাউক না কেন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্রও আপত্তি নাই শুধু কোনরূপে দ্বিতলের সেই অদ্ভুত কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেই তিনি আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিবেন। তাঁহার মনে হইল এ সিঁড়িটা দিয়া বোধ হয় ত্রিতলের ছাদের পার্শ্বের কোন বারান্দায় যাওয়া যাইবে।

টোটাভরা পিস্তল হাতে লইয়া তিনি সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতেই দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অনুমান মিথ্যা নহে। সম্মুখেই খোলা বারান্দা। মুক্ত বায়ুতে আসিয়া তিনি অনেকটা তৃপ্তি পাইলেন। বারান্দায় দাঁড়াইয়া নৈশ বায়ু সেবন করিতে করিতে তিনি চতুর্দ্দিকটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে লাগিলেন।

গম্বুজের বহু নিম্নে বিচ-বনটা নৈশ অন্ধকারে কৃষ্ণ সমুদ্রের মত দেখাইতেছিল। বহুদূরে পর্ব্বতগুলা তারকা-শোভিত আকাশের গায়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বায়ুভরে পত্রগুলা মর মরি শব্দ করিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল; তদ্ব্যতীত চতুর্দ্দিক দারুণ স্তব্ধ! শান্ত নৈশ দৃশ্যে ডিমেনের শ্রান্ত মন অনেকটা শান্তিলাভ করিল। তাঁহার হাতে অস্ত্র আছে—হস্তপদ বন্ধন মুক্ত—"ও কি ও?"

পশ্চাতে কে যেন নড়িয়া উঠিল; চমকিয়া ডিমেন ত্বরিতে পশ্চাতের দিকে ফিরিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া একটাও কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই কি একটা তাঁহার মস্তকে বিষম বাজিল। চোখের সম্মুখে যেন কাল তাঁহার একই সঙ্গে সহস্র আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া গেল; স্থান পাত্রের কথা বিস্মৃত হইয়া ডিমেন সেইস্থানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

"চুপ! চুপ! জ্ঞান হচ্ছে!"

"তা হলে এইবার আমি সরে পড়ি মাইকেল! এ দুষ্কর্ম্মে আমার যেটুকু হাত ছিল তা আমি করেছি। লোকটা কোনদিন আমার কোন অনিষ্ট করেনি; তাই লোকটার যা দুরবস্থা হবে সে কথা মনে করে আমার মনে অশান্তির সীমা নেই। এইবেলা আমায় যেতে দাও, তা না হলে আমি ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করব—না হয় পাগল হয়ে যাব।"

"তোমার স্নায়ুর দোষ হয়েছে কাইজার! বড় বেশী মদ খাচ্ছ তুমি। জ্ঞান থাকলে দেখতে পেতে এর চেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক রাসায়নিক পরীক্ষা জীবনে কেউ কখনও করেওনি—দেখেওনি। তোমার জীবনে এমন পরীক্ষা দেখবার সুযোগ আর কোনদিন হবে না। তা বলে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমায় আটকে রাখতে চাই না। তোমার অংশ তুমি খুব নিপুণতার সঙ্গেই অভিনয় করেছ বলতে হবে; যদি দরকার হয় ডেট্রিচ নীচেয় রইল, তাকেই ডাকবক্ষণ; তুমি যেতে পার।"

"এ হতভাগ্যকে কিছুতেই কি তুমি ছাড়বে না?"

"না, কিছুতেই না।"

তাহার পর ক্ষুদ্র দ্বারটা সশব্দে বন্ধ করিবার শব্দ হইল।

স্বপ্নে যেমন আধ আধ কথাগুলা শোনা যায় এ কথাগুলাও ঠিক তেমনি ভাবেই ডিমেনের কর্ণগোচর হইতেছিল; ধীরে ধীরে তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিতেছিল। প্রথমতঃ তিনি স্থান কাল কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না। একটা অসুস্থ, মোহাচ্ছন্নভাব তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল। মাথার মধ্যে যেন কে ঢাক পিটিতেছিল।

এ তিনি কোথায় আসিয়াছেন ? হস্ত-পদ যেন তাঁহার জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল ; তিনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়িতে চাহিলেন। কিন্তু এ বাধিয়া যাইতেছে কিসে ? তিনি চীৎকার করিতে চাহিলেন কিন্তু কণ্ঠ দিয়া স্বর বাহির হইল না। কি একটা কিছু তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল ; কে তাঁহার হস্তপদ বাঁধিয়া দিয়াছিল। সহসা তড়িতবেগে তাঁহার লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। ব্র্যাড্‌লি টাওয়ার, জ্যোতিষমঞ্চ, মঙ্ক !—সব কথাই তাঁহার মনে পড়িল।

চোখ খুলিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে তিনি চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। এ তাঁহাকে কোথায় আনিয়াছে ?

স্থানটা যেন সহসা বদলাইয়া গিয়াছিল। ডুমের চূড়া হইতে যে ধাতু নির্ম্মিত দণ্ডগুলা নামিয়াছিল তাহারই সহিত অর্দ্ধোপবিষ্ট, অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় তিনি রজ্জুর দ্বারা দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়াছিলেন। ডুমটা যেন এখন ঘুরিয়া সোজা হইয়া উঠিয়াছিল ; বাহিরের উষার ক্ষীণ আলোক চূড়া দিয়া প্রবেশ করিতেছিল। মাথার উপর উজ্জ্বল ধাতুগুলা চক্‌চক্ করিতেছিল। দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার চোখ টন্‌টন্ করিতে লাগিল ; অক্ষি-পল্লব স্বতই মুদিয়া আসিতে লাগিল। অসুস্থ, দুর্ব্বল, মোহাচ্ছিন্ন ডিমেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন কি একটা ভয়াবহ ষড়যন্ত্র তাঁহাকে আজ এইস্থানে আনিয়া ফেলিয়াছে—এখন অদৃষ্টে কি আছে কে বলিয়া দিবে ?

নিজের নিঃসহায় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি সজোরে হাত পা ছুঁড়িয়া বন্ধন খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বারম্বার প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন ; কিন্তু মুখে তাঁহার কাপড় গোঁজা থাকায় সে চীৎকার শুধু গোঁঙানীর মতই শোনাইতে লাগিল।

অল্পক্ষণেই বুঝিলেন যে তাঁহার সকল চেষ্টাই নিস্ফল। তাঁহার ন্যায় শ্রান্তের পক্ষে এরূপ করিলে অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা। ক্লান্তি ও

অবসাদভরে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় স্থির হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ অবধি তিনি নীরবে পড়িয়া রহিলেন; সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর তিনি চোখ চাহিয়া যাহা দেখিলেন সে দৃষ্টি হইতে চেষ্টা করিয়াও চোখ ফিরাইতে পারিলেন না।

ভয় ও বিস্ময়ে বিহ্বল ডিমেন দেখিতে পাইলেন গম্বুজের চূড়ার মধ্যে কৌতুকহাস্য-রঞ্জিত তাঁহার চিরশত্রু মাইকেলের মুখখানা একদৃষ্টে তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে!

ডাক্তার কি বলিতেছিলেন। ডিমেন বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাঁহার ওষ্ঠ স্পন্দন দেখিলেন মাত্র, কিন্তু প্রথমটা কোন কথাই বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে ডাক্তারের কথাগুলা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যেমন করিয়া তাহার দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করে ডিমেন তেমনি করিয়াই ডাক্তারের কথাগুলা শুনিতে লাগিলেন।

ডাক্তার মাইকেল বিনীত ভদ্রতাসূচক স্বরে বলিতেছিলেন,—"আপনি বোধহয় আমার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন না, না? আচ্ছা, আবার বলছি শুনুন। আপনি এক অভিনবভাবে অস্বস্তিকর অবস্থায় আপনাকে বদ্ধ দেখে খুব ভয় পেয়েছেন, না মিঃ সায়ার? এখনও একঘণ্টা আপনার জীবনের মেয়াদ আছে, সুতরাং এই সময়টা যদি আমি সব কথা খুলে বলি তা হলে আপনার সময়টা মন্দ কাটবে না, কি বলেন?

আমার বন্ধু কাইজারের—যিনি হার্ভি মঙ্ক সেজেছিলেন—অভিনয়গুণে আপনি কাল সন্ধ্যেবেলা লিণ্ডা কেরীকে দেখতে পাবার আশায় আর বামালশুদ্ধ আমায় ধরিয়ে দেবার জন্যে এখানে এসেছিলেন। এইখানে বলে রাখি আপনি একটু ভুল শুনেছেন। লিণ্ডা কেরী, যাকে এতদিন আপনি ব্যর্থ অনুসন্ধান করে ফিরেছেন সে একদিনের জন্যেও ক্রেভান

হাউস ছেড়ে কোথাও যায়নি, মিঃ কাইজারকে সোনার বাসনগুলো চুরি করতে আমি যে একটুও সাহায্য করিনি তা বল্লে মিথ্যে কথা বলা হয়; কিন্তু সে যে আপনাকে বলেছে যে সেগুলো সিন্দুকে পুরে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা! সেলিনী কাপটার ওপরই আমার বিশেষ ঝোঁক ছিল সেইটা চুরি করতেই আমি ওকে সাহায্য করেছিলুম তা নইলে এ সব কাজে ও কারো সাহায্য চায় না, একাই একশ'! নিজের হাত তত সাফাই নয় বলেই কাইজার জনকতক. উপগ্রহ রেখেছে, তা নইলে বুদ্ধিতে ওর জোড়া মেলা ভার, আমাকেও টেক্কা দিয়েছে!

একটি উদাহরণ দিয়ে কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, তাহলেই বেশ সহজে কথাটা বুঝতে পারবেন। বড়ই দুঃখ এই যে, আপনার বৈজ্ঞানিক বন্ধু মিঃ ফিলিক্স হাণ্ট এখন এখানে উপস্থিত নেই, তাঁর কাছে এটা আরও মূল্যবান বলে মনে হত।

গত ক'বছর মিঃ কাইজার চোরাই মাল কেনার ব্যবসা কচ্ছে। যে রকম বড় করে ব্যবসা ফেঁদেছে তাতে সেই পরিমাণ মাল গালাতে হলে একটা বড় রকম চুল্লির দরকার; কিন্তু সে রকম চুল্লি যদি বাড়ীতে কেউ দেখে তাহলে স্বতঃই লোকের মনে একটা সন্দেহ হবে আর ধরা পড়ে যেতে হবে। কাজেই কাজও চলে অথচ ধরাও পড়তে না হয় এমন একটা নতুন ধরণের উপায় তাকে উদ্ভাবন করতে হল।

তিন বছর আগে এই ব্র্যাড্লি টাওয়ার বিক্রি হবে শুনে কাইজার এক বুড়ো, নিঃসঙ্গ প্রিয় বৈজ্ঞানিক সেজে নাম মাত্র মূল্যে এটা খরিদ করে। পরচুলো রং প্রভৃতি দিয়ে কেমন ভোল বদলান হয় তা ত আপনিই জানেন মিঃ সায়ার; সত্যি বলছি, সেদিন আমার চোখে অমন করে ধূলো দেওয়ার জন্যে আমি আপনাকে বাহাদুরী না দিয়ে থাকতে

পারিনি। তারপরে কাইজার এই গম্বুজে আপনার মাথা খাটিয়ে এমন একটা যন্ত্র তৈরি করলে যাতে যে কোন ধাতু অতি অল্পক্ষণের মধ্যে গলে জল হয়ে যাবে! ওকি আপনি কাঁপছেন যে! আমার কথাটা বেশ বুঝতে পারছেন ত?"

ডিমেনের সারা দেহের মধ্য দিয়া একটা যাতনা-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল; কপালে তাঁহার বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

এ যে অসম্ভব! না, না, নিশ্চয়ই তাঁহার শুনিবার ভুল হইয়াছে! একি একটা দুঃস্বপ্ন নাকি? ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোন মানুষ কি এমন নিষ্ঠুর নৃশংস আয়োজন করিতে পারে?

ডাক্তারের মধুর স্বর আবার তাঁহার কর্ণে বাজিতে লাগিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার ভয়ে যেন বক্ষ-স্পন্দন অবধি থামিয়া গেল।

"এখন আপনি একটা প্যারাবোলাকৃতি আতসী কাঁচের ঠিক রশ্মি কেন্দ্রে আছেন। এ কাঁচের মজা এই যে বাইরের সবটুকু আলো আকর্ষণ করে এ কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে চালনা করে; এ থেকে দু'হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপ পাওয়া যায়; মানুষের চেষ্টায় নকল উপায়ে আর এর বেশী উত্তাপ সংগ্রহ করা যায় না; এতে ইট পাথর, এমন কি সোনা অবধি মোমের মত গলে যায়। নীচেকার কলের সাহায্যে পৃথিবীর গতির সঙ্গে সঙ্গে কাঁচটাকেও ঘোরান যায়, তাতে এই হয় যে কাঁচের মুখটা সর্ব্বদা সূর্য্যের দিকেই থাকে। আজ হল জুলাই মাসের ২০শে; আজ সূয্যি উঠবে ৪টা তের মিনিটের সময়। এখন ঠিক সাড়ে তিনটে বেজেছে। আপনার মরতে ঘণ্টা দুই লাগবে, তারপর আপনার শবদাহ আরম্ভ হবে; সন্ধ্যে ছটা নাগাদ আমি বিপুল আনন্দভরে আপনার ছাই পঞ্চভূতে মেশাবার জন্যে উড়িয়ে দেব। আমার ব্যবস্থা মত আপনার বন্ধু মিঃ হাণ্ট বার্লিনে আটক থাকবেন, আর আপনি আসবার সময়

কাউকে কোন কথা বলে না আসায় সম্পূর্ণভাবেই আমার ফাঁদে পা দিয়েছেন। আপনি যে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়েছেন তা কেউ আন্দাজও করতে পারবে না। তারপর দিনের পর দিন যখন খবরের কাগজওয়ালারা নানা রকম আজগুবি গল্প রচনা করে আপনার নিরুদ্দেশের কারণ দেখাতে যাবে, তখন যে আমার কি আনন্দই হবে তা আর একমুখে কি বলব ?”

কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হইয়া তিনি পকেট হইতে কাগজ ও তামাক বাহির করিয়া একটা সিগারেট পাকাইতে লাগিলেন ; মুখে তাঁহার তখন বিজয়-হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শীতে ঈষৎ কম্পিত হইয়া, ডাক্তার পুনরায় বলিলেন,—“এই প্রভাত বায়ুটা বড় ঠাণ্ডা ; কিন্তু আর বেশীক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। আকাশে ঈষৎ গোলাপী আভা দেখা দিয়েছে—ঐটাই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ। এই জীবন-মরণের সীমাসীন আপনার ওপর এখন বেশী উপদেশ দিতে যাওয়া আমার পক্ষে অন্যায় কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না। আপনি আমার বিরুদ্ধে লেগে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ইচ্ছা করে কত বড় অন্যায় করেছিলেন এখন তা বুঝতে পারছেন ত ? যদিও আপনি সেদিন আমারই ঘরে আমায় মেরে এসেছিলেন তবু আপনার ওপর আমার আর কোন বিদ্বেষ ভাব নেই। লোকে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে যেভাবে কুকুর বেড়াল হত্যা করে আমিও ঠিক সেইভাবেই আপনাকে মরণের পথে এগিয়ে দিচ্ছি। বিজ্ঞানের চেয়েও যা আমার কাছে বড়—যা আমার কাছে অধিক প্রিয় সেই আত্মনিরাপদের জন্যে আপনার পৃথিবী থেকে সরা দরকার হয়েছিল—আর আপনার এই নিরুদ্দেশ নিয়ে আমায় যাতে ভবিষ্যতে কোনদিন কোন বিপদে পড়তে না হয় এইজন্যেই এ ভাবে আপনার মরা দরকার ; সেইজন্যেই অনেক ভেবে চিন্তে এই মৃত্যুই আপনাকে দান করলাম—মৃত্যুটা যে কষ্টদায়ক

তা জানি, তবে বেশীক্ষণ যাতনা সহ্য কর্‌তে হবে না। আপনি আর আপনার বন্ধু যে ক্রমাগত আমার পেছনে চর লাগাবেন, আমার কাজ পণ্ড করে দেবেন, আমার চিকিৎসা-রহস্য প্রকাশ করে দেবেন এ আর আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না; আপনার বন্ধুকেও শীগ্‌গিরই সরাব! কালভার্ট ষ্ট্রীটে আপনাদের দু'জনকেই আমি সাবধান করে দিয়ে এসেছিলুম কিন্তু আমার সে কথা আপনারা কাণেই তুললেন না; কাজেই এখন ফলভোগ করুন তার। চারটে বাজতে আর বিশ মিনিট বাকী; আপনি ক্রমে জ্ঞান হারাচ্ছেন দেখছি। যদি আপনার ঠাকুর দেবতা কিছু স্মরণ করবার থাকে ত এইবেলা করে নিন। এর পর আর সময় হবে না। যদি——"

বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বর থামিয়া গেল। ডিমেনের অত্যাচার ক্ষুব্ধ আত্মা তখনই যেন দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল। সংসারে এতদিন তিনি যাহা করিয়াছিলেন ভাল মন্দ সমস্তই একবার জ্বলন্ত অক্ষরে তাঁহার মানসনেত্রের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়া বিলীন হইয়া গেল। আজ সকল কিছুই তাঁহার নিকট অতীত। যে পথে তিনি যাত্রা করিয়াছেন এখানের সঙ্গী কেহ নাই—কোনদিন কেহ হইবেও না। তাঁহার সমস্ত শরীরটা ধীরে ধীরে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল;—তিনি পুনরায় সংজ্ঞা হারাইলেন।

## ( ৩৩ )

ডিমেন যে রাত্রে উইন্টসায়ার যাত্রা করেন সেদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় ফিলিক্স হেমষ্টেড হইতে কালভার্ট ষ্ট্রীটে ফিরিয়া আসিলেন। হেমষ্টেড হইতে ফিরিতে যে এতটা বিলম্ব হইবে তাহা তিনি স্বয়ংই অনুমান করিতে পারেন নাই।

আসিয়াই সর্ব্বপ্রথম তিনি বার্লিন যাইবার জন্য যে টেলিগ্রাফখানা আসিয়াছিল সেইখানা দেখিতে পাইলেন; তাহার সহিত ডিমেনের লেখা কাগজখানাও দেখিলেন। সেস্থানে যাইবার জন্য ডিমেন যে উদযোগ করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন গ্রেগারীর মুখে ফিলিক্স সেকথাও শুনিলেন। ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"যে দেরী হয়ে গেছে আজ ত আর কোনমতেই বার্লিন যাওয়া হয় না, তা ছাড়া মিঃ সায়ারইবা কোথায় কি কাজে গেলেন তাও ত বুঝতে পারছি না। একটা ছোকরা একখানা চিঠি এনেছিল সেইখানা পড়ে গাড়ী করে তিনি চলে গেছেন বল্লে না? গাড়ীটা কোথায় নিয়ে যাবে গাড়োয়ানকে তা কি কিছু বলতে শুনেছিলে?"

ডিমেন যে "ফ্লিট ষ্ট্রীট" বলিয়াছিলেন টম গ্রেগারীর কিছুতেই আর সে কথাটা ছাড়া অন্য কথা মনে পড়িল না; তবে তিনি যে গাড়ী জোরে চালাইতে বলিয়াছিলেন সে কথাটা সে ফিলিক্সকে বলিল। ডিমেন যে ছোকরাকে এই বলিয়া বিদায় দিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং গিয়া পত্রের উত্তর দিবেন সে কথাটাও গ্রেগারী বলিতে ভুলিল না।

সব কথা শুনিয়া ফিলিক্স বলিলেন,—"ব্যাপারটা কেমন একটু গোলমেলে ঠেকছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

তাঁহার বন্ধু মাত্র আড়াই ঘণ্টা অনুপস্থিত, তাহার উপর গ্রেগারীকে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে কাজ সারিয়া তিনি বরাবর রিচমণ্ডে যাইবেন। একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া ফিলিক্স বিশেষ বিস্মিত হইলেন; যে রাত্রে অগ্নিকাণ্ড হয় সে রাত্রেও ঠিক এমনি একখানা টেলিগ্রাফ পাইয়া তাঁহাকে হাউস-অব-কমান্সে যাইতে হয়, আজও আবার সেই ভাবে বার্লিন গমনের আহ্বান আসিয়াছে! তবে কি এটা ডাঃ মাইকেলের কোন নূতন শয়তানী চালের অংশ বিশেষ?

এমনি ভাবে ফিলিক্স যখন মনে মনে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী দ্রুততম বেগে ছুটিয়া আসিয়া মেসার্স হাণ্ট-সায়ারের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল। পরক্ষণেই তাহার মধ্য হইতে একজন অবগুণ্ঠিতা রমণী বাহির হইয়া সজোরে ঘণ্টার দড়ি টানিলেন।

"কি সর্ব্বনাশ! এ যে ছোট লেডী কেরী দেখছি!"

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি স্বয়ং দ্বার খুলিয়া রমণীর সম্মুখীন হইলেন। রমণী সেই সময় অবগুণ্ঠন অপসারিত করিলে ফিলিক্স দেখিতে পাইলেন আগন্তুক লিণ্ডা কেরী।

তাঁহার প্রথম ভাব-বিনিময় মোটেই কেতা দুরস্ত হইল না।

লিণ্ডা ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া একেবারেই কাজের কথা পাড়িলেন,—"ডিমেন কোথায়?"

"তা ত আমি জানি না। মিনিট দশেক হল আমি ফিরেছি; এসে শুনলুম সে সাড়ে পাঁচটার সময় কোথায় গেছে।"

অস্থিরভাবে হাত মোচড়াইতে মোচড়াইতে লিণ্ডা বলিলেন— "কোথায় সে গেছে এখুনি খোঁজ করতে হবে—এখুনি তার অনুসরণ করতে হবে। নিশ্চয় ডাঃ মাইকেল তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে—হাতে পেলেই সে তাকে খুন করবে।"—ফিলিক্স লিণ্ডার হাতের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইলেন তাঁহার হাতে দস্তানা নাই এবং উভয় হস্ত ছড়িয়া গিয়া তাহা হইতে রক্ত বাহির হইতেছে।

"ডাক্তার মাইকেল! কি বলছেন আপনি লেডী কেরী? দয়া করে ভেতরে এসে সব কথা স্পষ্ট করে বলুন, এই আমার অনুনয়! আর আপনার হাতেই বা হল কি? কোথা থেকে আসছেন আপনি?"

বিষম উত্তেজনাভরে লিণ্ডা বলিলেন,—"সব কথা স্পষ্ট করে বলব

এখন মোটেই সে সময় নেই। বিকেল ছটার সময় ডাক্তার মাইকেল স্বয়ং আমায় বলেছে যে, কাল ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিমেনের জীবন শেষ হবে। মাস কতক আগে আমার বড় অসুখ হয়েছিল, তারপর যখন সে থেকে সেরে উঠলুম তখন থেকেই আমি বন্দিনী—ক্রেভান হাউসেই আমায় বন্দী করে রেখেছিল।"

"ক্রেভান হাউসেই ?"

"হ্যাঁ, কালভার্ট ষ্ট্রীটে যে ঘটনা ঘটেছিল তারপর থেকে আর কিছুতেই আমি মাইকেলের চিকিৎসাধীন থাকতে রাজী হইনি। এমন কি তাকে আমি নাড়ী অবধি দেখতে দিইনি। ডিমেনের মুখ চেয়ে আমি তার 'ইচ্ছা-শক্তি'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলুম—এতদিন পরে তাতে জয়ী হয়েছি। এতদিন পরে ডাক্তারের স্বরূপ দেখতে পেলুম ; ক'সপ্তাহ ধরে আমায় বন্দী করে রেখেছিল, চারদিকে চর আমার ওপর নজর রেখেছিল ;—সময় পেলেই তারা আমায় বোঝাতে চাইত যে আমার মাথার ঠিক নেই—আমি পাগল। পালাবার আমি কোন চেষ্টাই করলুম না ; স্থির হয়ে সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু আজ যখন ডাক্তারের মুখে ডিমেনের প্রাণ-সংশয়ের খবর পেলুম তখন আর কোনমতেই স্থির থাকতে পারলুম না—এমন কোন জেল হয়নি যা আমায় এ সংবাদের পরও আটকে রাখতে পারে! ডাক্তার মাইকেল বাড়ী ছেড়ে গেছে ; কিছুক্ষণ থেকে ঘরে আমি একা, এই অবসরে বিছানার চাদরগুলো পাকিয়ে দড়ির মত করে তাই ধরে আমি নেমে এলুম ; তারপর একখানা ভাড়াটে গাড়ীতে উঠে এখানে এসেছি। ভগবানের দোহাই মিঃ হাণ্ট, ডিমেনের অনুসরণে আর মুহূর্ত্তমাত্রও দেরী করবেন না।"

"কিন্তু কোথায় যে সে গেছে তা আমি কিছু জানি না তার ওপর এই আড়াই ঘণ্টা কেটে গেছে! আচ্ছা, দাঁড়ান!"

তিনি পুনরায় গ্রেগারীকে ডাকিয়া ডিমেনের গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার সৌভাগ্যক্রমে পত্রবাহক বালকের ব্যাজের নম্বরটা গ্রেগারীর মনে পড়িল।

সে বলিল,—"ছোঁড়ার তক্‌মাটায় ২২২ নং লেখা ছিল।"

"এতক্ষণ একথা বলিসনি কেন?"—বলিয়া ফিলিক্স লিণ্ডাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছোকরা চাকরদের হেড অফিসের উদ্দেশে ওয়েষ্ট এণ্ডের দিকে ছুটিয়া চলিল। ফিলিক্স বলিলেন,—"বিশেষ যে কিছু কাজ হবে এতে তা ত মনে হয় না, তবে ডিমেন ফ্লিট ষ্ট্রীটের কত নম্বর বাড়ীতে গেছল তা যদি ছোঁড়া বলতে পারে তবে না বুঝি!"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা হেড্ অফিসে পৌছিলেন কিন্তু ২২২ নং চাকরকে আবিষ্কার করিতে তাঁহাদের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল: প্রথমতঃ একটা ব্র্যাঞ্চ অফিস তাহার পর সাউথ কেনসিংটনের একটা হোটেলে গিয়া তাঁহারা ছোকরার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; শুনিলেন সেইমাত্র একখান পত্র লইয়া বালক বাহিরে গিয়াছে!

ভাড়াটিয়া গাড়ীতে পাশাপাশি বসিয়া জনমুখর লণ্ডনের পথে এইভাবে ছুটাছুটি করিবার সময় লিণ্ডা ও ফিলিক্স একটা কথাও কহেন নাই। যিনি বিপদে পড়িয়াছিলেন, তিনি এ উভয়েরই যে অন্তরের ধন, সুতরাং এখন আলাপ করিবার অবসর কোথায়? অপেক্ষা করিতে করিতে ফিলিক্স বারম্বার ঘড়ির দিকে চাহিতেছিলেন, এ বিলম্ব আর কোনমতেই তাঁহার সহ্য হইতেছিল না।

অবশেষে তাঁহার প্রতীক্ষা সফল হইল। ২২২ নং বালক পত্রবাহক একখানা গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুতপদে উপরে যাইতে উদ্যত হইতেই ফিলিক্স ক্ষিপ্রহস্তে তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিলেন। ফিলিক্স বলিলেন, সেইদিন বৈকালে বালক ফ্লিটষ্ট্রীট হইতে কালভার্ট

ষ্ট্রীটে যে পত্র লইয়া গিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিলে অর্দ্ধগিনি পুরস্কার পাইবে।

চকিতে বালকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সেই ক্ষুদ্র হোটেলের ঠিকানা বলিয়া কেমন করিয়া একজন বৃদ্ধ একরাশ কাগজের মধ্যে বসিয়া ডিমেনের নামে পত্র লিখিয়া দিয়াছিল, পত্র পড়িয়া ডিমেন কেমন চিন্তিত হইয়াছিলেন, লেখক সম্বন্ধে বালককে কি কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং সেইবা কি উত্তর দিয়াছিল, তাহার পর ডিমেন যে স্বয়ং গিয়া পত্রোত্তর দিবেন বলিয়া তাহাকে বিদায় দেন সমস্ত কথাই সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফিলিক্সের গোচর করিল।

তাহার পর ফিলিক্সের নিকট হইতে প্রতিশ্রুত পুরস্কার হস্তগত করিয়া সে বক্তব্যের উপসংহারে বলিল,—"একখানা ভাড়াটে গাড়ীতে উঠে গাড়োয়ানকে তিনি ফ্লিট ষ্ট্রীটের হোটেলের ঠিকানায় যেতে বল্লেন। ধন্য-বাদ মশাই!"

নয়টা বাজিয়া দশমিনিটের সময় তাঁহারা ফ্লিট ষ্ট্রীটের হোটেলে পৌঁছিলেন। এইখানে তাঁহারা আর এক বিপদে পড়িলেন। হোটেল তখন প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, স্বত্বাধিকারী স্বয়ং তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হইলেন। পক্ককেশ ভদ্রলোকটীর কথা তাঁহার ভালই মনে ছিল, লোকটী যে পাড়াগাঁয়ের মত, দুইঘণ্টা বসিয়া বসিয়া কেমন করিয়া সে চা, খবরের কাগজ ও চিঠি লইয়া কাটাইয়াছিল, তাহার পর একটী দাড়ীওয়ালা ভদ্দরলোকের সহিত কথা কহিয়া উভয়ে একই গাড়ীতে সেলিসবারী যাইবার জন্য ওয়াটারলু যাত্রা করেন সেকথা একে একে বলিয়া অবশেষে বলিলেন, "যে চাকরটা সে ভদ্দরলোকের খিদ্‌মত খাটছিল সে শুনে গেছে!"

বিহ্বল ফিলিক্স বলিয়া উঠিলেন,—"সেলিসবারী যাবার জন্য ওয়াটারলু

গেছে—লণ্ডন ছেড়ে গেছে—তা হলে দেখছি ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে। আচ্ছা এই দুই ভদ্দরলোকের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হয়েছিল তার একটুও কেউ শোনেননি? যদি কেউ কিছু শুনে থাকো আমায় তা বল্লে আমি তাকে পাঁচ পাউণ্ড বখসিস দেব।"

"একটু দাঁড়ান মশায়!"

দুইটা কাপতেন গাড়ী করিয়া আসিয়া স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে কি কথা কহে শুনিবার উদ্দেশে একজন বৃদ্ধ পরিচারক এতক্ষণ আসেপাশে ঘুরিতে ছিল; এইবার পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কারের কথা শুনিয়া সে অগ্রসর হইল।

"সেই পাড়াগেঁয়ে ভদ্দর লোকের কাছে আমি ছিলুম না, তবে তিনি যখন বিলের টাকা দিচ্ছিলেন সেই সময় আমি কাছেই আর একটা টেবিলে কাজ করছিলুম। দাড়ীওয়ালা ভদ্দরলোক উত্তেজিতভাবে তখন বুড়োকে বলছিলেন,—"মিঃ মঙ্ক, আপনার যদি আজকের রাত্তিরটার মত আপনার বাড়ীতে আমায় থাকতে দিতে আপত্তি না থাকে তাহলে আমি আপনার সঙ্গে হুইটলিংটন অবধি যেতে রাজী আছি।"

ফিলিক্স প্রথমটা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না,—"মঙ্ক! হুইটলিংটন! খুব সেলিসবারী যাবার জন্যে ওয়াটারলু! সেলিসবেরীর কাছে হুইটলিংটন বলে ত কোন জায়গা নেই! আচ্ছা—রোস"—বলিয়া অল্পক্ষণ চিন্তা করিতেই ডিউকের স্বর্ণ পাত্র আবিষ্কার সম্বন্ধে সেদিন যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল তাহাই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল,—"আচ্ছা সেটা হুইটলিংটন নয় ত হে! ঐ যে হুইটলিংটন যেখানে ডিউকের সোনার নূণের পাত্তরটা পাওয়া গেছে—খবরের কাগজে দেখেছ ত?"

ভৃত্য বলিল "সেটা হুইটলিংটন হওয়াও বিচিত্র নহে তবে তাহার কর্ণে সেটা হোয়াইটলিংটনের মতই শোনাইয়াছিল।" লোকটা আরও বলিল

যে বৃদ্ধের নাম যে মঙ্ক সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; আর দুই একবার তাঁহাদের পাশ দিয়া যাইবার সময় সে তাঁহাদের একটা চুরির কথা ও একটা গ্রাম্যবাড়ীর ও গ্রেহাম নামক এক ভদ্রলোকের কথা নিম্নস্বরে আলোচনা করিতে শুনিয়াছিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিলিক্স লোকটাকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়া লিণ্ডাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ী ওয়াটারলু অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। ওয়াটারলু গিয়া উভয়ে শুনিলেন যে, তখনই একখানা ট্রেন সেলিসবারী যাইবে বটে সেটা রাত্রি দুইটার সময় সেলিসবারী পৌঁছিবে কিন্তু সেখান হইতে হুইটলিংটন যাইবার ট্রেণ সে রাত্রের মধ্যে আর নাই। সেইস্থান হইতে সেলিসবারী ষ্টেসন মাষ্টারকে তাঁহাদের গমনের ব্যবস্থা করিবার জন্য তার করা হইল।

মঙ্ক যে কে এবং কোথাই বা তাহার নিবাস ফিলিক্স তাহা মোটেই জানিতেন না, তবে তাঁহার আশা হইল হুইটলিংটনে যেরূপ স্বল্প সংখ্যক লোকের বাস তাহাতে মঙ্ককে খুজিয়া বাহির করিতে তাঁহাকে বোধহয় অধিক বেগ পাইতে হইবে না।

ট্রেনে উঠিয়া পথটা উভয়েরই যেন অফুরন্ত বলিয়া মনে হইল। ডিমেন এইভাবে পল্লীগ্রামে একাকী গিয়া যে কত বড় বিপদের মুখে পদার্পণ করিয়াছেন তাহা উভয়েই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। কোন ছদ্মবেশী সহকারীর প্রলোভনে ভুলিয়া ডিমেন যে ডাক্তারের কবলে গিয়া পড়িয়াছেন সে বিষয়েও তাঁহাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

বন্ধুকে বাঁচাইবার আশা ফিলিক্স অন্তরে অন্তরে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ডাক্তার যেরূপ ধূর্ত্ত ও নৃসংশ তাহাতে স্বয়ং ভগবানের হাত ছাড়া এ যাত্রায় ডিমেনকে তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিবার আশা তিনি দুরাশা বলিয়া মনে করিলেন। স্ত্রীজাতিটার উপর ফিলিক্সের বিদ্বেষের সীমা

ছিল না ; ডিমেনের সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া লিণ্ডাকে তিনি আরও অধিক ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন ; কিন্তু আজ ডিমেনের এই বিপত্তি কালে তাঁহার আত্মসংযম-শক্তি, হৃদয়ের দৃঢ়তা ও অদম্য আশা দেখিয়া তিনি তাঁহার মনে মনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

আশা অনুপ্রাণিত চক্ষে ফিলিক্সের দিকে চাহিয়া যুক্তকরে গাড়ীর এক কোণে হেলিয়া পড়িয়া লিণ্ডা মাত্র একটী কথা বলিয়াছিলেন,—"ডিমেনকে আমরা বাঁচাতে পারব।"

তাঁহারা যখন হুইটলিংটন পৌঁছিলেন তখন তিনটা বাজিতে দশ মিনিট আছে। এতরাত্রে সেলিসবারী হইতে স্পেসাল ট্রেনে দুইজন যাত্রী আসিবার কথা টেলিফোনে শুনিয়া অবধি ষ্টেসন মাষ্টারের বিস্ময় ও উত্তেজনার সীমা ছিল না।

মঙ্ক নামে কোন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথা তিনি জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। সেইদিনই রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মিঃ মঙ্ক যে গ্রামে ফিরিয়াছেন সে কথাও তিনি বলিতে ভুলিলেন না তাহার পর ফিলিক্স মঙ্কের সহিত আর কেহ ছিল কি না জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন দাড়ীওয়ালা একজন লণ্ডনবাসী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মঙ্কের গাড়ী করিয়া যে ব্র্যাডলি টাওয়ারে গিয়াছেন, ষ্টেসন মাষ্টার ফিলিক্সকে সে কথাও জানাইতে ভুলিলেন না।

মঙ্কের সম্বন্ধে তিনি কতদূর কি জানেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে ষ্টেসন মাষ্টার বলিলেন যে, তিনি বিশেষ কিছুই জানেন না। লোকটী বড় ভদ্র কিন্তু কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতে দেখা যায় না ; তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে ভূতের বাড়ী কিনিয়াছেন তাহাতে একাকীই বাস করেন, সঙ্গে কোন চাকর বাকর নাই। লোকে বলে তিনি নাকি একজন জ্যোতিষবেত্তা ; তবে একটা কথা সত্য যে প্রায়ই তিনি বাড়ীতে থাকেন

না। সকল কথা বলিয়া ষ্টেসন মাষ্টার উপসংহারে বলিলেন,—"আমি যা কিছু জানতুম সবই বল্লুম আপনাদের, এ গ্রামে আমার চেয়ে বেশী আর কেউই কিছু জানেন না।"

ষ্টেসন মাষ্টার পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া একখানা গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফিলিক্সের পুরস্কারের লোভে শকট চালক প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। লোকটা সেই গ্রামেরই বাসিন্দা, কিন্তু তথাপি সে ডিমেনকে লইয়া মঙ্ক যে পথে গিয়াছিল সে সোজা পথের সন্ধান জানিত না। প্রায় সাড়ে তিনটার সময় সে ব্র্যাডলি টাওয়ারের গেটের সম্মুখে গাড়ী থামাইল।

গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ফিলিক্স গেট খুলিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাহারপর ঘণ্টার শিকল ধরিয়া টানিলেন, তাহাতেও কোন ফল হইল না। বাড়ীটার অবস্থা দেখিয়া সেটা তাঁহার পোড় বাড়ী বলিয়াই অনুমান হইল। গেট যে তালাবন্ধ তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন। বিপদ বুঝিয়া যুবক শকট চালককে ফিলিক্স সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন; অল্প চেষ্টাতেই উভয়ে বেড়াটা ভাঙ্গিয়া একটা পথ করিয়া লইলেন।

গাড়ীকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া লিণ্ডাকে লইয়া ফিলিক্স বিচ বৃক্ষ ঘেরা অন্ধকার পথে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। লিণ্ডা যেন উড়িয়া চলিতেছিলেন তিনি সর্ব্বপ্রথম বাড়ীর দ্বারে পৌছিলেন; ভোজন কক্ষের ভাঙা জানালা দিয়া একটা আলোক রশ্মি বাহির হইতেছিল। ফিলিক্স তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই লিণ্ডা ভীষণ বেগে দ্বারে করাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে উপর্য্যুপরি ঘণ্টার দড়ি টানিয়া ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণেই কক্ষের মধ্যে পদশব্দ শ্রুত হইল। তাহার পর সহসা পদ

শব্দ থামিয়া গেল। যে আসিতেছিল রুদ্ধ দ্বারের ভিতর হইতে সে প্রশ্ন করিল,—"কে ডাকে? মাইকেল নাকি?"

"হ্যাঁ!"

"লোকটা মরে গেছে?"

"দোর খোল বলছি।"

ধীরে ধীরে দ্বারের অর্গল খুলিয়া গেল; অতিরিক্ত মদ্যপানে ও ভয়ে বিহ্বল মঙ্ক মাথা বাহির করিয়া বাহিরের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিল। হস্তে তাহার সেই ল্যাম্পটা ছিল; সম্মুখে দুইজন অপরিচিত লোক দেখিয়া সে আলোটা ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল।

ত্বড়িতে ফিলিক্স তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। "ডিমেন সায়ার কোথায়?"

"ডাঃ মাইকেল তাঁকে নিয়ে জ্যোতিষমঞ্চে আছেন। দোহাই আপনাদের, এ খুনখারাপিতে আমার কোন হাত নেই। আমি তাঁহাকে বাঁচাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম—"

"এখুনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। যদি আমরা ডিমেনকে সময় মত গিয়ে পড়ে বাঁচাতে পারি তাহলে আমি কথা দিচ্ছি যে তোমায় বেকসুর খালাস দেব।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া পল কাইজার ল্যাম্পটা লইয়া স্খলিতপদে অথচ আশ্চর্য্যরূপ ক্ষিপ্রগতিতে আগন্তুকদ্বয়কে পথ দেখাইয়া গম্বুজে লইয়া চলিল। গম্বুজে পৌঁছিয়া সে পকেট হইতে দ্বারের চাবি বাহির করিতে লাগিল।

তাহার পর দ্বার খুলিতে খুলিতে সে নিম্নকণ্ঠে বলিল,—"দোর খুলে চাবিটা আমি ভেতর দিকে লাগিয়ে দেব; এই সময়টায় আপনারা একটু ঝোপের মধ্যে সরে দাঁড়াবেন; আমি চেষ্টা চরিত্র করে মাইকেলের চাকর

ডেট্রিচকে বাইরে টেনে আন্‌ব সেই সময় আপনারা ভেতরে ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে দোরে চাবি দিয়ে দেবেন, তারপর সটান ওপরে উঠে যাবেন। দ্বিতলে উঠে লোহার সিঁড়ি দিয়ে ত্রিতলে উঠবেন। সৌভাগ্য আমাদের যে এখনও সূর্য্যি ওঠেনি কিন্তু তারও আর বড় বেশী দেরী নেই। এই ছোরাখানা রাখুন—দরকার হবে—আর এ মদের বোতলটাও কাছে রাখুন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনারা যেন সময় মত গিয়ে পড়তে পারেন।”

কম্পিতহস্তে সে দ্বার খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর চাবিটা ভিতর দিকে লাগাইয়া দিল। ফিলিক্স ও লিণ্ডা রুদ্ধশ্বাসে আগ্রহের সহিত দ্বারের পার্শ্বে লুকাইয়া রহিলেন, মঙ্ক উচ্চৈঃস্বরে ডেট্রিচের নাম ধরিয়া ডাকিতে লগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারের বৃহৎ বপু ভৃত্য ডেট্রিচ বাহিরে আসিল। মঙ্কের আহ্বানে সে সবেমাত্র নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল—তখনও তন্দ্রাবেগে তাহার চক্ষুদ্বয় ঢুলু ঢুলু করিতেছিল। যেই সে দ্বারের বাহিরে আসিয়াছে অমনি ফিলিক্স লিণ্ডার হাত ধরিয়া এক লম্ফে দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে চাবি বন্ধ করিয়া দিলেন পর মুহূর্ত্তেই দ্রুতবেগে উভয়ে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

উপর হইতে কোন কিছুর শব্দই তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল না। ত্রিতলে উঠিয়া তাঁহারা বারান্দায় পৌঁছিলেন। পার্শ্বেই গম্বুজের আলোক-প্রবেশ চূড়া।

এইস্থানে লিণ্ডা ও ফিলিক্স যে দৃশ্য দেখিলেন জীবনে কোনদিন তাঁহারা সে কথা বিস্মৃত হইবেন না। স্পন্দনহীন পাংশুবর্ণ ডিমেন হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় একটা বৃহৎ ধাতু নির্ম্মিত কটাহের মধ্যে শায়িত রহিয়াছেন আর তাঁহার চিরশত্রু মাইকেলী, শিকার লোলুপ শার্দ্দূলের ন্যায় একবার

ডিমেনের দিকে এবং একবার স্ফোটনোন্মুখ সূর্য্যের দিকে তাকাইতে-ছিলেন।

ভূতের মত সহসা ফিলিক্স ও লিণ্ডাকে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে দেখিয়া ডাক্তার কিয়ৎক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। রুষীয় ভাষায় কি একটা অভিসম্পাত তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল। লিণ্ডা ফিলিক্সের নিকট হইতে ছোরাখানা লইয়া ডিমেনের বন্ধন রজ্জু কাটিতে লাগিলেন। ফিলিক্স ইত্যবসরে ডাক্তারকে আত্মসংবরণ করিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া তাঁহার চোখের উপর এমন একটা মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে ডাক্তার চক্ষে সরিষা ফুল দেখিতে লাগিলেন। সেই দৃষ্টিহীন অবস্থায় স্খলিতপদে অগ্রসর হইতে হইতে ডাক্তার বারান্দার ধারে আসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই ভীষণ চীৎকার করিয়া তিনি সেই ত্রিতল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

তাঁহার দেহটা মাটিতে পড়ার শব্দ ফিলিক্স শুনিতে পাইলেন কিন্তু লোকটা রহিল কি মরিল সে সংবাদ লইবার ইচ্ছা বা অবসর তখন তাঁহার মোটেই ছিল না।

সাহায্যটা ঠিক সময়েই আসিয়া পড়িয়াছিল। মৃত্যুর ছায়া ডিমেনকে আর একটু পরেই শান্তির ক্রোড়ে টানিয়া লইত! অর্দ্ধঘণ্টা পরে নির্ম্মল আকাশ যখন নবোদিত বালারুণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ডিমেনের স্তিমিত জীবন-দীপ তখন পুনরায় জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। লিণ্ডা আপনার অঙ্গের উপর তাঁহার দেহভার টানিয়া লইয়া প্রাণপণে পরিচর্য্যা করিতেছিলেন, ফিলিক্স তাঁহার সেই পুণ্যব্রতে সাহায্য করিতেছিলেন।

নিম্নে তখন রূপে কন্দর্প তুল্য, জ্ঞানে বৃহস্পতি সম, চতুর-চূড়ামণি মাইকেল বিকৃত-মস্তিষ্ক অবস্থায় পাথরগুলাকে মণিমুক্তা বলিয়া সাগ্রহে সংগ্রহ করিতেছিলেন। ত্রিতল হইতে পতনের ফলে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।

এ বিকৃতি আর সারিল না। পাগলা-গারদে পাথর কুড়াইয়া মহা-জ্ঞানী মাইকেলের জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলা কাটিতে লাগিল।

লিণ্ডা ও ডিমেন পরস্পর জীবন-সাথী হইয়া বহুদিনের সাধ পূর্ণ করিলেন।

যথাকালে ডাক্তারের সখের জিনিষের মধ্যে গ্রেসাম মুক্তা ও সেলিনী কাপ আবিষ্কৃত হইল। কাপটা ডিউককে প্রত্যার্পণ করা হইল; গ্রেসাম মুক্তা লিণ্ডা-কণ্ঠে শোভা পাইতে লাগিল।

সম্পূর্ণ